

दशकुमार चरिते ~~उत्कल~~ PLAN

राजवाहनचरितम्

(दशुी-प्रणीत)

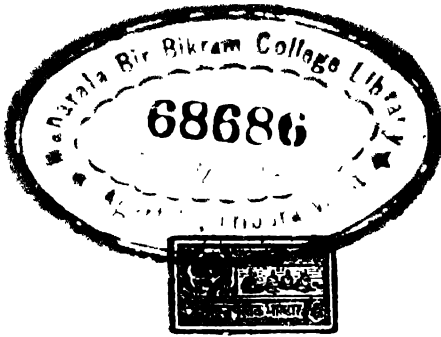
दशुीर परिचय ओ काल, रचनाशैली, ग्रन्थपरिचय,
मुलसंस्कृत, संस्कृत प्रतिशब्द, वङ्गार्थ, व्याख्या,
टीका, व्याकरण ओ अश्लोत्तर सञ्चलित । ।

शुीअशोककुमार वन्द्यापाध्याय

अम. अ. (डवल), वि. अड. पङ्कतीर्थ (स्वर्ण पदक प्राप्त),

संस्कृतान्यापक, महादेवानन्द महाविद्यालय,

बाराकपुर, उत्तर चम्पारण परगणा



संस्कृत पुस्तक भाण्डार

७८, बिधान सरणी, कलिकाता-१००००७

শ্রীশ্রামাঙ্গ ভট্টাচার্য
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী
কলিকাতা ৭০০০০৬

মুদ্রাকর :
নির্মলা প্রেস
৩২/ই, জয়মিত্র ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৫

প্রতিবেদন

সংস্কৃত গদ্য সাহিত্য ভাণ্ডারের একটি উজ্জ্বলতম রত্ন মহাকবি দণ্ডার 'দশকুমার-চরিতম' কাব্যখানি। তারই মূল অংশের প্রথম উচ্ছ্বাস 'রাজ-বাহনচরিতম' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি.এ. পাস ও অনার্সের পাঠক্রমে বহুদিন ধাবং নির্দিষ্ট হয়ে আছে। বিদ্যালয়ে মাধ্যমিকস্তরে সংস্কৃত যতদিন অবশ্যপাঠ্য ছিল, ততদিন মহাবিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা যেমন প্রাচুর্য ছিল, সৰূপ পাঠ্যপুস্তকও স্থলভ ছিল। কিন্তু বর্তমানে সংস্কৃতবিষয়ের শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান নীতি লক্ষণীয়ভাবে বিস্তার লাভ করায়, পাঠ্য-পুস্তক প্রকাশে প্রকাশকদের অনীহা জন্মানো স্বাভাবিক। তার ফলে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃতবিষয়ের চতুর্পাঠ্য বিভাগ থেকে শুরু করে গবেষণাস্তর পর্যন্ত প্রয়োজনীয় পুস্তক পাওয়া দুর্লভ ব্যাপার। সংস্কৃত পুস্তকের এমন দুর্ভোগসংকুল পরিস্থিতিতে সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের অবদান ও প্রচেষ্টা বিরল দৃষ্টান্তস্বরূপ। তাঁর প্রেরণায় ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সংস্কৃতের স্নাতক বিভাগের পাঠক্রমের অগ্ণাত বই-এর সঙ্গে এই 'রাজ-বাহনচরিতম'টিও ছাত্রছাত্রীদের উপযোগী করে সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে এই পুস্তকটির গুণগত উৎকর্ষ তথা ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগিতা-মূলক বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ থাকছে।

প্রথমতঃ গ্রন্থটির সূচনাপর্বেই কবির ব্যক্তিপরিচয় থেকে আরম্ভ করে কবি ও কাব্যবিষয়ে সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি অতি সহজ ভাষায় লেখা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ বর্তমানে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় এম.এ. পর্যন্ত বাংলা ভাষায় উত্তর-দান অনুমোদন করায় বাংলা ভাষাতেই বিষয়গুলি রচনা করা হয়েছে।

তৃতীয়তঃ অনার্সে একটি ব্যাখ্যা 'সংস্কৃত' ভাষায় লেখার নির্দেশ থাকে, সে অভাবটিও পূরণ করার জগ্ন ব্যাখ্যাগুলি হুটি ভাষাতেই দেওয়া হয়েছে। তার উপর প্রতিটি অনুচ্ছেদের বাংলা অর্থ দেওয়া আছে বলে শঙ্কার্ণবের ক্ষেত্রে সংস্কৃত প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে। এর দ্বারা অনার্সের ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা হবে।

চতুর্থতঃ ব্যাকরণ অংশ ও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অংশের যথাযথ আলোচনা আছে ।

পঞ্চমতঃ উক্ত গ্রন্থের প্রায় সমস্ত সম্ভাব্য প্রশ্ন ও তার উত্তর শেষ ভাগে দেওয়া হয়েছে ।

ষষ্ঠতঃ অপ্রয়োজনীয় কোনকণ্ঠ আলোচনা যুক্ত করে পুস্তকের কলেবর ও মলাবৃদ্ধি করার অপচেষ্টা নাই ।

সপ্তমতঃ বিদ্যালয়স্তরে সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য না থাকার ফলে ছাত্রদেব নাগরী হরফ পড়ার জড়তা ও অনীহা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান । তাছাড়াও বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে বাংলা হরফ অপেক্ষা অন্য কোন হরফই সুপাঠ্য হয় না । এ প্রসঙ্গে আরও বলতে হয় যে, 'নাগরী' হরফটি 'সংস্কৃত হরফ' নয় সংস্কৃত চিরকাল লেখকগণ নিজ নিজ অঞ্চলের হরফে লিখে এসেছেন । বিদ্যাশাগর থেকে আরম্ভ করে বাঙ্গালী পণ্ডিতবর্গের সমস্ত সংস্কৃত ভাষায় রচনা বাংলা হরফেই হ'য়েছে । সেই আদর্শেই সমগ্র পুস্তকটি বাংলা হরফে মুদ্রিত হ'লো ।

আশা করি মাননীয় অধ্যাপক-অধ্যাপিকাবর্গ কেবল বাংলা হরফের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ পুস্তকটি বর্জন না করে অগাণ্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি বিচাবপূর্বক গ্রহণ করে রুতার্থ করবেন ।

পুস্তকটির সম্পাদনা ও প্রকাশনার জগা শ্রামাপদবাবুকে ধন্যবাদ জানাবার আগে তদীয় পুত্র শ্রীমান দেবাশিস ভট্টাচার্য্যকে প্রীতি-শুভেচ্ছা না জানালে প্রতিবেদনটি অসম্পূর্ণ থেকে যায় ।

—অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

দণ্ডীর পরিচয় ও কাল

ব্যক্তি-পরিচয় :-

সংস্কৃত কাব্যজগতের বিরলপ্রতিভাধর বিশিষ্ট কবি দণ্ডীর পরিচয় আজও সমালোচনার ধূমে আচ্ছন্ন। পণ্ডিতমহলের তো একটি বড় জিজ্ঞাসা—দণ্ডী একজন না তিনজন? এরূপ বিবাদ বা জিজ্ঞাসার উৎপত্তি দণ্ডীর রচনাকে কেন্দ্র করে। দণ্ডীর তিনখানি কবিকৃতি বিশ্ববিশ্রুত। রাজশেখর তাঁর হারাবলীগ্রন্থে বলেছেন,—

‘ত্রয়োহগ্নয়স্বয়ো দেবা স্বয়ো বেদা স্বয়ো গুণাঃ ।

ত্রয়ো দণ্ডিপ্রবন্ধাশ্চ ত্রিমু লোকেষু বিশ্রুতাঃ ॥

এই তিনখানি রচনা নিয়েও অনেক মতভেদ আছে, তবে অধিকাংশের অভিমত (১) কাব্যাদর্শ (২) দশকুমারচরিত এবং (৩) অবন্তিসুন্দরী কথা—এই তিনখানিই দণ্ডীর কবিপ্রতিভার সাক্ষ্য দান করে চলেছে। ‘অবন্তিসুন্দরী কথা’ বইটি পরবর্তীকালে খুঁজে পাওয়া গেছে, এবং তারপরই দণ্ডীর ব্যক্তি-পরিচয়ের কিছুটা আভাস মিলেছে। উক্ত গ্রন্থ অল্পসারে জানা যায়—

কৌশিক গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশে দণ্ডীর জন্ম। তিনি ছিলেন কবি ভারবির প্রপৌত্র, বীরদত্ত ও গৌরীর পুত্র। কিন্তু অতি শৈশবেই তাঁর মাতাপিতা মারা যান। শ্রুত ও সরস্বতী নামে দুজনের নিকট তিনি লালিত-পালিত হন। অবন্তিসুন্দরী কথাসার গ্রন্থে আছে—

স বাল এব মাত্রা চ পিত্রা চাপি ব্যযুজ্যাত ।

অযুজ্যাত গরীয়শ্চা সরস্বত্যা শ্রুতেন চ ॥

দণ্ডীর পূর্বপুরুষের আদিনিবাস ছিল গুজরাটের আনন্দপুরে, পরে তাঁরা দক্ষিণ-ভারতের কাঞ্চীতে বসবাস শুরু করেন, এবং পল্লবরাজদের একান্ত অহুরাগী ও অল্পগত ছিলেন। তার ফলে চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য পল্লবরাজকে পরাভূত করে কাঞ্চী অধিকার করলে দণ্ডী দেশত্যাগ করেন। আবার পল্লবরাজ নরসিংহবর্মা স্থায়ী সিংহাসন পুনরুদ্ধার করলে দণ্ডী দেশে ফিরে আসেন এবং রাজসভায় উচ্চপদে নিযুক্ত হন।

কাল :--

দণ্ডীর এই ষৎকিঞ্চিং পরিচয়ের মাধ্যমে দণ্ডীর কাল সম্পর্কে যে বিতর্ক আছে, তারও কিছুটা সমাধান হয়। যেমন চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্য ৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কাঞ্চী অধিকার করেছিলেন, এসময় দণ্ডী বর্তমান ছিলেন। স্বতরাং দণ্ডী সপ্তম শতাব্দীর কবি।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত দণ্ডী কাব্যাদর্শে ভামহের এবং প্রবরসেন রচিত 'সেতুবন্ধ' কাব্যের উল্লেখ করেছেন। আবার আলঙ্কারিক বামন দণ্ডীর সমালোচনা করেছেন। স্বতরাং কাব্যাদর্শকার দণ্ডী ভামহ ও বামনের মধ্যবর্তী কালের হওয়ায় সপ্তম শতকের মাঝামাঝি সময়কে দণ্ডীর কাল হিসাবে অনায়াসে গ্রহণ করা যেতে পারে।

তৃতীয়তঃ—দণ্ডী নিঃসন্দেহে বাণভট্টের পূর্বসূরী। ভাষার অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছতা, বাণস্বলভ দীর্ঘ সমাস-বাঙ্গলোর অভাব ইত্যাদি বিষয়গুলিও বাণের পূর্ববর্তিতার পরিচায়ক। বিশেষতঃ দশকুমারচরিতের ভৌগোলিক বর্ণনাও প্রমাণ করে যে, দণ্ডী হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালের পূর্ববর্তী সময়ের লেখক—একথা বিখ্যাত গবেষক মার্ক কলিনস্ও স্বীকার করেছেন। হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল তথা বাণভট্টের রচনাকাল খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষভাগ—সর্বজনস্বীকৃত হওয়ায় দণ্ডীকে অনায়াসে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমাদকের কবিরূপে স্বীকৃতি দেওয়া চলে।

চতুর্থতঃ—কর্ণাটকের রাণী বিজ্জকা বা বিজয়া ৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত একটি শ্লোকে দণ্ডীর উল্লেখ করেছেন।

‘নীলোৎপলদলশ্যামাং বিজ্জকাং মামজ্ঞানতা।

বুথিব দণ্ডিনা প্রোক্তং সর্বশুক্রা সরস্বতী’ ॥ (শাঙ্গ’ধরপদ্ধতি) ।

অতএব দণ্ডীর কাল সম্পর্কে পণ্ডিতদের সন্দেহের সম্পূর্ণ নিরসন না হ’লেও পূর্বোক্ত যুক্তিগুলিকে ভিত্তি করে বলা যায় যে, দণ্ডী খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষ থেকে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিद्यমান ছিলেন।

রচনাশৈলী :—

দণ্ডীর রচনাশৈলী বলতে তাঁর সকল রচনারই মূল্যায়নের প্রথম প্তে, তবে

আমাদের প্রধান উপজীব্য 'দশকুমারচরিত'। কাব্য প্রথমতঃ কাব্যাদর্শ গ্রন্থটি কাব্যার্থায়ভুক্ত নয়, আর তৃতীয় রচনা কেউ বলেন 'সাস্তিহুন্দা'—এই বক্তৃতা বলেন 'ছন্দোবিচিত্রি'। তবে দশকুমারচরিতটি যে দণ্ডীর রচনা—এ বিষয়ে কারও কোন সংশয় বা সন্দেহ নাই। এ কথাও উল্লেখ্য যে দশকুমারচরিত একটি মাত্র গ্রন্থই সাহিত্যিকরূপে দণ্ডীকে চিরস্তনতার মর্যাদা দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। একক দশকুমারের মাধ্যমে দণ্ডীর কবিখ্যাতি এক বিশ্বয়কর প্রসারলাভ করেছিল। তার প্রমাণ 'কবিদণ্ডী কবিদণ্ডী কবিদণ্ডী ন সংশয়ঃ' ইত্যাদি উক্তি। কোন কোন সমালোচক 'নৈযথে পদলালিতাং'—এই প্রসিদ্ধ উক্তিকে পরিবর্তন করে বলেছেন, 'দণ্ডিনঃ পদলালিতাং'। গঙ্গাদেবী তাঁর 'মথুরাবিজয়' কাব্যে দণ্ডীর রচনাকে অমৃতের সঙ্গে তুলনা করেছেন—'আচার্যদণ্ডিনো বাচমাচাণ্ডায়তসংপদাম...'।

সুতরাং স্বভাবতই এখানে দণ্ডীর সেই সমস্ত বিশেষ গুণগুলি উল্লেখ করতে হয়, যার বলে তিনি জনচিত্তকে জয় করে ব্যাস-বাল্মীকির একাসনে বসার বিশিষ্টতা লাভ করেছিলেন।

দণ্ডীর বিশেষ আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল বাস্তবধর্মিতা। জয়াখেলা, প্রতারণা, লাম্পট্য, গণিকাসক্তি ইত্যাদি তৎকালীন নগরজীবনের নীতিহীনতার দিকগুলি তাঁর লেখনীতে ষথার্থভাবেই রূপায়িত। ভাষার বিচারে দেখা যায় স্ববন্ধু ও বাণভট্টের রচনা অপেক্ষা তাঁর রচনা সহজ ও অনাড়ম্বর। বাণভট্টের শব্দচয়নের মত ধ্বনিঝঙ্কারময় না হ'লেও শব্দচয়নের পরিপাটি ও ললিতমধুর পদবিন্যাসের নৈপুণ্য অত্যন্ত প্রশংসনীয়। দণ্ডীর সারস্বত-কুশলতায় দশকুমারচরিত কাব্যটি তৎকালীন সমাজদর্পণ হ'য়ে উঠেছিল।

বাংলায় প্রভাবিত সমাজের সুস্পষ্ট চিত্রায়ন করেছেন।

এই রচনাটি দণ্ডীর অতুলনীয় বর্ণনাশক্তির পরিচায়ক। প্রাকৃতিক বর্ণনা, মানবিক রূপ-গুণের বর্ণনা, প্রেমবিহ্বল নরনারীর অবস্থার বর্ণনা—সমস্ত এত সজীব হ'য়েছে যে, বাস্তব ঘটনার মত সহজেই সহৃদয় পাঠকচিত্তকে মুগ্ধ করে।

কাহিনী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও মৌলিকতার দাবী করতে পারেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৃহৎকথার সঙ্গে সামান্য সাযুজ্য লক্ষিত হ'লেও সার্বিক ঋণের কোন প্রশ্ন ওঠে না। বর্ণনার চাতুর্যে, কল্পনার বিলাসিতায়, ভাষার পরিপাটিতে, ঘটনার

চমৎকারিষে, চরিত্রাচরণে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী। Keith বলেছিলেন, 'Dandin is unquestionably masterly in his case of language'।

একটি কিংবদন্তীতে কবি হিসাবে বাল্মীকি ও ব্যাসের পরেই দণ্ডীর নাম উল্লেখ করে বলা হ'য়েছে—

জাতেজগতি বাল্মীকৌ কবিরিত্যাভিধাভবৎ ।

কবী ইতি ততো ব্যাসে কবয়স্বয়ি দণ্ডিনি ॥

কথাটি অতিরঞ্জন হ'লেও এই সাক্ষ্য বহন করে যে, এককালে দণ্ডীর যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ছিল।

গ্রন্থপরিচয়

গোড়ার কথা : 'দশকুমারচরিতম্'—এই নামকরণ থেকে মনে হয়, দশজন কুমারের কাহিনী গ্রন্থটির বিষয়বস্তু। প্রচলিত সংস্করণে দশজন কুমারেরই কাহিনী পাওয়া যায়। কিন্তু দণ্ডীর রচিত বলে স্বীকৃত যে অংশটি পাওয়া যায়, সেখানে আটজন কুমারের বিবরণ আছে। আবার অষ্টম কুমারের বৃত্তান্ত অসম্পূর্ণ এবং গ্রন্থটির আরম্ভও অসংলগ্ন। তাই বর্তমান প্রচলিত সংস্করণের রূপ দেখে অনুমান করা হয় মূলগ্রন্থের প্রথম ও শেষদিকের কিছু অংশ কোন কারণে লুপ্ত হওয়ায় সঙ্গতি সাধনের উদ্দেশ্যে পরবর্তীকালের কোন লেখক বা লেখকগোষ্ঠী পূর্বপীঠিকা ও উত্তরপীঠিকা সংযোজন করেন।

কোন কোন সাহিত্যসমালোচক সিদ্ধান্ত করেছেন যে, পরবর্তীকালে চরুপাণি দাক্ষিণ্য নামে দাক্ষিণাত্যবাসী এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পূর্বোক্ত অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করে পূর্বপীঠিকা ও উত্তরপীঠিকা নামে দুটি অংশ মূলগ্রন্থের প্রথমে ও শেষে যোগ করে গ্রন্থের ঘটনাগুলির সার্থক রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। পূর্বপীঠিকার পাঁচটি উচ্ছ্বাসে দশজন কুমারের জন্মবৃত্তান্ত, সোমদত্ত ও পুষ্পোদ্ভব—এই দুজন কুমারের কাহিনী ও রাজবাহনের জীবনের প্রাথমিক ঘটনাগুলি নিবন্ধ হয়েছে। উত্তরপীঠিকায় বিশ্বতের বিবরণ পরিশিষ্ট হিসাবে যুক্ত হয়েছে।

কাহিনী বিণ্যাস : 'দশকুমারচরিতম্' কাব্যটি তিনটি ভাগে বিভক্ত—
(১) পূর্বপীঠিকা (২) মূল অংশ ও (৩) উত্তরপীঠিকা।

পূর্বপীঠিকায় আছে পাঁচটি উচ্ছ্বাস। উক্ত উচ্ছ্বাসগুলিতে বর্ণিত বিষয়গুলি স্বধাক্রমে—(১) রাজবাহনাদি দশকুমারোৎপত্তিঃ, (২) দ্বিজোপকৃতিঃ, (৩) সোমদত্তচরিতম্, (৪) পুষ্পোদ্ভবচরিতম্ এবং (৫) অবস্থিসুন্দরী পরিণয়ঃ।

মূল অংশে আছে আটটি উচ্ছ্বাস।—(১) রাজবাহনচরিতম্, (২) অপহারবর্মচরিতম্ (৩) উপহারবর্মচরিতম্, (৪) অর্থপালচরিতম্, (৫) প্রমতিচরিতম্, (৬) মিত্রগুপ্তচরিতম্ (৭) মন্ত্রগুপ্তচরিতম্ এবং (৮) বিশ্বতচরিতম্।

উত্তরপীঠিকায় দশম কুমার বিশ্বতের কাহিনী পরিশিষ্ট ও উপসংহার হিসাবে সকলের মিলন বর্ণিত হয়েছে।

‘রাজবাহনচরিতম্’ কাহিনীটি ‘দশকুমারচরিতম্’ কাব্যের মূল অংশের ‘প্রথম উচ্ছ্বাস’।

দশকুমারচরিতম্—কথা বা আখ্যায়িকা: অলংকার শাস্ত্রের মতামুসারে ‘দশকুমার-চরিতম্’ শ্রব্যাকাব্যের মধ্যে গণ্য কাব্যের অন্তর্গত। গণ্য কাব্যকেও আবার সাহিত্য তত্ত্বের একশ্রেণীর আলোচক দৃষ্টান্তে ভাগ করে থাকেন—কথা ও আখ্যায়িকা নামে। এই বিভেদের বিচারে কথা ও আখ্যায়িকার মধ্যে বহুবিধ পার্থক্য আছে। যেমন—অলংকারিক ভাষ্যের মত অনুসারে আখ্যায়িকার (১) নায়ক নিজেই নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবেন। (২) ভাষা হবে সংস্কৃত। (৩) নায়কের বীরত্বের কথা অবশ্যই স্থান পাবে। (৪) অধ্যায়ের নাম হবে উচ্ছ্বাস। (৫) মাঝে মাঝে বক্তৃতা অপরিবর্তিত ছন্দে দুটি শ্লোক থাকবে।

আর কথার—(১) কাহিনী হবে কাল্পনিক। (২) নায়ক ছাড়া অপবে বক্তব্য উপস্থাপিত করবে।

অগ্নিপু্রাণে ও ভামহ প্রদত্ত লক্ষণের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাছাড়া অলংকার সংগ্রহে বলা হয়েছে ‘কথা কল্পিতবৃত্তান্তা বা বার্থাখ্যায়িকা মতা’ অমরকোষে আছে ‘আখ্যায়িকোপলক্ষার্থা প্রবন্ধ কল্পনা কথা’ অবশ্য এদুয়ের সংজ্ঞা অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পর নির্ভরশীল। এদের মৌলিক পার্থক্য হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, ‘কথা’ জাতীয় রচনা কবির কল্পনাশক্তি নির্ভর। উদাহরণ—কাদম্বরী। আর ‘আখ্যায়িকা’ হয় ইতিহাসাশ্রয়ী ঘটনা নির্ভর। যথা—হর্ষচরিতম্।

এখন বিচার্য, ‘দশকুমারচরিত’ কথা বা আখ্যায়িকা—কোন পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। মতান্তর স্বয়ং দণ্ডী কথা ও আখ্যায়িকার মধ্যে ভামহাদির মত পার্থক্য স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, ‘তৎ কথাখ্যায়িকৈতোক্য জাতিঃ সংজ্ঞা দ্বয়াক্রান্তা’। আসলে দুটি প্রায় একই একই ধরনের রচনা, কেবল নামেই ভিন্ন। দশকুমার চরিতে দণ্ডীঃ এই ভেদ স্বীকার করার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় —

(১) এতে কবির বংশবৃত্তান্ত অনুপস্থিত, যা আখ্যায়িকার একটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ।

(২) বর্ণনীয় বিষয়ের দিক থেকে একে আখ্যায়িকা মনে হলেও সবসময় নায়কমুখে ঘটনা বিবৃত হয়নি।

(৩) আখ্যায়িকার নিয়মে অধ্যায় বিভাজনে 'উচ্ছ্বাস' নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

(৪) আখ্যায়িকার নিয়মে বক্তৃ বা অপববক্তৃ ছন্দের ব্যবহার নাই বরং যে আর্থা ছন্দের ব্যবহার 'কথা'য় অনুমোদিত -তার ব্যবহার আছে।

সুতরাং যদিও 'দশকুমারচরিত' আখ্যায়িকা নামে অনেকের দ্বারা স্বীকৃত, তথাপি দণ্ডীর মতানুসারেই 'দশকুমারচরিত'কে স্বতন্ত্র কোন উপরিভাগের অন্তর্ভুক্ত না করে গণ্য কাব্যের রূপে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়। সাহিত্য দর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজও এক্ষেত্রে দণ্ডীরই মতানুসারী -আখ্যায়িকা কথাবৎস্যাৎ।

নামকরণ : দশানাং কুমারাণাং চারিতম্—এই বিগ্রহবাক্যে দশকুমার-চারিতম্ উত্তরপদদ্বিগু। বৈয়াকরণ বিধান -'তদ্বিতার্থোত্তরপদসমাহারে চ' দশকুমারচরিতম্ অধিকৃত্য কৃতং কাব্যম্ ইতি দশকুমারচরিত + অন।

অথবা

দশ সংখ্যাকাঃ কুমারাঃ ইতি দশকুমারাঃ (মধ্যপদলোপী কর্মধারয়)। দশ-কুমারাণাং চরিতম (ষষ্টি তৎপুরুষ)। দশকুমার চবিতম্ অধিকৃত্য কৃতং পুস্তকম্ ইতি দশকুমারচরিত + অন।

অথবা

দশকুমারাণাং চরিতানি ইতি দশকুমারচরিতানি (ষষ্টি তৎপুরুষ)। দশ-কুমারচরিতানি অশ্মিন্ ইতি (বছরীহি)।

দশজনকুমারের পরিচয় : 'দশকুমারচরিতম্' কাব্যে যে দশজন কুমারের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হয়েছে, তাদের নামগুলি শ্লোকাকারে নিম্নরূপ -

প্রমাতিমিত্রগুপ্তশ মনুগুপ্তশ বিষ্ণুতঃ।

পুষ্পোদ্ভব সোমদত্তোহর্থপালো রাজবাহনঃ।

উপহারোহপহারশচ বর্মা দশকুমারকাঃ।

বর্ণিত কুমারদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পূর্বপীঠিকার প্রথমোচ্ছ্বাসে নিবন্ধ আছে।

মগধের রাজা রাজহংস, রাজধানী পুষ্পপুরী, রাণী বসুমতী। রাজহংসের তিন মন্ত্রী—ধর্মপাল, পদ্মোদ্ভব ও সিতবর্মা। ধর্মপালের তিন ছেলে—স্বমন্ত্র, স্বমিত্র ও কামপাল। পদ্মোদ্ভবের দুই ছেলে—সুশ্রুত ও রত্নোদ্ভব এবং সিতবর্মার দুই ছেলে—সুমতি ও সত্যবর্মা।

একসময় মালবরাজ মানসারের সঙ্গে রাজহংসের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে রাজহংস পরাস্ত হ'য়ে বিদ্যাপর্বতে আশ্রয় নিলে, স্বমন্ত্র, স্বমিত্র, সুমতি ও সুশ্রুত চার-মন্ত্রীও তাঁর সঙ্গে সেখানেই থাকেন। এখানেই রাজহংসের একটি পুত্র জন্মাল। নাম--রাজবাহন। চারমন্ত্রীর যথাক্রমে মিত্রগুপ্ত মন্ত্রগুপ্ত, প্রমতি ও বিশ্রুত নামে চারটি ছেলে হলো।

মিথিলারাজ প্রহারবর্মা ছিলেন রাজহংসের বন্ধু। তিনি রাজহংসকে সাহায্য করতে এসে মানসারের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে পালাবার সময় শবরদের আক্রমণে দুই ছেলের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। পরে এক ব্রাহ্মণ একটি ছেলেকে রাজহংসের কাছে নিয়ে আসেন। ছেলেটির নাম দেওয়া হয় উপহারবর্মা। অল্প ছেলেটিকে রাজহংস এক শবররমণীর কাছ থেকে উদ্ধার করে নাম দেন অপহারবর্মা।

বাজহংসের অল্প একমন্ত্রীপুত্র রত্নোদ্ভব বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যবনদ্বীপে গিয়ে সুবৃত্তা নামে এক বণিককন্যাকে বিয়ে করেন। অসুস্থত্বা পত্নীকে নিয়ে দেশ ফেরার সময় ঝড়ে জাহাজডুবি হয়। ধাত্রীর সাহায্যে সুবৃত্তা কোনক্রমে উদ্ধার পান এবং বনের মধ্যে একটি পুত্র প্রসব করেন। পরে এক ব্রাহ্মণ ঐ ছেলেটিকে রাজহংসের আশ্রয়ে রেখে যান। তার নাম রাখা হয় পুষ্পোদ্ভব।

মন্ত্রী ধর্মপালের ছেলে কামপাল যক্ষকন্যা তারাবলীকে বিয়ে করেন। তারাবলীর গর্ভে তাঁর একটি ছেলে হয়, তারই নাম অর্থপাল।

মন্ত্রী সিতবর্মার ছেলে সত্যবর্মা বিদেশে গিয়ে কালী ও গৌরী নামে দু'বোনকে বিয়ে করেন। তাদের মধ্যে গৌরীর গর্ভে একটি ছেলে হলে কালী তার উপর হিংসাবশতঃ ধাত্রীর সঙ্গে ছেলেটিকে কাবেরীর জলে ফেলে দেয়। ধাত্রী কোনভাবে ছেলেটিকে উদ্ধার ক'রে নিজে সর্পাঘাতে মারা যায়। তখন ঋষি বামদেব ঐ ছেলেটিকে দ্বৈততে পেয়ে রাজহংসের কাছে নিয়ে আসেন, নাম

মহাদেবের কাছে একটি বর পেয়েছে যে, রাজবাহন তাকে সাহায্য করলে সে পাতালকন্যা কালিন্দীকে বিয়ে করে পাতালের অধীশ্বর হবে। রাজবাহন ব্রাহ্মণের কথায় রাজ্য হয়ে সকলের অজ্ঞাতে ব্রাহ্মণের সাথে পাতালপুরীতে গেলেন এবং ব্রাহ্মণের কালিন্দীর সাথে বিবাহ ও হলো। তখন কালিন্দী রাজবাহনকে একটি ক্ষুধাতৃষ্ণাহর মণি দিলেন। এদিকে রাজবাহন যখন পাতালপুরী থেকে ফিরলেন, ততক্ষণে অত্যাচ্য কুমাররা ঘুম থেকে জেগে রাজবাহনকে না দেখতে পেয়ে তাঁকে খুঁজতে তারা সকলেই নানান দিকে চলে গেছে। সুতরাং রাজবাহন ফিরে কারও দেখা না পেয়ে তিনিও তাদের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন।

ঘটনাক্রমে বরতে ঘুরতে উজ্জয়িনীতে এসে রাজবাহন আগে সোমদেব এবং পরে পুষ্পোদ্ভবের দেখা পেলেন। সে সময় থেকে তাঁরা তিনজনই এই নগরেই রয়ে গেলেন। তারপর এক বসন্তকালে রাজবাহন একটি উপবনে বেড়াতে বেড়াতে মানসারের মেয়ে অবন্তিসুন্দরীকে দেখে মোহিত হয়ে গেলেন। অবন্তিসুন্দরীও রাজবাহনকে দেখার পরই তাঁর প্রতি আসক্তা হলেন। উভয়ের দেখা ও পরিচয়ের পরই রাজবাহনের মনে পড়ে গেল পূর্বজন্মের কথা তিনি ছিলেন রাজা শাষ আর অবন্তিসুন্দরী ছিলেন তাঁর পত্নী যজ্ঞবতী। রাজবাহন সে কথা প্রকাশ করামাত্র অবন্তিসুন্দরীরও পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে যায়। ফলে তাঁদের অনুরাগ আবণ্ড দৃঢ় ও প্রবল হলো। এরপর বিজ্ঞেশ্বর নামে এক ঐন্দ্রজালিকের সাহায্যে সকলের সম্মুখে বিধি অনুসারে রাজবাহন ও অবন্তিসুন্দরীর বিয়ে হয়ে গেল। সমস্ত দর্শক ও রাজা মানসার সে বিয়েকে ঐন্দ্রজাল মনে করায় রাজবাহন ও অবন্তিসুন্দরী অবধায়ে অন্তঃপুরে একসঙ্গে প্রবেশ করলেন এবং রাত্রিতে অবন্তিসুন্দরীকে চতুর্দশভুবনের বৃত্তান্ত শোনালেন।

কাহিনীবস্তাসার : চতুর্দশভুবন-বৃত্তান্তের স্মখালাপ করতে করতে অবন্তিসুন্দরী ও রাজবাহন ঘুমিয়ে পড়ে দুজনেই স্বপ্নের মধ্যে মণালমুত্র দিয়ে পা বাঁধা অবস্থায় একটি বৃদ্ধ হাঁসকে দেখতে পেলেন। দুজনেরই ঘুম ভেঙ্গে গেল। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলেন রাজবাহনের পা দুটি রূপোর শিকলে বাঁধা আছে। রাজকন্যা ভয় পেয়ে ভূত-ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে উঠেচেষ্টা করে উঠলেন। তাঁর কান্না শুনে 'কি হলো', 'কি হলো', 'কি হলো' বলতে বলতে অন্তঃপুরের সকলে

রাজকন্য়ার ঘরের দিকে ছুটল। তারা সেখানে গিয়ে রাজবাহনকে ঐ অবস্থায় দেখে চণ্ডবর্মাকে জানাল।

চণ্ডবর্মী সংবাদ পেয়েই সেখানে এল এবং রাজবাহনকে দেখেই তার ভাই দারুবর্মীর মৃত্যুর কারণ বালচন্দ্রিকাব স্বামী পুষ্পোদ্ভবের বন্ধু বলে তাকে চিনতে পারল। তখন সে প্রচণ্ড রাগে ও ক্ষোভে অস্থির হ'য়ে কঠিন হাতে রাজবাহনকে ধরে টানতে টানতে নিয়ে চলল। স্বভাবগম্ভীর রাজবাহন বুঝলেন যে, এই বিপদ সম্পূর্ণ দৈবাগত এবং এই পরিস্থিতিতে সহিষ্ণুতাই একমাত্র প্রতিকারের উপায়। তাই তিনি মরণোচ্ছ্বাসে প্রিয়তমা অবস্থিস্থন্দরীকে পূর্বজন্মের কথা মনে করিয়ে দিয়ে 'দুমাস' বিবাহ যত্নগা সহ করতে বলে শত্রুর অধীনতা স্বীকার করে নিলেন।

রাজবাহনকে বধ করাই ছিল চণ্ডবর্মার কামা, কিন্তু বুদ্ধ রাজা মানসার ও তাঁর মহীমী শ্রাণ বিসর্জনের ভয় দেখিয়ে তাঁর প্রাণরক্ষা করলেন, তবে তাঁদের প্রভুত্ব না থাকায় মৃত্ত করতে পারলেন না। চণ্ডবর্মী এখন আপাতত রাজবাহনকে একটি কাঠের তৈরী পিঞ্জরে আটকে রেখে কৈলাসে তপস্শ্রাবত দর্পসারকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়ে তার আদেশের অপেক্ষায় বসল। ইতিমধ্যে সে পুষ্পোদ্ভবের পরিবারবর্গের সমস্ত সম্পত্তি বাতলাপ্প করে তাদের কাবাগারে নিষ্ক্ষেপ করলেন।

এরমধ্যেই আবার চণ্ডবর্মী অঙ্গরাজ সিংহবর্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা আয়োজন করতে লাগল। এর আগে চণ্ডবর্মী অঙ্গরাজ সিংহবর্মার মেয়ে অশ্বালিকাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছিল, কিন্তু সিংহবর্মী তা প্রত্যাখ্যান করেন। ঐ অপমানের প্রতিশোধ নিতে সে রাজাকে উৎখাত করতে যুদ্ধযাত্রা করল। যুদ্ধযাত্রার সময় কারও উপর বিশ্বাস না থাকায় পিঞ্জরাবদ্ধ রাজবাহনকেও সে সঙ্গে নিল। অঙ্গরাজ্যের রাজধানী চম্পানগরী অবরুদ্ধ হ'লো। অল্পকালের মধ্যে সিংহবর্মী যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে বন্দী হলেন চণ্ডবর্মার হাতে, এবং সেইদিন রাত্রিশেষেই চণ্ডবর্মী অশ্বালিকাকে বিয়ে করবে বলে স্থির করল।

এদিকে কৈলাস থেকে দর্পসারের আদেশ সহ দূত এল। দর্পসার আদেশ করেছেন—শীঘ্রই দুরাশ্বা রাজবাহনের বিচিত্রবধের সংবাদ যেন তাঁকে জানানো

হয়। সেই আদেশ অনুযায়ী চণ্ডগোত নামে হাতীর পায়ের তলায় ফেলে মারার জ্ঞাত রাজবাহনকে বাইরে আনা হলো। সেই মুহূর্তেই তাঁর পা থেকে শিকলটি আপনা-আপনি খুলে গেল এবং সেই শিকলটি একটি অপসারার রূপ ধারণ করে জানাল যে, —সে এক সুরসুন্দরী, তার নাম সুরতমঞ্জরী। মহর্ষি মার্কণ্ডেয়র অভিশাপেই তার ওরূপ পরিণতি এবং বীরশেখর নামে বিদ্বাধরের দ্বারা রাজবাহনের বন্ধন—এই সমস্ত বৃত্তান্তও জানাল।

রাজবাহনের এই শঙ্খলমুক্তির সঙ্গে সঙ্গে রাজপ্রাসাদে তুমুল কোলাহল শোনা গেল,—‘কোন এক দুঃসাহসী দস্যু, অস্থালিকার পাণিগ্রহণ করতে উদ্বৃত্ত চণ্ডবর্মাকে নশংসভাবে হত্যা করেছে। তখন রাজবাহন চণ্ডপোতে আরোহণ করে সেই দুঃসাহসী পুরুষকে কাছে আসার জ্ঞাত ডাকলেন। কাছে আসতেই তাঁরা পরস্পরকে চিনতে পারলেন। ঐ দুঃসাহসী পুরুষ আর কেউ নয়, তাঁরই প্রিয় অহুচর অপহার বর্মা। এরপর তাঁরা পরস্পরের আলিঙ্গনের পালা শেষ করে হৃজনে অনেক শত্রুসৈন্য শেষ করে দেখলেন আর একদল সৈন্য শত্রুসেনাদের ঘিরে ধরেছে। তাদের মধ্য থেকে এক সুপুরুষ এগিয়ে এসে রাজবাহনকে প্রণাম করলে অপহার বর্মা জানালেন ইনি ধনমিত্র, ইনিই অঙ্গরাজের সাহায্যের জ্ঞাত অগ্নাগ্ন রাজাদের এখানে উপস্থিত করেছেন। তারপর রাজবাহন সিংহবর্মাকে কারাগার থেকে মুক্ত করতে নির্দেশ দিয়ে অপহার বর্মার অহুরোধে গঙ্গার তীরে একটি বটগাছের তলায় বিশ্বামের জ্ঞাত বসলেন। এবার সেখানে একে একে হাজির হলেন ধনমিত্র, উপহারবর্মা, অর্থপাল, প্রমতি, মিত্রগুপ্ত, মন্ত্রগুপ্ত, বিশ্বত, প্রহারবর্মা, কামপাল ও সিংহবর্মা। রাজবাহন প্রত্যেককে ষথাযোগ্য অভ্যর্থনা কবলেন। তারপর তিনি নিজের, সোমদত্তের ও পুষ্পোদ্ভবের বৃত্তান্ত শুনিয়া অণু বন্ধুদের নিজ নিজ বৃত্তান্ত শোনাতে বললেন।

দশকুমার চরিতে রাজবাহনচরিতম্

সংস্কৃতপাঠঃ (১) শ্রদ্ধা তু ভুবনবৃত্তাস্তমুত্তমাননা বিন্ময়-
বিকসিতাক্ষী সন্মিতমিদমভাষত—‘দয়িত স্বৎপ্রসাদস্ত মে চরিতার্থা
শ্রোত্রবৃত্তিঃ। অদ্য মে মনসি তমোপহৃৎস্বয়া দন্তো জ্ঞানপ্রদীপঃ।
পকমিদানীং ত্বৎপাদপদ্যপরিচর্ষাফলম্। অস্ত্য চ ত্বৎপ্রসাদস্ত্য কিমুপ-
কৃত্য প্রত্যাপকৃতবতী ভবেয়ম্। অভবদীয়ং হি নৈব কিঞ্চিৎ মৎসং-
বন্ধম্। ইতি জল্পন্তী প্রিয়োরসি রুচরাগরুযিতং চক্ষুরুল্লাসয়ন্তী
স্বথাপ।

সংস্কৃত প্রতিশব্দঃ—(১) ভুবনস্ত—লোকস্ত বৃত্তাস্তং—বার্তাং, শ্রদ্ধা তু-
নিশাম্য এব, উতমা অঙ্গনা—রমণীশ্রেষ্ঠা (অবস্তিসুন্দরী , বিন্ময়বিকসিতাক্ষী—
বিন্ময়োৎফুল্ললোচনা সতী, সন্মিতম্—সহাস্তম্, ইদম্—ঐক্ষ্মানরূপম্,
অভাষত—অবদৎ,—দয়িত—প্রিয়, স্বৎপ্রসাদাৎ—তবাহুগ্রহাৎ. অস্ত্য - অধুনা,
মে মম, শ্রোত্রবৃত্তিঃ-কর্ণব্যাপারঃ, চরিতার্থা -সফলো জাতঃ। অস্ত্য-অধুনা,
মে—মম, মনসি - চিত্তে, স্বয়া—ভবতা, তমোপহঃ—ধ্বস্তানশনঃ, জ্ঞান-প্রদীপঃ
—বোধালোকঃ, দন্তঃ—প্রজ্বালিত ইত্যর্থঃ। ইদানীম্ -অধুনা, ত্বৎপাদপদ-
পরিচর্ষাফলম্—তব চরণকমলয়োঃ সেবাফলং পকং—পরিণতম্। কিম্—উপকৃত্য
চ কিং পুনঃ উপকারং কৃত্বা, অস্ত্য—এতস্ত্য, ত্বৎপ্রসাদস্ত্য—তবাহুগ্রহস্ত্য,
প্রত্যাপকৃতবতী—কৃতপ্রত্যাপকারা, ভবেয়ং—শ্যাম্ ? কথমপি নশ্যামিত্যাশয়ঃ।
তত্র কারণমাহ—হি... যতঃ মৎসম্বন্ধঃ-- মদীয়ং, কিঞ্চিৎ—কিমপি বস্ত, অভবদীয়ম্
—অতদায়ত্তং, ন এব। মম সর্বাং তবৈব ইতি ভাবঃ। ইতি জল্পন্তী—এবং
ব্রূবাণা (অবস্তিসুন্দরী) রুচরাগরুযিতং—প্রবুদ্ধপ্রীতিমণ্ডিতং চক্ষুঃ—নেত্রম্,
উল্লাসয়ন্তী—উদভাসয়ন্তী সতী, প্রিয়োরসি—দয়িতবক্ষসি, স্বথাপ--শিশ্বে।

বক্তার্থঃ—রমণীশ্রেষ্ঠা অবস্তিসুন্দরী চতুর্দশ ভুবনের বৃত্তাস্ত গুনেই
চোখছুটিকে বিন্ময়ে বিস্ফারিত করে সহাস্তে বললেন,—হে প্রিয়, তোমার দয়ায়
আজ আমার কর্ণেন্দ্রিয় সার্থক হল। আজ তুমি অজ্ঞানরূপ অন্ধকার দূর করে
আমার মনে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বলে দিয়েছে। তোমার পাদপদ্য সেবার ফল

এক্ষেণে পরিণত হন, অর্থাৎ পেলাম। এই অল্পগ্রহের প্রতিদান দিতে আমি কি-ই বা করতে পারি? কারণ আমার এমন কিছু নাই, যা তোমার নয়। এই বলতে বলতে প্রবুদ্ধ অমুরাগে চোখ দুটিকে উদ্ভাসিত করে অবস্থিতহৃন্দরী প্রিয়তমের বুকে গুয়ে পড়লেন।

ব্যাকরণ : --

শব্দা—শ+ ক্ৰাচ্ ।

ভূবনবৃত্তান্তম্—ভূবনানাং বৃত্তান্তঃ (ষষ্ঠী তৎ) তম্ ।

উত্তমাস্কনা—অতিশয়েন উৎ ইতি উদ+ তমপ্ পিয়াম্ আপ্—উত্তমা, অক্ষানি সস্তি অস্তা ইতি অদ্র+ন মত্বর্থে পিয়াম্ আপ্—অস্কনা। উত্তমা অস্কনা ইতি (কর্মধা) ।

বিস্ময়বিকসিতাক্ষী—বিস্ময়েন বিকসিতে ইতি (৩য়ী তৎ) । তাদৃশে অক্ষিণী অশ্রাঃ ইতি (বহুব্রীহিঃ : ।

সম্মিতম্—স্মিতেন সহ যথা তথা (বহুব্রীহিঃ) ।

দয়িত—দয়+ ক্ত কর্মণি ।

ঙ্‌প্রসাদাৎ—তব প্রসাদঃ (৬ষ্ঠী তৎ) । তস্মাৎ । হেতো পঞ্চমী ।

শ্রোত্রবৃত্তিঃ—শ্রয়তে অনেন ইতি শ্র+ ষ্ট্‌ করণে—শ্রোত্রম্ । বৃৎ+ জিন ইতি বৃত্তিঃ । শ্রোত্রশ্চ বৃত্তিরিতি (ষষ্ঠী তৎ) ।

তমোপহঃ—তমঃ অপহস্তি ইতি—তমস্—অপ—ইন্+ড কর্তরি । (উপপদ তৎ) ।

জ্ঞানপ্রদীপঃ—জ্ঞানরূপঃ প্রদীপঃ (রূপক কর্মধা) শাকপাথিববদিতি ।

পক্ষম্—পচ্+ ক্ত ।

ইদানীম্—অস্মিন্ কালে ইতি ইদম+ ডি (৭মী)+ দানীম্ স্বার্থে । অব্যয়ঃ ।

ঙ্‌পাদপদ্মপরিচর্চাফলম্—পাদৌ পদে ইব পাদপদে (উপমিত কর্মধা) । তব পাদপদে ঙ্‌পাদপদে (৬ষ্ঠী তৎ) । তয়োঃ পরিচর্চা (৬ষ্ঠী তৎ) । তস্মাঃ ফলম্ (৩ষ্ঠী তৎ) ।

অভবদীয়ম্—ভবতঃ ইদম্ ইতি ভবৎ + ছ ইতি ভবদীয়ম্ । ন ভবদীয়ম্
(নঞ তৎ) ।

জল্পস্তী—জল্প + শত্ কৰ্তরি স্তিয়াম্ ঙ্গপ্ । রুঢ়—রুহ + ক্ত ।

উল্লাসয়স্তী—উদ্ + লস্ + পিচ্ + শত্ স্তিয়াম্ ।

স্বধাপ—স্বপ্ - লিট্ + গল্ ।

টীকা--

ভুবনবৃত্তাস্তম্—‘দশকুমারচরিতম্’ গ্রন্থের ‘পদ্ম-দ্বীপিকা’ নামক টীকায় উদ্ধৃত হয়েছে যে, ‘ভুবন বৃত্তাস্তম্’ বলতে পুরাণাদিতে বর্ণিত ‘কুম্ভ-কল্পিনী’, ‘দ্রুমস্ত-শকুস্তলা’, ‘পুরুরবা-উর্বশী’ প্রভৃতির গান্ধর্ব বিবাহের বৃত্তাস্ত বর্ণনা করে গান্ধর্ববিবাহ যে দৃষণীয় নয়, তা প্রদর্শন করা হয়েছে। এখানে ‘ভুবন বৃত্তাস্ত’ শোনাবার এটিই অভিপ্রায় বলে নির্ণয় করা হ’য়েছে।

‘রাজবাহনচরিতম্’—এই পাঠ্যাংশের ১৮তম অঙ্কে অহুচ্ছেদে সুরতমঞ্জরীর উক্তিতে দেখা যায় ‘ত্রিভুবন’ শব্দটি ব্যবহার করা হ’য়েছে। সুতরাং এখানে ‘ভুবন’ বলতে ‘ত্রিভুবন’ বুঝলে স্বর্গ, মর্ত ও পাতালকে নির্দেশ করা হবে। আর প্রসিদ্ধ চতুর্দশ ভুবন বুঝাতে বলা হবে—

ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্য...এই সাতটি উদ্ধলোক, আর অতল, বিতল, সূতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল—সাতটি অধোলোককে নির্দেশ করা হ’য়েছে। তবে উল্লেখ্য, পূর্বপীঠাকার পঞ্চম উচ্ছ্বাসে উক্ত ‘চিত্তহারিণং চতুর্দশ ভুবনবৃত্তাস্তং শ্রাবয়ামাস’—এই উক্তির সার্থকতার জগৎ এখানে ‘চতুর্দশভুবন’ বুঝাই সমীচীন।

বাংলা ব্যাখ্যা—দয়িত ! স্বপ্ৰসাদাদৃষ্ণ...স্বপাদপদ্মপরিচর্যা ফলম্ ।

আলোচ্য অংশটি কবিকুল শ্রেষ্ঠ দণ্ডীর ‘দশকুমারচরিতম্’ কাব্যের রাজবাহন-চরিতম্ নামক মূল অংশের প্রথম উচ্ছ্বাস হতে উদ্ধৃত।

মানসার কন্যা অবন্তিসুন্দরী রাজবাহনের প্রেমে অভিভূতা হ’য়ে তাঁর প্রতি এই উক্তিটি করেছেন।

ঐন্দ্রজালিকের সহায়তায় কন্যাস্তম্ভুরে রাজবাহন ও অবন্তিসুন্দরী গোপনে মিলিত হ’লেন। কিন্তু অনির্দেশ্য পাপভয়ে অবন্তিসুন্দরী অত্যন্ত শঙ্কিতা

হচ্ছিলেন। তারপর রাজবাহনের মুখে ভুবনবৃত্তান্তে কৃষ্ণ-কল্পিনী, পুরুরবা-
উবশী প্রমুখ দেব-দেবী, নরনারী সকলের গোপন প্রণয় ও গান্ধর্ববিবাহ কাহিনী
শুনে আশ্চর্য হইলেন। তখন তিনি পাপের পরিবর্তে নিজেকে কৃতার্থ মনে
করে বললেন যে,—এই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে তাঁর শ্রবণেন্দ্রিয়ের চরিতার্থ ঘটল
এবং রাজবাহনের পদসেবা করার ফলেই এই চরিতার্থতা জন্মেছে।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা—মহাকবি দণ্ডিবিরচিত দশকুমার চরিত কাব্যস্থ
'রাজবাহনচরিত'মিতি মূল-অংশস্থ প্রথমোচ্ছাসাদ্ গৃহীতোৎসবং সন্দর্ভঃ।

মানসারদুহিতা রাজবাহনপ্রণয়াভিতুতা অবস্তিসুন্দরী রাজবাহনমদ্ভিষ্ণ
এতদাহ।

দয়িত! প্রিয়! ত্বৎপ্রসাদাৎ তবানুগ্রহাৎ অত্ অধুনা মে মম মনসি
চিন্তে ত্বয়া ভবতা তমোপহঃ ধ্বাস্তনাশনঃ জ্ঞানপ্রদীপঃ বোধালোকঃ দত্তঃ প্রজ্জলিত
ইত্যর্থঃ। ইদানীম্ অধুনা ত্বৎ পাদপদ্মপরিচর্যাফলম্ তব চরণকমলয়োঃ
সেবাফলং পক্ং পরিণতম্ ইত্যর্থঃ।

যতঃ কন্যাস্তঃপুরে রহসি রাজবাহনেন সহ অবস্তিসুন্দরী মিলিতা সতী
পাপভয়েন শংকিতা। ততঃ যদা রাজবাহনমুখাৎ পুরাণাদিশাগ্রাৎ দেবদেব্যাঃ
নরনারীশ্চ প্রণয়মূলকং ভুবনবৃত্তান্তং শ্রুত্বা অবস্তিসুন্দরী ভয়ং বিস্মৃত্য আশ্চর্য
আসীৎ তদৈব সা মনতে স্ম, তস্তাঃ কৃতার্থতা সঞ্জায়তে। তেন সা এবং
কথয়িত্বা রাজবাহনায় কৃতজ্ঞতাং নিবেদয়ামাস ইত্যশয়ঃ।

সংস্কৃত পাঠঃ—(২)

সুপ্তয়োস্ত তয়োঃ স্বপ্নে বিসপ্তগনিগড়িত পাদো জরুঠঃ কশ্চি-
জ্জালপাদোহৃদশ্চত। প্রত্যবুধ্যোতাং চোভৌ। অথ তস্মৈ রাজসুমারস্ত
কমলমুটশিকিরণরজ্জুদামনিগৃহীতমিব রজতশৃঙ্খলোপগূঢ়ং চরণ-
মুগলমাসীৎ। উপলভ্যেব চ 'কিমেতৎ' ইত্যতিপরিত্রাসবিহ্বলা
মুক্তকণ্ঠমাচক্রম্ রাজকন্যা। যেন চ তৎসকলমেব কন্যাস্তঃপুরমগ্নি-
পরীতমিব পিশাচোপহতমিব বেপ্যমানমনিরূপ্যমাণতদাত্মায়তি-
বিশ্ভাগম্ অগণ্যমানরহস্তরক্ষা সমস্মম্, অবমিতলবিপ্রবিধ্যমানগাত্রম্,

আক্রম্ণবিদীৰ্ঘমাণকণ্ঠম, অশ্রুশ্রোতোহবশুষ্ঠিত কপোলতলমাকুলৌ-
বভুব ।

সংস্কৃত প্রতিশব্দ :-

স্বপ্নয়োঃ তু—নিদ্রিতয়ো পুনঃ, তয়োঃ—বাজবাহনাবস্তিস্বন্দর্ঘ্যোঃ, স্বপ্নে,
বিসপ্তনে—মৃগালস্বপ্নে, নিগড়িতপাদঃ—শৃঙ্খলিতচরণঃ, জরঠঃ—জরাজীর্ণঃ,
কশিচৎ—অনির্দেশঃ কোহপি, জালপাদঃ—হংসঃ, অদৃশত—ঐক্ষত । এবং স্বপ্নং
দৃষ্ট্বা উভৌ চ—রাজবাহনাবস্তিস্বন্দর্ঘ্যৌ দ্বাবপি, প্রত্যবুধ্যোতাং—জাগরিতৌ ।
অথ—অনন্তরং, তস্ম রাজকুমারস্ম—রাজপুত্রস্ম রাজবাহনস্যা, চরণযুগলং—
পদদ্বয়ং, কমলে—পদ্মবিষয়ে, যুটঃ—জাতভ্রমঃ, শশিকিরণরঞ্জুদাম নিগৃহীতমিব
—চন্দ্রশ্মিতস্ত পাত্ৰেণ বদ্ধমিব, রজতশৃঙ্খলে—রৌপ্যনিগড়েন, উপগৃঢ়ম্—
দৃঢ়বদ্ধম্, আসীৎ—বভুব । উপলভ্য—দৃষ্ট্বা, এব চ রাজকন্যা নৃপতনয়া,
অতিপরিত্রাসেন—মহাভয়েন, বিহ্বলা—অভিভূতা, 'কিমেতৎ' ইতি আক্রুশ,
মুক্তকণ্ঠম্—উচ্চৈঃস্বরম্, আচক্রন্দ—করোদ । যেন চ—আক্রন্দেন চ, মকলম্
এব—ন কেবলম্ অংশতঃ, কন্যাস্তঃপুরম্—কন্যাবরোধঃ, লক্ষণশক্ত্যা—তত্র-
তোজনাঃ অগ্নিপরীতমিব—বহিবেষ্টিতমিব, পিশাচোপহতমিব—ভূতেনা-
ক্রান্তমিব, বেপমানং—কম্পমানং, অনিরূপ্যমাণঃ—অনালোচ্যমানঃ, তদাত্মায়-
তিবিভাগম্—তৎকালস্ম উত্তরকালস্ম চ কর্তব্যম্, অগণ্যমানঃ—অনাদ্রিয়মাণঃ,
রহস্যরক্ষাসময়ম্—মন্ত্রগুপ্তিশপথং, অবনিতল বিপ্রবিধ্যমানগাত্রম্—ভূপৃষ্ঠে
পীড্যমানশরীরম্ ; আক্রম্ণবিদীৰ্ঘমানকণ্ঠম্—চীৎকারেণ ভিচ্চমানকণ্ঠম্
অশ্রুশ্রোতোহবশুষ্ঠিতঃ—নেত্রবারিপ্রবাহেণাচ্ছাদিতং কপোলতলম্—গণ্ডস্থলম্,
আকুলীবভুব—ক্ষুভিতমভূৎ ।

বঙ্গার্থ :- তাঁরা নিদ্রিত হয়ে স্বপ্নে মৃগালস্বপ্নে পা দুটি বাঁধা অবস্থায় একটি
বৃদ্ধ রাজহংসকে দেখলেন । ছুজনেই জেগে উঠলেন । দেখা গেল, রাজকুমার
রাজবাহনের চরণদুখানি রৌপ্যশৃঙ্খলে আবদ্ধ ; চন্দ্র যেন পদদ্বয়কে পদ্ম ভেবে
কিরণরূপ রঞ্জু দিয়ে বেঁধে রেখেছেন । তা দেখেই রাজকন্যা ভীষণ ভয় পেয়ে
'এ কি !' বলে চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন । তার ফলে অস্তঃপুরিকারাগ

এমনভাবে ভয়ে কেঁপে উঠল, যেন আগুন তাদের পরিবেষ্টন করেছে, কিংবা পিশাচে আক্রমণ করেছে ; তারা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্তব্যবিষয়ে কিছুই স্থির না করেই, ঘটনার গোপনতা রক্ষার কথাও ভুলে গিয়ে ভূমিতে পড়ে নিজ দেহে আঘাত করে, চীৎকারে কণ্ঠ বিদীর্ণ করতে করতে অশ্রুপ্রবাহে গণ্ডগল আপ্ত করে আকুল হয়ে পড়ল।

ব্যাকরণ :-

স্বপ্নয়োঃ - স্বপ্ + জ্ঞ—ভাবে ৭মী ;

তয়োঃ -- সা চ মচ তো । (একশেষ দ্বন্দ্ব) তয়োঃ ।

বিসম্ভরণনিগড়িতপাদঃ—বিসম্ভ্র গুণাঃ বিসম্ভ্রাঃ (৬ষ্ঠী তৎ) । তৈঃ নিগড়িতৌ—বিসনিগড়িতৌ (৩য়ী তৎ) তাদৃশে পাদৌ অস্ম (বহুব্রীহিঃ) ।

অদশ্যত—দৃশ্ + লঙ্ ত কর্মণি ।

প্রত্যাবুধ্যোতাম্—প্রতি-বুধ + লঙ্ আতাম্ ।

কমলমূঢ়শশিকিরণরঞ্জদামনিগৃহীতম্—কমলে মূঢ়ঃ—কমলমূঢ়ঃ (স্বপ্. স্বপা। । কিরণরূপা রঞ্জবঃ—কিরণরঞ্জবঃ (কর্মধা), কিরণরঞ্জুনির্মিতং দাম—কিরণরঞ্জুদাম (কর্মধা—শাকপাৰ্থিববৎ) কমলমূঢ়ঃ শশী—কমলমূঢ়শশী (কর্মধা) তস্ম কিরণরঞ্জুদাম (৬ষ্ঠী তৎ), তেন নিগৃহীতম্ (৩য়ী তৎ) কমলমূঢ়শশিনা কিরণরঞ্জুদাম নিগৃহীতম্ (৩য়ী তৎ) ।

রজতশৃঙ্খলোপগৃঢ়ম্—রজতস্ম শৃঙ্খলম্ (৬ষ্ঠী তৎ) অথবা রজতনির্মিতশৃঙ্খলম্ (শাকপাৰ্থিববৎ কর্মধা) তেন উপগৃঢ়ম্ (৩য়ী তৎ) ।

অতিপরিত্রাসবিহ্বলা—পরি-ত্রস্ + ষঞ = পরিত্রাসঃ । অতিশয়িতঃ পরি-ত্রাসঃ (প্রাদি তৎ) তেন বিহ্বলা (৩য়ী তৎ) ।

মুক্তকণ্ঠম্—মুক্তঃ কণ্ঠঃ যশ্বিন্ কর্মণি তৎ যথাতথা । (বহুব্রীহিঃ) ।

অগ্নিপরীতম্—পরি-ই + জ্ঞ কর্মণি = পরীত । অগ্নিনা পরীতম্ (৩য়ী তৎ) ।

পিশাচোপহতম্—উপ-হন্ + জ্ঞ কর্মণি = উপহতম্ । পিশাচেন উপহতম্ (৩য়ী তৎ) ।

বেপমানম্—বেপ + শানচ্ কর্তরি ।

অনিক্রপামাণঃ—নি-ক্রপ + শানচ্ কৰ্মণি = নিক্রপামাণঃ । ন নিক্রপামাণঃ
(নঞ তৎ) ।

তদাত্মম্—তদা ইত্যস্তভাব ইতি তদা + অ ।

আয়তিঃ—আয়শ্রুতে অশ্বিন্ ইতি আ-যম্ + ক্তিন্ অধিকরণে । তৎকালস্ত
তদাত্ম শ্রুত উত্তরকাল আয়তিঃ ।—অমর । তদাত্মক্ আয়তিশ্চ তদাত্মায়তী
(দ্বন্দ্ব) তয়োৰ্ধিভাগঃ তদাত্মায়তিবিভাগঃ (৬ষ্ঠী তৎ) ।

অগণ্যমান—গণ্ + শানচ্ কৰ্মণি = গণ্যমানঃ । ন গণ্যমানঃ (নঞ তৎ)
রহসি ভবম্ ইতি রহস্ + যৎ = রহস্যম্ । সমেতি অনেন ইতি সম্ + ই + ঘঞ
করণ সংজ্ঞায়ঃ সময় । রহস্যস্ত রক্ষা (৬ষ্ঠী তৎ) তস্মৈ সময়ঃ (৬ষ্ঠী তৎ)
অগণ্যমানঃ রহস্যরক্ষা সময়ঃ অনেন (বহু) ।

অবনিতলবিপ্রবিধ্যমানগাত্রম্—বি-প্র-ব্যধ্ + শানচ্ কৰ্মণি = বিধ্যমানম্ ।
অবন্যাঃতলম্ অবনিতলম্ (৬ষ্ঠী তৎ) তশ্বিন্ বিপ্রবিধ্যমানম্ (সুপ্-ত্পা)
তাদৃশং গাত্রং যশ্চ (বহু) ।

আকুলীবভূব—অনাকুলম্ আকুলং বভূত ইতি আকুল + চি + ভূ + লিট গল্ ।
সুপ্তয়োস্ত তয়োঃ……চরণযুগলমাসীৎ

বাংলা ব্যাখ্যা—আলোচ্য অংশটি কবিকুলশ্রেষ্ঠ দণ্ডার ‘দশকুমারচরিতম্’
গদ্যকাব্যের ‘রাজবাহনচরিতম্’ নামক মূল অংশের প্রথম উচ্চাংশ থেকে নেওয়া
হয়েছে ।

আলোচ্য অংশে রাজবাহন ও অবন্তিসুন্দরীর মিলনরাজিতে রাজবাহনের
জীবনে যে দৈবাগত বিপদ উপস্থিত হয়েছিল, সেকথাই উল্লেখ করা হ’য়েছে ।

রাজবাহন ও অবন্তিসুন্দরী ইন্দ্রজালের সাহায্যে সকলের অজ্ঞাতে কন্যাস্তম্-
পুরে মিলিত হয়ে স্থখলাপ করতে করতে নিদ্রিত হয়ে স্বপ্নের মধ্যে এক
অদ্ভুত দৃশ্য দেখলেন যে, একটি বৃদ্ধ রাজহাঁস মৃগালস্বত্রে পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে
আছে । সঙ্গে সঙ্গে দুজনরই ঘুম ভেঙ্গে যেতেই দেখতে পেলেন আরও অদ্ভুত
দৃশ্য—রাজবাহনের পা দুখানি একটি রূপার শিকলে বাঁধা আছে ।

দেখে মনে হয় রাজবাহনের পা দুখানিকে পদ্ম ভেবে চাঁদ তাঁর সাদা
কিরণমালা দিয়ে বেঁধে রেখেছেন ।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে তাঁরা স্বপ্নে তাঁদের পূর্বজন্মের অভিশাপপ্রাপ্তি ঘটনাই দেখেছিলেন। তাই উক্ত স্বপ্নটি দেখামাত্র তাঁদের অবচেতন মনে সেই শাপ-ভয় সঞ্চারিত হয় এবং ঘুম ভেঙ্গে যায়।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা—মহাকবি দণ্ডিবিরচিত ‘দশকুমারচরিত’ গদ্যকাব্যস্থ ‘রাজবাহনচরিত’মিতি মূল অংশস্থ প্রথমোচ্ছাসাদ্ গৃহীতোহয়মংশঃ।

অত্র অবন্তিসুন্দরী রাজবাহনয়োঃ প্রথমমিলননিশায়াং ষট্ঠৈবাগতমনিষ্টমপস্থিতং তদেব বর্ণিতং কবিনা।

স্বপ্নয়োঃ তু নিদ্রিতয়োঃ পুনঃ তয়ো রাজবাহনাবন্তিসুন্দর্যোঃ স্বপ্নে বিস-
প্তনেন মৃগালস্বত্রেন, নিগড়িতপাদঃ শৃঙ্খলিতচরণঃ জবঠঃ জরাজীর্ণঃ কশিৎ
অনির্দেশ্য কোহপি জ্বালপাদঃ হংস অদৃশ্যত ঐক্ষত। এবং স্বপ্নং দৃষ্ট্বা উভৌ চ
প্রত্যবুধ্যোতাং জাগরিতৌ। অং অনস্তরং তস্ম রাজকুমারস্য রাজপুত্রস্য রাজ-
বাহনস্য চরণযুগলং পাদদ্বয়ং কামলে পদ্মবিষয়ে মূঢ়ঃ জাতভ্রমঃ শশিকিরণরঞ্জুদাম
নিগৃহীতমিব চন্দ্রশিখি তম্বপাশেন বদ্ধমিব রজতশৃঙ্খলেন রৌপ্যানিগড়েন উপগৃঢ়ম্
দৃঢ়বদ্ধম্ আসীৎ বভূব।

অত্র রাজবাহনস্য চরণযুগলং পদ্মভ্রমেণ বৈরতাসম্পাদনার্থং চন্দ্রেন তস্ম
কিরণজ্বালেনৈব আবদ্ধমিত্যুৎপ্রেক্ষা।

অপিচারোল্লেশম্, তৌ উভৌ স্বপ্নে তয়োঃ পূর্বজন্মকৃতাম্ অপকৃতিং সন্দর্শ্য
হৃদি ষাপভীতিঃ সঞ্চারিতা। ক্ষণাচ্চ তৌ প্রবুদ্ধৌ। পুনরপি যেন ভয়েন
তৌ প্রবুদ্ধ তদেব সংবৃত্তমিত্যাশয়ঃ।

সংস্কৃত পাঠ :—(১)

তুমুলে চাম্বিন্ সময়েহনিয়ন্ত্রিতপ্রবেশাঃ ‘কিং কিম’ ইতি সহ-
সোপস্থত্য বিবিশুরস্তর্বংশিকপুরুষাঃ দদৃশুশ্চ তদবস্থং রাজকুমারম্।
তদমুভাবনিরুদ্ধনিগ্রহেচ্ছাস্ত সদ্য এব তে তমর্থং চণ্ডবর্মণে নিবে-
দয়াঞ্চকুঃ।

সংস্কৃত প্রতিশব্দ :—

চ-অপি চ, অশ্বিন্ তুমুলসময়ে—এতশ্বিন্ আকুলে কালে, অস্তর্বংশি-
কাপুরুষাঃ—অবরোধরক্ষিণঃ, অনিয়ন্ত্রিতপ্রবেশাঃ—অনিরুদ্ধগতন্তঃ সন্তঃ, কিং

কিমিতি—কিমেতৎ আপতিতম্ এতৎ অভিধায়, সহসা-অতর্কিতম্, উপস্থতা—
আগত্য, বিবিশ্তঃ—অন্তর্জগ্মুঃ। তদবস্থ—তথাগতং নিগড়িতচরণমিত্যর্থঃ,
রাজকুমারং—নৃপতিতনয়ং রাজবাহনং, দৃশুঃ চ—দৃষ্টবস্তুঃ অপি। তে তু—
কিন্তু তে, তদল্পভাবেন—তস্য মহিমা, নিরুদ্ধনিগ্রহেচ্ছা—নিয়মিত দণ্ডান-
কামনাঃ, সজঃ এব—তৎক্ষণমেব, তম্ অর্থং—তৎবস্তু, (কুমারস্য অন্তঃপুরা-
বস্থানাদিবৃত্তং), চণ্ডবর্মণে তদাখ্যায় রাজপ্রতিনিধিয়ে, নিবেদয়াঞ্চক্রুঃ—
বিজ্ঞাপয়ামাস্তুঃ।

বঙ্গার্থঃ—আর এই তুন্দুল কোলাহলের সময় অন্তঃপুররক্ষীদের প্রবেশের
কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকায় ‘কি হলো’, ‘কি হলো’ বলতে বলতে তারা হঠাৎ
প্রবেশ করল এবং রাজকুমারকে সেই অবস্থায় দেখতে পেল। কিন্তু তার
প্রভাবে কোনরকম নির্ধাতন করতে সমর্থ না হয়ে তৎক্ষণাৎ তারা সেই ঘটনা
চণ্ডবর্মাকে নিবেদন করল।

ব্যাকরণঃ—

অনিয়ন্ত্রিতপ্রবেশাঃ—নি-যন্ত্ + ক্ কর্মণি = নিয়ন্ত্রিতঃ। প্র-বিশ্ + ঘঞ্
ভাবে প্রবেশঃ। ন নিয়ন্ত্রিত অনিয়ন্ত্রিতঃ (নঞ্, তৎ)। তাদৃশঃ প্রবেশঃ
এষাম্ (বহুব্রীহি)।

কিংকিম্—সময়ে দ্বিকক্তি।

সহসা—অব্যয়। কিস্মাবিশেষণে ২য়।

উপস্থতা—উপ-স্থ + ল্যপ্।

বিবিশ্তঃ—বিশ্ + লিট্ উস্।

অন্তর্বংশিকপুরুষাঃ—এখানে ‘বংশ’ শব্দের অর্থ বর্গ। যথা—‘বংশো বেনৌ
কুলে বর্গে পৃষ্ঠাঙ্গবয়বেহপি চ’ ইতি বিশ্বঃ। অন্তঃস্থিতো বংশঃ অন্তর্বংশঃ (কর্মধা,
শাকপাণ্ডিববৎ) অন্তর্বংশে নিযুক্তা। ইতি অন্তর্বংশ + ঠক্ = অন্তর্বংশিকা (বাল-
লকাৎ বৃদ্ধাভাব) যে চ তে পুরুষাঃ (কর্মধা)।

দৃশুঃ—দৃশ্ + লিট্ উস্।

তদবস্থম্—সা অবস্থা অস্ত (বহু), তম্।

তদল্পভাবনিরুদ্ধনিগ্রহেচ্ছা—তু + ঘঞ্ ভাবে বা করণে ভাবঃ। নি-রুদ্ধ + ক্র

+ স্ত্রিয়াম্ নিরুদ্ধা। নি-গ্রহ+ অপ ভাবে নিগ্রহঃ। ইন্ + শ ভাবে স্ত্রিয়াম্ ইচ্ছা নিপাতনাৎ। অল্পগতো ভাবঃ অল্পভাবঃ (প্রাদি তৎ)। নিগ্রহস্ত ইচ্ছা নিগ্রহেচ্ছা (৬ষ্ঠী তৎ)। তেন নিরুদ্ধা তদল্পভাব নিরুদ্ধা (৩য়ী তৎ)। তাদৃশী নিগ্রহেচ্ছা এষাম্ (বহু)।

সম্ব : - সমানে অহনি ইতি সমান + ছস্ নিপাতনাৎ। অবায়। অধিঃ ৭মী।

চণ্ডবর্মণে—‘কর্মণায়মভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্’ ইতি সম্প্রদানে ৪র্থী।

নিবেদয়াঞ্চক্রুঃ—নি-বিদ্ + গিচ্ লিট্‌উস্।

ব্যাখ্যা—“তুম্লে চাম্বিন.....নিবেদয়াঞ্চক্রুঃ”

আলোচ্য অংশটি কবিকুল শ্রেষ্ঠ দণ্ডিরচিত দশকুমারচরিতম গণকব্যের ‘রাজবাহনচরিতম্’ নামক মূল অংশের প্রথম উচ্ছ্বাস থেকে নেওয়া হয়েছে।

এখানে রাজবাহনকে শঙ্খলিত অবস্থায় দেখে ভয়বিহ্বলা অবন্তিসুন্দরী কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হয়ে ভূতভবিষ্মৎ চিন্তা না করে উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে যে অবস্থার উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন, তারই ভাষাচিত্র নিবন্ধ আছে।

রাজবাহন ইন্দ্রজালে রাজাস্তম্ভপুরের সকলকে মোহিত করে কল্যাস্তম্ভপুরে অবন্তিসুন্দরীর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। অর্থাৎ গোপনেই এ মিলন ঘটেছে এবং গোপনীয়তা রক্ষা করা তাদের এখন বিশেষ কর্তব্য। এমন সময় হঠাৎ স্বপ্নে পা বাঁধা রাজহাঁসটিকে দেখে তাঁদের ঘুম ভাঙতেই রাজবাহনকেও গুরুকপ পা বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেলেন। এসময় রাজবাহন তাঁর স্বভাবগোষ্ঠীর্থ না হারালেও অবন্তিসুন্দরীর নারীহৃদয় ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাই পূর্বাপর, ভূতভবিষ্মৎ, ভালমন্দ—কিছুই না চিন্তা করে তিনি বিহ্বলা আকুলা হয়ে বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়েছেন।

মলতঃ তাঁর ঐ আকুল চীৎকারটি ছিল বিপদে সাহায্যের প্রত্যাশায়। কিন্তু তিনি অবস্থা পর্যালোচনা না করে চীৎকার করে পেলেন হতাশা। যাদের ঐ স্থানে প্রবেশের অধিকার ছিল না, তারাও এল এই স্বপ্নোপযোগে কৌতূহলী হয়ে। নিজেদের জিঘাংসাও চরিতার্থ করতে চেয়েছিল। কিন্তু রাজবাহনের অসাধারণ ব্যক্তিত্বে তাদের সে ধৃষ্টতার বহিঃপ্রকাশ আর হলো না। তবে মনের নীচতা সর্বতোভাবে রুদ্ধ হলো। জিঘাংসা চরিতার্থ না হলেও হিংসাকে চরিতার্থ

করতে পেরেছিল। তাই তারা ছুটে গিয়েছিল ক্রুরকর্মা চণ্ডবর্মার কাছে ঐ সংবাদটি জানাতে। তারা জানত যে—তারা নিজেরা যা পারল না, তা তৎকালে শাসনের ভারপ্রাপ্ত চণ্ডবর্মা নিশ্চয় পারবে এবং করবে।

মুখ্যতঃ অবস্থিসুন্দরীর কিংকর্তব্যবিমূঢ়তাই তাদের দুঃসময় ভীষণ থেকে ভীষণতর হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল।

সংস্কৃত পাঠ :- (৪)

সোহপি, কোপাদাগত্য নিদহন্নিব দহনগর্ভয়া দৃশা নিশাম্যোৎ-
পন্নপ্রত্যভিজ্ঞঃ কথং স এৰ্বেষ মদনুজমরণনিমিত্তভূতায়ঃ পাপায়া
বালচন্দ্রিকায়ঃ পত্ন্যুরত্যভিনিবিষ্টে-বিন্দদর্পশ্চ বৈদেশিক বণিক-
পুত্রশ্চ পুষ্পোদ্ভবশ্চ মিত্রং রূপমত্তঃ কলাভিমানী নৈকবিধবি-
প্রলম্বোপায়পাটবার্জিত মুঢ়পৌরজনমিথ্যারোপিত বিতথদেবতা-
লুভাবঃ কপটধর্মকুঞ্চকো নিগূঢ়পাপশীলশ্চপলো ব্রাহ্মণক্রবঃ। কথ-
মত্নৈনমনুরক্তা মাদৃশেষপি পুরুষসিংহেসু সাবমানা পাপেয়মবস্থি-
সুন্দরী।

সংস্কৃত প্রতিশব্দ :-

সঃ অপি—অসৌ চণ্ডবর্মা চ, কোপাৎ আগত্য—রোবাৎ এত্য, দহনগর্ভয়া—
অন্তঃগ্নিকণয়া, দৃশা--নয়নেন, নিদহন্নিব—তাপয়ন্নিব, নিশাম্য—নিরীক্ষ্য,
উৎপন্নপ্রত্যভিজ্ঞলক্ষণপূর্বস্বতিঃ সন, কথম্—আশ্চর্য্যম্, মদনুজমরণনিমিত্তভূতায়ঃ
—মদভ্রাতৃনাশহেতোঃ, পাপায়াঃ—দৃষ্টায়াঃ, বালচন্দ্রিকায়ঃ—তদাপায়া অবস্থি-
সুন্দরীমখ্যাঃ, পত্ন্যুঃ—ভতুং, অত্যভিনিবিষ্টেবিন্দদর্পশ্চ—অত্যাৱুঢ়নগর্বশ্চ,
বৈদেশিকবণিকপুত্রশ্চ—দেশান্তরীয়মহাজনস্বতশ্চ, পুষ্পোদ্ভবশ্চ—তদাখ্যশ্চ জনশ্চ,
মিত্রং --বন্ধুঃ, রূপমত্তঃ --সৌন্দর্যগর্বিতঃ, কলাভিমানী—শিল্পকৌশলগর্বিতঃ,
নৈকবিধ-বহুপ্রকার, বিপ্রলম্বোপায়পাটবার্জিত—কপটোপায়েন বশীভূত, মুঢ়-
পৌরজন মিথ্যা আরোপিত বিতথ দৈবতালুভাবঃ—মূর্খেঃ পুরবাসিভিঃ
আরোপিতঃ মিথ্যাদেবতাবঃ, কপটধর্মকুঞ্চকঃ—মিথ্যাধর্মাৱরণঃ, নিগূঢ়পাপশীলঃ—
গুপ্তপাপরতঃ, চপলঃ --দুর্বিনীতঃ, সঃ—অসৌ পূর্বদৃষ্টঃ ব্রাহ্মণক্রবঃ আত্মনো

ব্রাহ্মণস্বাখ্যায়ী, এব এষ:। কথমিব—আশ্চর্যম্, পাপা—দৃষ্টা, ইয়ম্ অবস্তি-
সুন্দরী, মাদশেষু- মদ্বিধেষু, পুরুষসিংহেষু, অপি—নরশ্রেষ্ঠেষু চ, সাবমানা—
দর্শিতাবজ্জা সতী, এনং ব্রাহ্মণক্রবম্, অম্বরক্তা—আসক্তা।

বক্তার্থঃ—সেও কোধে এসে অগ্নিময় চোখে যেন দক্ষ করতে করতে
দেখেই চিনতে পারলেন, 'একি!' এ যে সেই ব্যক্তি, যে আমার ভ্রাতার
মৃত্যুর কারণস্বরূপা পাপিষ্ঠা বালচন্দ্রিকার স্বামী ধনগর্বিত বিদেশী বণিকপুত্র
পুষ্পোদ্ভবের বন্ধু, রূপদর্পিত কলাবিদ্যাভিমানী, মূর্খ পুরবাসীরা নানারূপ
প্রতারণায় বশীভূত হয়ে যার উপর মিথ্যা দেবত্ব আরোপ করেছে, কপটধর্মে
আরত হয়ে গোপনে পাপাচারী, চপলস্বভাব ও নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয়
দেয়। আশ্চর্য! দৃষ্টা অবস্তিসুন্দরী আমার মত পুরুষসিংহকে অবজ্জা করে
কিনা এই ব্যক্তির প্রতি অম্বরক্তা হলো।

ব্যাকরণঃ—

কোপাৎ—কুপ্যতি অনেন ইতি কুপ্ + ঘঞ্ = কোপঃ। হেতো ৫মী।।

নির্দহন—নিব্-দহ + শত্।

দহনগর্ভয়া—দহতি ইতি দহ্ + ল্যুট্, কর্তরি দহনঃ। দহনঃ গর্ভে অশ্চাঃ
(বহ), ৩য়।

দৃশা—পশুতি অনয়া ইতি দৃশ্ + ক্বিপ্, করণে দৃক্। করণে ৩য়।

নিশাম্য—নি-শম্ + ণিচ্ + ল্যপ্।

উৎপন্নপ্রত্যভিজ্জাঃ—উৎ-পদ্ + ক্ত = উৎপন্ন। প্রতি—অভি—জ্জা + অঙ্ =
প্রত্যভিজ্জা। উৎপন্ন প্রত্যভিজ্জা অশ্চ (বহ)।

মদমুজমরণনিমিত্তভূতায়্যাঃ—মুজ্জাতঃ ইতি—অম্-জন্ + ড কর্তরি অমুজঃ।
ম্ + ল্যুট্ ভাবে মরণম্। মম অমুজঃ মদমুজঃ (৬ষ্ঠী তৎ) তস্ম মরণং (৬ষ্ঠী
তৎ)। তস্ম নিমিত্তম্ ৬ষ্ঠী তৎ)। তদভূতা (স্বপ্-স্বপা)। তস্মাঃ।

অত্যভিনিবিষ্টবিন্তদর্পশ্চ - অভি-অভি-নি-বিশ্ + ক্ত কর্তরি অত্যভিনিবিষ্টঃ।
বিন্দতি এতৎ ইতি বিদ্ + ক্ত কর্মণি বিভম্। দৃপ্যতি অনেন ইতি দৃপ্ + ঘঞ্
করণে দর্পঃ। বিভম্শ্চ দর্পঃ বিভদর্পঃ (৬ষ্ঠী তৎ) অত্যভিনিবিষ্টঃ বিভদর্পঃ
অশ্মিন্ (বহ) তস্ম।

বৈদেশিকবণিকপুত্রস্ত—বিভিন্নো দেশঃ বিদেশঃ (প্রাদি তৎ) । বিদেশে ভবঃ ইতিঃ বিদেশ + ঠঞ্ বৈদেশিকঃ । তাদৃশো বণিক্ বৈদেশিক বণিক (কর্মধা) তস্ত পুত্রঃ (৬ষ্ঠী তৎ) তস্ত ।

রূপমত্তঃ—মদ্ + ক্ত কর্তরি মত্তঃ । রূপেণ মত্তঃ (৩য়ী তৎ) ।

কলাভিমানী—অভি-মন্ + ঘঞ্ ভাবে অভিমানঃ । কলানাম্ অভিমানঃ কলাভিমানঃ (৬ষ্ঠী তৎ) স অস্তি অস্ত ইতি ইনি মত্ত্বর্থো ।

কপটধর্মকঙ্ককঃ—কপটো ধর্মঃ কপটধর্মঃ (কর্মধা) । কপটধর্মঃ কঙ্ককঃ অস্ত (বহু) ।

নিগৃঢ়পাপশীলঃ—নি-গুহ্ + ক্ত কর্মণি নিগৃঢ়ম্ । নিগৃঢ় পাপম্ (কর্মধা) তৎ শীলয়তি ইতি নিগৃঢ়পাপ + শীল + গিচ্ + ৭ কর্তরি (উপপদ তৎ) ।

ব্রাহ্মণক্রবঃ—ব্রহ্মণঃ অপত্যং জাতি ইতি ব্রহ্মণ + অণ্ ব্রাহ্মণঃ । ব্রবীতি ইতি ব্র + অচ্ কর্তরি ক্রব নিপাতনাৎ । ব্রাহ্মণশাসৌ ক্রবচ্ ইতি (নিত্য কর্মধা) । অর্থঃ - কুৎসিতো ব্রাহ্মণঃ ।

অনুরক্তা—অনু-রক্ত + ক্ত কর্তরি প্তিয়াম্ আপ্ ।

মাদশেষু—অহম্ ইব পশ্চান্তি ইতি অস্মাদ্ + দশ + কঞ্ কর্তরি মাদশাঃ । তেষু ।

পুরুষসিংহেযু—পুরুষঃ সিংহ ইব (উপমিত কর্মধা) । তেষু ।

সাবমানা—অব-মন্ = ঘঞ্ ভাবে অবমানঃ । তেন সহ বর্তমানঃ (বহু) ।

টীকাঃ—

ব্রাহ্মণক্রবঃ—মনুসংহিতা অনুসারে = কেবল জাতিতেই ব্রাহ্মণ, কিন্তু আচরণে যথেষ্ট আচারে নিরত থাকে যে তাকেই 'ব্রাহ্মণক্রবঃ' বলা হয় । 'জাতিমাত্রোপজীবী চ কামং স্মাদ্ ব্রাহ্মণক্রবঃ' । মনু ।

ব্যাস সংহিতায় বলা হয়েছে—

গর্ভধানাদি মন্বৈর্ধো বেদোপনয়নেন চ ।

নাধ্যাপয়তি নাধীতে স ভবেদ্ ব্রাহ্মণক্রবঃ ॥

অঙ্গিরারবচন—

জয়প্রভৃতি সংস্কারৈরযুক্তো নিয়মত্রতৈঃ ।

নাধ্যাপয়তি নাধীতে স জ্ঞেয়ো ব্রাহ্মণক্ৰবঃ ॥

এখানে রাজবাহন ক্ষত্রিয় সন্তান হ'লেও পুষ্পোদ্ভব ও সোমদত্ত তাঁকে ব্রাহ্মণ বলেই সেখানে পরিচিত করিয়েছেন। তাই চণ্ডবর্মাও তাঁকে ব্রাহ্মণ সন্তান বলেই জানেন। সুতরাং রাজবাহনের ক্ষেত্রে উক্ত বিশেষণটি প্রকৃত-পক্ষে প্রযোজ্য না হ'লেও বর্তমানে বক্তা ও প্রসঙ্গানুসারে যথার্থ প্রযুক্ত।

সংস্কৃত পাঠ :—(৫)

‘পশ্যতু পতিমদৈব্য শূলাবতংসিতমিয়মনার্বশীলা কুলপাংশনী’
ইতি নির্ভংসয়ন ভীষণক্রকুটিদূষিতললাটঃ কাল ইব কাললোহদণ্ড
কর্কশেন বাহুদণ্ডেনাবলম্ব্য হস্তাম্বুজে রেখাম্বুজরথাঙ্গলাঙ্ঘনে
রাজপুত্রং সরভসমাচকর্ষ ।

সংস্কৃত প্রতিশব্দ :

ইয়ম্-এষা, অনার্বশীলা—দুশ্চরিতা, কুলপাংশনী—বংশদৃশী, অণ্ড এব—অধুনা
এব, পতিং—ভর্তারং, শূলাবতংসিতং—শূলেন শিরোভূষিতং, পশ্যতু—অবলোক-
কয়তু, অদৈব্য ব্রাহ্মণাধমং পতিং শূলমারোপয়ামি ইত্যর্থঃ। ইতি—অনেন প্রকা-
রেণ, ভংসয়ন—তর্জয়ন, ভীষণক্রকুটিকুটিলদূষিতললাটঃ—ভীমক্রভঙ্গকলঙ্কিত-
কপালঃ, কাললোহদণ্ডকর্কশেন—কৃষ্ণায়সদণ্ডকক্ষেণ, বাহুদণ্ডেন—ভূজলণ্ডডেণ,
রাজপুত্রং—রাজকুমারং রাজবাহনং, রেখাম্বুজরথাঙ্গলাঙ্ঘনে—রেখাকতপদ্রুচক্র-
চিহ্নিতে চক্রবর্তিলক্ষণে ইত্যর্থঃ, হস্তাম্বুজে—করকমলে, অবলম্ব্য,—গৃহীত্বা, কাল
ইব—যম ইব, সরভসম্—সবেগম্, আচকর্ষ—আক্রপ্তবান্ ।

বঙ্গার্থঃ—এই দুশ্চরিতা কুলটা নারী আত্মই স্বামীর মস্তক ভেদ করে
শূল উদগত হতে দেখুক—এই বলে ভংসনা করতে করতে ভীষণ ক্রকুটিতে
ললাট বিকৃত করে কৃষ্ণবর্ণ লৌহদণ্ডের মতো কর্কশ বাহুদণ্ড দিয়ে যমতুল্য
চণ্ডবর্মা বাজকুমারেব পদ্রু ও চক্ররেখাঙ্কিত করকমলটি ধরে সঙ্গেসঙ্গে আক্রমণ
করল ।

ব্যাকরণঃ—

পশুতু—দৃশ্ + লোট্ তু ।

শ্লাবতংসিতম্—অব-তংস + অচ্ কর্তরি অবতংসঃ । শ্লরূপঃ অবতংসঃ শ্লাবতংসঃ (কর্মধা-শাকপাথিববৎ) । স সঞ্জাতঃ অশ্ব ইতি শ্লাবংতস + ইতচ্, তম্ ।

অনার্যশীলা—ঋ + গ্যৎ কর্মণি আর্যম্ । ন আর্যম্ অনার্যম্ (নঞ তৎ) তাদৃশং শীলমস্যাঃ (বহ) অথবা শীলয়তি (উপপদ তৎ) ।

কুলপাংশনী—কুলং পংশয়তি ইতি কুল + পাংশ + ণিচ্ স্বার্থে ল্যুট্ স্থিয়াম্ । (উপপদ তৎ) ।

ভীষণক্রকুটিদৃষিতললাটঃ—ক্রবোঃ কুটি ক্রকুটিঃ । ভীষণা ক্রকুটিঃ (কর্মধা) ভীষণক্রকুট্যা দৃষিতঃ (ওয়া তৎ) । ভীষণক্রকুটিদৃষিতঃ ললাটঃ অস্ম (বহ) ।

হস্তাশ্বজঃ—হস্তঃ অশ্বজমিব (উপমিত, কর্মধা) । তস্মিন । অবচ্ছেদে ৭মী ।
রেথাশ্বজবদাঙ্গলাঙ্গনে—রথশ্ব অঙ্গম্ রথাক্ষং (৬ষ্ঠী তৎ) অশ্বজঞ্চ রথাক্ষঞ্চ অশ্বজনাপাক্ষং (কর্মধা) ; রেথাকৃতম্ অশ্বজরথাক্ষং (কর্মধা, শাকপাথিববৎ) তৎ লাঙ্গনমস্ম (বহ) । তস্মিন ।

জ্ঞানব্য—হাতের রেথায় পদ্ম, চক্র প্রভৃতি চিত্র থাকলে, সেই ব্যক্তি রাজচক্রবর্তী হয় । সামাজিক শাস্ত্রে উল্লেখ আছে—

অক্ষয়ং কুণ্ডলং চক্রং যস্য পানিন্যে নিবেদ্যে
চক্রবর্তী ভবেন্নিত্যং সামুদ্রিকবচো যথা ॥

সরভসম্—রভসেন সহ যথা তথা । (বহ) ।

আচকম্—আ-কৃষ্ + লিট্ গল্ ।

সংস্কৃত পাঠঃ—(৬)

স তু স্বভাবধারঃ সর্বপৌরুষ্যতিভূমিঃ সহিসুঠৈকপ্রতিক্রিয়াং
দৈবীমেব তামাপদমবধার্থ্য—স্মর তস্যা হংসগামিনি হংসকথায়ঃ ।
সহস্ব বাস্তু বায়দ্বয়ম ইতি শ্রাণপন্নিত্যাগরাগিনীং শ্রাণসমাং
সমাশ্বাস্যারিবশ্যতামযাসীৎ ।

সংস্কৃত প্রতীক্ষা :-

সর্বপৌরুষাতিভূমিঃ নিখিলপুরুষগুণভাজনম্, অতএব স্বভাবধীরঃ—প্রকৃতি-
 গম্ভীরঃ স তু—অসৌ পুনঃ রাজপুত্রঃ, দৈবীং—দেবকৃতাম্, আপদমিব- বিপদমিব
 তাং—তৎকালপ্রাপ্তামাপদঃ, সহিষ্ণুতৈকপ্রতিক্রিয়াং—ধৈর্বেকপ্রতীকারাম্,
 অবধার্ষ—নিশ্চিত্যাহে হংসগামিনি মরালগতে ! তস্মাঃ জন্মান্তরাহু ভূতয়াঃ
 হংসকথায়ঃ—হংসদত্তাভিষাপস্ত, স্মর—চিন্তয় । হে বাহু—বালে, মাসদ্বয়ং—
 দ্বৌ মাসৌ, সহস্র প্রতীক্ষস্ব, ইতি—অনেন প্রকারেণ, প্রাণপরিত্যাগরাগিণীং—
 মরণাভিলাষিণীং, প্রাণসমাং—জীবনতুল্যাং পত্নীং, সমাশাস্ত—প্রবোধ্য,
 অরিবশতাং - অমিত্রাধীনতাং, অযাসীৎ—অগমৎ ।

বক্তার্থঃ—স্বভাবশাস্ত, সকলপৌরুষের আধার রাজকুমার এই দৈবী-
 বিপদের প্রতীকার একমাত্র সহিষ্ণুতা নিশ্চয় করে ‘হংসগামিনি বালিকে !
 সেই হাঁসের কাহিনী স্মরণ কর, দুমাস বিরহদুঃখ সহ্য কর’,—এই বলে প্রাণ-
 ত্যাগে উগত প্রাণপ্রিয়া পত্নীকে আশ্বাস দিয়ে নিজে শত্রুর বশতা স্বীকার
 করে নিলেন ।

ব্যাকরণ :-

স্বভাবধীরঃ—স্বভাবেন ধীরঃ । (স্বপ্-স্বপা)

সর্বপৌরুষাতিভূমিঃ—সর্বং পৌরুষম্ । (কর্মধা) । তস্মা অতিভূমিঃ
 (৬ষ্ঠী তৎ) ।

সহিষ্ণুতৈকপ্রতিক্রিয়া—সহিষ্ণুতা একা প্রতিক্রিয়া অস্মাঃ (বহু) ।

অবধার্ষ—অব-ধৃ + পিচ্ + ল্যপ্ ।

হংসগামিনি—হংস ইব গচ্ছতি ইতি হংস + গম্ - গিনি কর্তরি + ঙাপ্-
 স্ত্রিয়াম্ ।

হংসকথায়ঃ—হংসস্ত কথা । (৬ষ্ঠী তৎ) । তস্মাঃ । কর্মণি শেষে ৬ষ্ঠী ।

মাসদ্বয়ম্—দ্বৌ অবয়বৌ অশ্চ ইতি দ্বয়ম্ । মাসয়োঃ দ্বয়ম্ (৬ষ্ঠী তৎ) ।

অত্যন্তসংযোগে ২য়্য ।

অযাসীৎ—যা + লুঙ্ দ্ ।

পুরাবৃত্ত :-

পুরাকালে শাষ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর পত্নীর নাম যজ্ঞবতী। একদিন তাঁরা দুজনে এক সরোবরের তীরে বেড়াতে বেড়াতে দেখলেন, একটি রাজহাঁস চোখবুজে ঘুমুচ্ছে। রাজা কৌতূকবশতঃ হাঁসটিকে ধরে তার পা দুটি মণাল স্নতো দিয়ে বেঁধে রাণীকে বললেন,—দেখো, রাজহাঁসটি এখন কেমন মূনির মত চুপ করে আছে। এখন এ যেখানে ইচ্ছা যাক। সেই মুহূর্তে হাঁসটি বলে উঠল,—রাজন্! আমি একজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, রাজহাঁসের বেশে পদ্মবনে ধ্যানে বসে পরম আনন্দ উপভোগ করছিলাম। তুমি অহংকারবশে আমাকে অকারণে বেঁধে অপমান করেছ। এই পাপে তুমি পীর বিরহদুঃখ ভোগ করবে। এবার রাজা কাতর হ'য়ে সেই হাঁসকপী ব্রহ্মচারীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকলে তাঁর কিছুটা দয়া হলো। তিনি বললেন,—আমার কথা মিন্য। হবার নয়, তবে তোমার এজন্মে বিরহ দুঃখ ভোগ করতে হবে না। আগামীজন্মেও যজ্ঞবতীই তোমার পত্নী হবে। আর যেহেতু তুমি না জেনে মাত্র দুদণ্ড আমার পা বেঁধেছিলে, তাই তোমায় দুমাস শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় বিরহদুঃখ ভোগ করতে হবে। আরও বললেন যে, তাঁরা জাতিস্মর হবেন। অর্থাৎ পূর্বের জন্মের কথা তাঁদের মনে থাকবে।

সেই শাস্তি হয়েছেন রাজবাহন এবং যজ্ঞবতী হয়েছেন অবন্তিসুন্দরী, আর সেই শাপের ফলেই রাজবাহনের পা দুটি শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়েছে। শাপের শর্ত অনুসারে দুমাস তিনি শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকবেন এবং দুমাস তাঁদের বিচ্ছেদও পূর্বনির্দিষ্ট।

ব্যাখ্যা—‘স্মর তস্মা হংসগামিনি! হংসকথায়্যাঃ। সহস্র বাসু মাসদ্বয়ম।’
আলোচ্য অংশটি কবিকুলশ্রেষ্ঠ দণ্ডীর ‘দশকুমারচরিতম্’ কাব্যের ‘রাজবাহন-চরিতম্’ নামক প্রথম উচ্ছ্বাস থেকে নেওয়া হয়েছে।

শৃঙ্খলাবদ্ধ রাজবাহনকে চণ্ডবর্মা কঠোর হাতে আকর্ষণ করে নিয়ে যেতে থাকলে ব্যাকুলা অবন্তিসুন্দরী প্রাণত্যাগে উত্ততা হলে রাজবাহন তাঁকে আশ্বাস দেওয়ার জগু তাঁর উদ্দেশ্যে এই উক্তিটি করেছেন।

রাজবাহন ও অবন্তিসুন্দরীর সঙ্গে মিলনরাত্রির শেষে স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে

দেখলেন, অজ্ঞাত দৈবদুর্বিপাকে রাজবাহনের পা দুটি রূপার শিকলে বাঁধা। তখন অবস্থিসুন্দরীর বিহ্বলতায় তাদের গোপনীয়তা নষ্ট হয়ে গেল। খবর পেল নৃশংস নরাদম চণ্ডবর্মা। সে চিনতে পারল রাজবাহনকে পুষ্পোদ্ভবের বন্ধু বলে। তার উপর আগের উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে যে, অবস্থিসুন্দরী সম্পর্কে তার ভগ্নী হলেও প্রবৃত্তির লালসা ওদিকেও কিছুটা বিস্তৃত ছিল। তার উপরই তখন রাজ্য শাসনের ভার। স্মরণ্য সে অবস্থিসুন্দরীর অন্তঃপুরে গুরুপ অবস্থায় রাজবাহনকে দেখামাত্র শাস্তিদানের জন্ত উদ্বৃত হয়ে তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল।

অবস্থিসুন্দরী কোমলহৃদয়া নারী। সে স্বামীর জীবনহানির আশংকায় আগেই নিজে জীবনত্যাগ করবে স্থির করলেন। কিন্তু রাজবাহন ছিলেন স্বভাব-গম্ভীর, তাঁর মনে উদ্ভিত হলো পূর্বজন্মের কথা। বুঝতে পারলেন যে, এ বন্ধন, বিচ্ছেদ যেমন পূর্ব নির্দিষ্ট, সেইরূপ দুমাস বাদেই আবার মুক্তি ও মিলনসুখও অবশ্যাস্তাবী। রাজবাহনের মত মজ্জবতীও জাতিস্মরণতা লাভ করবেন, মূনির নির্দেশ। কিন্তু নারীজনোচিত বিহ্বলতায় তাঁর পূর্বস্মৃতি আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। তাই রাজবাহন তাঁকে পূর্বজন্মকথা স্মরণ রাখতে বলেছেন। পূর্ব-জন্মে তিনি ছিলেন শাষ, অবস্থিসুন্দরী ছিলেন মজ্জবতী, রাজহংসবেশী মূনিকে বাঁধায় তাঁরা অভিশপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু দুমাস বাদেই সেই শাপের অবসান ঘটবে। এই বৃত্তান্ত স্মরণে এলেই অবস্থিসুন্দরী প্রাণত্যাগ থেকে বিরত হয়ে আগামী মিলন স্মরণের আশায় কাল প্রতীক্ষা করবে। এখন সহিষ্ণুতাই হবে আগামী মিলনের জন্ত প্রধান অবলম্বন—এইটিই এই উক্তির অভিপ্রায়।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা—মহাকবি দণ্ডিবিরচিতস্ত দশকুমারচরিতস্ত ‘রাজবাহনম্’ ইতি প্রথমোচ্ছাসাদ্ গৃহীতোহয়মংশঃ।

চণ্ডবর্মণানীয়মানঃ শৃঙ্খলিতো রাজবাহনঃ প্রাণত্যাগোচ্ছতাং প্রাণপ্রিয়ামবস্থি-
সুন্দরীং প্রাণধারণার্থমেব মাহ।

হে হংসগামিনি ! হে মরালগতে ! তস্তাঃ জন্মান্তরানুভূতয়াঃ হংসকথায়্যাঃ
হংসদস্তাভিশাপস্ত স্মর চিস্তয়।

হে বাহু ! বলে ! মসদয়ং সহস্ব ধৌ মাসৌ প্রীতক্ষস্ব ইত্যর্থ।

राजवाहनश्च निग्रहं दृष्ट्वा अपि च चण्डवर्मना राजवाहनो नूनमेव घातव्य इति निश्चित्य अवस्तिहृन्दरी प्राणान्त्यक्तुम् इयेष । तदा स्वभावगुणैरो राजवाहनः पूर्वजन्मवृत्तान्तं स्मरति स्म । पूर्वजन्मनि राजवाहनः शश्व इति राजा आसीत् तस्य पत्नी अवस्तिहृन्दरी तदा यज्जवती आसीत् । एकदा यज्जवतीसहायेन शास्त्रेण लभता पदवने निश्चलः एको वृद्धो मरालो मृगालसूत्रेण बद्धः स मरालः यथार्थतः एको मुनिः । स तदा आह, यतः 'नैष्ठिकं मामकारणं राजागर्भेणो-वमानितवानसि, तदेतत् पापना रमणी विरहसन्तापमत्तुभव ।' ततः बहुधा मत्सोषितः स आह, 'इह जन्मनि शापफला-भावो भवतु, मुहूर्तद्वयं मत्तेरणवद्वन-कारितया च मासद्वयं शृङ्खलनिगडितचरणो रमणी-वियोगविषादमत्तुभूय पश्चाद-नेककालं बल्लभया सह राज्ञ्यसूखं लभस्व, जातिस्मरत्तु लभस्व ।'

जातिस्मरत्ताच्च राजवाहनेन ज्ञातं स एव शश्वः यज्जवती च अवस्तिहृन्दरी । अतः तस्य वद्वनं यथा पूर्वनिर्दिष्टं तथा मासद्वयान्ते मोचनं ततः मिलन्मपि पूर्वविहितम् । अवस्तिहृन्दर्याः अपि जातिस्मरत्तु विद्यते, विश्वलतया तु तदा आच्छन्नमासीत् । तेन अधुना सहिष्णुतामवलम्ब्य मुनिवाक्यमनुसृत्या मासद्वयावसाने पुनर्मिलनार्थं राज्ञ्यसूत्रेणोपार्थक्यं अवस्तिहृन्दर्या प्राणधारणं कर्तव्यमित्याभिप्रायः ।
संस्कृत पाठः :- (१)

अथ विदितवार्तावार्तो महादेवीमालवेश्चो जामातरमाकारपक्ष-
पातिनावाङ्मपरित्यागोपत्यासेनारिणा जिघांशुमानं ररक्षतुः ।
न शकतुस्तु तमप्रभुत्वात्तुत्तारयितुमापदः ।

संस्कृत प्रतिशब्दः :-

अथ—अनन्तरं, विदितवार्तो—श्रुतवृत्तान्तो, महादेवीमालवेश्चो—मलय-
राजदम्पती, आर्तो—दुःखितो, आकारपक्षपातिनो—देहसौन्दर्यान्तरागिणो,
अरिणा—शत्रुना चण्डवर्मणा, जिघांशुमानं-हस्तम् इच्छमानं जामातरम् आङ्ग-
परित्यागोपत्यासेन—देहविसर्जनोपस्थापनेन, -आवामपि शरीरं त्यक्त्वाः
इतुक्त्वा इत्यर्थः ररक्षतुः—प्राणहानेः रक्षितवन्तो, तु—किन्तु, अप्रभुत्वात्—
विशुद्धस्वामिभावत्वात्—तं—जामातरम्, आपदः—विपदः, उत्तारयितुं—निर्वाह-
यितुं, न शकतुः—न समर्थं बभूवतुः ।

বঙ্গার্থঃ—অতঃপর এই সংবাদ শুনে মালবরাজ ও মহাদেবী দুঃখিত হ'লেন ; জামাতার রূপে তাঁবা পক্ষপাতযুক্ত হয়ে নিজেদের প্রাণবিসর্জনের ভয় দেখিয়ে হত্যা করতে ইচ্ছুক শত্রু চণ্ডবর্মার হাত থেকে জামাতাকে রক্ষা করেছিলেন, কিন্তু প্রভুত্ব না থাকায় বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারলেন না ।

ব্যাকরণঃ—

বিদিতবার্তো— বিদিতা বার্তা আভ্যাম্ (বহু) ।

আর্তো—আ-ঋ + ক্ত কর্মণি ।

মহাদেবী মালবেন্দ্রা—মহতীদেবী-মহাদেবী (কর্মধা) । মালবানাম্ ইন্দ্রঃ মালবেন্দ্রঃ (৬ষ্ঠী তৎ) মহাদেবী চ মালবেন্দ্রশ্চ—মহাদেবী মালবেন্দ্রো (দ্বন্দ্ব) ।

আকারপক্ষপাতিনো— আকারশ্চপক্ষঃ আকারপক্ষ (৬ষ্ঠী তৎ) তস্মিন্ সাধু পততঃ ইতি (উপপদ তৎ) । তোঁ ।

আশ্চপরিত্যাগোপন্যাসেন—অশ্চনঃ পরিত্যাগঃ (৬ষ্ঠী তৎ) । আশ্চ-পরিত্যাগঃ । তস্ম উপন্যাসঃ আশ্চপরিত্যাগোপন্যাসঃ । (৬ষ্ঠী তৎ) । কারণে ওয়া ।

অরিণা—অল্পক্লে কর্তরি ওয়া ।

জিঘাংশ্চামানম্—হস্তম্ ইশ্চামানম্ ইতি হন্ + সন্—শানচ্ কর্মণি ।

শেকতুঃ—শক্ + লিট্ অতুস্ ।

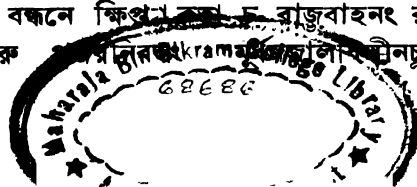
অপ্রভুত্বাৎ—প্রভবতি ইতি প্র-ভু + ড় কর্তরি সংজ্ঞায়াৎ প্রভুঃ । ন প্রভুঃ (নঞ তৎ) । তস্ম ভাবঃ প্রভুত্বম্ তথাৎ । হেতো এমৌ ।

উত্তরায়িতুম্—উদ্-ত্ + নিচ্ + তুম্ ।

আপদঃ—কর্মণি ২য়া । বহুবচন । অথবা—অপাদানে এমৌ । একবচন ।

সংস্কৃত পাঠঃ—(৮)

স কিল চণ্ডশীলশ্চণ্ডবর্মা সর্বমিদমুদস্তজাতং রাজরাজগিরৌ তপশ্চতে দর্পসারায় সংদিশ্য সর্বমেব পুষ্পোস্তবকুটুম্বকং সর্বস্বহরণ-পূর্বকং সদ্য এব বন্ধনে ক্ষিপ্ত্বান কাম চ রাজবাহনং রাজকেশরিকি-শোরকমিব দারু



বিক্ষিপ্তক্ষুৎপিপাসাদিখেদং চ তমবধুত-তুহিত্‌প্রার্থনস্যাজরাজ-
শ্রোদ্ধরণায়াজ্ঞানভিষাস্যনন্‌বিশ্বাসান্নিনায় । রুরোধ চ বলভরদত্ত-
কম্পচ্চম্পাম্ ।

সংস্কৃত প্রতিশব্দ :-

চণ্ডশীলঃ—কোপনস্বভাবঃ, স কিল চণ্ডবর্মা—অসৌ চণ্ডবর্মা ইত্যাখ্যঃ রাজ-
প্রতিনিধিঃ, ইদং সর্বম্ উদন্তজাতং অবস্তিত্ত্বস্বর্নধাঃ কপটবিবাহাৎ আরভ্য
রাজবাহনশ্চ প্রাণরক্ষা পর্যন্তং সর্বং বৃত্তান্তম্, রাজরাজগিরৌ—কৈলাসপর্বতে
ইত্যর্থঃ, তপশ্চাতে—তপশ্চরতে, দর্পসারায়—মালবরাজকুমারায় সন্ধিশ্চ—
বার্তাহরণে প্রেস্ত, সতঃ এব—তৎক্ষণমেব, সর্বম্ এব পুষ্পোদ্ভবকুটুম্বকং—পুষ্পোদ্ভব-
পরিবারং, সর্বস্বহরণপূর্বকং—সর্বসম্পদ আত্মসাৎ কৃত্বা, বন্ধনে—কারাগারে,
ক্ষিপ্ত্বা—নিষ্কিপ্য, রাজবাহনঞ্চ রাজকেশরিকিশোরকম্ ইব—বলবৎ-সিংহশাব-
কমিব, দারুপঞ্জরনিবন্ধং কৃত্বা—কাঠময়পিঞ্জরে অবরুদ্ধং বিধায়, অবধুততুহিত্-
প্রার্থনশ্চ—কল্যাণার্থনতিরস্কারিণঃ, অঙ্গরাজশ্চ—অঙ্গদেশাধিপতেঃ, উদ্ধরণায়—
উদ্ধারনায়, অজ্ঞান—অঙ্গদেশম্, অভিযান্ত্রন—আক্রমণমানঃ, অনন্‌বিশ্বাসাৎ—
বিশ্বস্তজ্ঞানাভাবাৎ, মূর্খজজালেষু—কেশকলাপেষু, বিলীন—লুকায়িত, চূড়া-
মণিপ্রভাববিক্ষিপ্তঃ—মৌলিরত্নমহিমা বিদূরিতঃ, ক্ষুৎপিপাসাদিখেদং—ক্ষুধাত্ত-
ষাদিক্ষেপঃ যশ্চ তম্—রাজবাহনং, নিনায়—সহৈব নীতবান্ । চম্পাং চ—
অঙ্গদেশরাজধানীং চ, বলভরদত্তকম্পসৈন্‌গপদভরেন কম্পয়ন, রুরোধ—বেষ্টয়ামাস ।

বঙ্গার্থ :-—কোপনস্বভাব চণ্ডবর্মা এই সমস্ত বৃত্তান্ত কৈলাসপর্বতে তপশ্চারত
দর্পসারকে জানিয়ে পুষ্পোদ্ভবের সমগ্র পরিবারকে যথাসর্বস্ব হরণপূর্বক তৎক্ষণাৎ
কারাগারে নিক্ষেপ করলেন । সিংহশিশুর গায় রাজবাহনকে কাঠের খাঁচায়
আবদ্ধ করে, কল্যাণ প্রার্থনাকে প্রত্যাখ্যান করার জন্ত অঙ্গরাজকে উচ্ছেদ করার
অভিপ্রায়ে অঙ্গদেশ আক্রমণে ইচ্ছুক হয়ে কারও উপর বিশ্বাস না থাকায়,
চুলের মধ্যে লুকানো চূড়ামণির প্রভাবে ক্ষুধা-পিপাসাদিকষ্টশূন্য রাজবাহনকে
সঙ্গে নিলেন । আর অঙ্গরাজধানী চম্পানগরকে সৈন্‌গভরে কম্পিত করে অবরোধ
করলেন ।

ব্যাকরণ :-

কিল—অব্যয়, হেতুর্থঃ। ‘কিল ইতি আগম-অরুচি-শ্লকরণ-সম্ভাব্য-হেতু অলীকেয়ু’—ইতি গণব্যাখ্যানম্।

চণ্ডশীলঃ—চণ্ড শীলং যন্ত—(বহ)।

উদন্তজাতম্—উদন্তস্ত জাতম্ (৬ষ্ঠী তৎ)।

রাজরাজগিরৌ—রাজ্ঞাং যক্ষাণাং রাজা ইতি রাজরাজঃ (৬ষ্ঠী তৎ)।
(কুবেরঃ) যতঃ মনুস্মধর্মা ধনদো রাজবাজো ধনাধিপঃ।’ ইত্যমরঃ। তস্ত
গিরিঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। তস্মিন্।

তপশ্রতে - তপশ্রতি ইতি তপস্ + ক্যঙ্ + শত্ + ৪র্থী।

দর্পসারায়—সম্প্রদানে ৪র্থী।

সন্দিশ্য--সম্-দিশ্ + ল্যপ্।

পুষ্পোদ্ভবকুটুম্বকম্—পুষ্পোদ্ভবস্ত কুটুম্বকম্ ইতি (৬ষ্ঠী তৎ)।

সর্বস্বহরণপূর্বকম্—সর্বং স্বং সর্বস্বম্ (কর্মধা)। তস্ত হরণম্ (৬ষ্ঠী তৎ)।
তৎপূর্বং যস্মিন্ কর্মণি তৎ যথা তথা। বহ)।

সমুঃ—সমানে অহনি ইতি সমান + উস্ + নিপাতনাৎ।

বন্ধনে—বধ্যস্তে অস্মিন্ ইতি বন্ধ + লুট্ অধিকরণে। অধিকরণে ৭মী।

রাজকেশরিকিশোরকম্—কেশরাঃ সস্তি অস্ত ইতি কেশরী। কিশোর ঃ কন্
অম্বকম্পায়াম্ কিশোরকঃ। রাজা চাসৌ কেশরী চেতি রাজকেশরী (কর্মধা)।
বা কেশরিণাং রাজা রাজকেশরী (৬ষ্ঠী তৎ)। তস্ত কিশোরকঃ, (৬ষ্ঠী তৎ)।

দারুপঞ্জরনিবন্ধম্—দারুনির্মিতঃ পঞ্জরঃ দারুপঞ্জরঃ (শাকপার্থিববৎ) তস্মিন্
নিবন্ধঃ (স্থপ্-স্থপা)

মূর্ধজ...খেদম্—মূর্ধ্ণ জাতানি ইতি মূর্ধজাঃ (উপপদ তৎ) বি-লী + ক্ত
ইতি বিলীনঃ, মূর্ধজানাং জালম্, (৬ষ্ঠী তৎ) তস্মিন্ বিলীনঃ, মূর্ধজ্জাল-বিলীনঃ,
(স্থপ্-স্থপা)। ক্ষুৎ চ পিপাসা চ ক্ষুৎপিপাসে, (দ্বন্দ্ব)। তে আদৌ যেষাম্
ক্ষুৎপিপাসাদয়ঃ (বহ)। মূর্ধজ্জালবিলীনঃ চূড়ামণিঃ, (কর্মধা)। তস্ত প্রভাবঃ,
(৬ষ্ঠী তৎ)। তেন বিক্ষিপ্ত, (৩য়ী তৎ)। তাদৃশঃ ক্ষুৎপিপাসাদিখেদঃ যন্ত
(বহ)। তম্।

অবধৃতদৃহিত্তপ্রার্থনস্ত—অব-ধৃ + ক্ত স্ত্রিয়াম্—অবধৃতা। প্র-অর্থ + গিচ্ +

স্বার্থে যুচ্—প্রার্থনা। দুহিতুঃ প্রার্থনা—দুহিতুঃ প্রার্থনা (৬ষ্ঠী তৎ)। অবধৃত্, দুহিতুপ্রার্থনা অনেন, (বহ)। তত্র।

উক্করণায়—উদ্ + কৃ বা ধৃ + লুট্ ভাবে। উক্করণম্। তঐয়। তুমর্থে ঐথী।
অভিযাশ্চন্—অভি-যা + লুট্ স্থানে শত্।

অনন্তবিশ্বাসাৎ—অন্তেষু বিশ্বাসঃ (স্পৃহুপা)। ন অনন্তবিশ্বাসঃ (নঞ-
তৎ) তস্মাৎ। হেতো ৫মৌ।

নিনায়—নী + লিট্ গল।

বলভরদত্তকম্পঃ—বলানাত্ ভরঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। তেন দত্তঃ (৩য়ী তৎ)।
বলভরদত্তঃ কম্প অনেন (বহ)।

করোধ—কৃধ্ + লিট্ গল।

টীকা :-

অঙ্গ—অঙ্গ প্রাচীন ভারতের একটি সমৃদ্ধ রাজ্য। গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। জেনারেল কানিংহামের মতে বিহারের পাথরঘাটার বিপরীত দিকে একটি পার্বত্য প্রদেশ। বিষ্ণুপুরাণে বঙ্গের সঙ্গে অঙ্গেরও উল্লেখ আছে। মহাভারতেও এই দেশটির উল্লেখ আছে। দুর্ধোধন কর্ণকে এই দেশটি দান করেছিলেন।

সংস্কৃত পাঠ :- (৯)

চম্পেশ্বরোহপি সিংহবর্মা সিংহ ইবাসহবিক্রমঃ প্রাকারং
ভেদয়িত্বা মহতা বলসমুদায়েন নির্গত্য স্বপ্রহিতদূতব্রাতাহুতানাং
সাহায্যাদানাত্যাতিসত্ত্বরমাপততাং ধরাপতীনামচিরকালভাবিগ্নপি
সংনিধাবদস্তাপেক্ষঃ সাক্ষাদিবাবলেপো বপুস্মানক্ষমাপরীতঃ প্রতিবলং
প্রতিজগ্নোহ।

সংস্কৃত প্রতিশব্দ :-

সিংহঃ ইব—কেশরী ইব, অসহবিক্রমঃ—অনিবার্যপরাক্রমঃ, চম্পেশ্বরঃ—
চম্পাধিপতিঃ সিংহবর্মা অপি, অক্ষমাপরীতঃ—ক্রোধাভিভূতঃ, স্বপ্রহিতদূতব্রাত-
হুতানাম্—আত্মপ্রেরিতৈঃ বার্তাবহৈঃ আকারিতানাং, সাহায্যাদানায়—আত্মকুল্য-

লাভায়, অতিসত্ত্বং—ক্ষিপ্রং, আপততাং—অভিধাবতাং, ধরাপতীনাং—রাজ্ঞাম্
 অচিরভাবিনি অপি—আশুঘটমানে অপি, সন্নিধৌ—সমাগমে, অদত্তাপেক্ষে—
 প্রতীক্ষাং ন কৃত্বা, প্রাকারং—প্রাচীরং, ভেদয়িত্বা—দারয়িত্বা, মহতা—বিপুলেন,
 বলসমুদায়েন—সৈন্যনিবহেন, সহ নির্গত্য—বহির্গত্বা, সাক্ষাৎ—স্বয়ং, বপুস্মান্—
 শরীরী, অবলেপেঃ—গর্বে ইব, প্রতিবলং—রিপু সৈন্যং, প্রতিজ্ঞগ্রাহ—আচক্রমে ।

বক্তার্থঃ—সিংহের গায় অনিবার্যপরাক্রম চম্পাধিপতি সিংহবর্মাও সাহায্য-
 দানের জন্ম নিজপ্রেরিত দূতগণের দ্বারা আমন্ত্রিত এবং প্রবলবেগে ধাবিত
 রাজাদের উপস্থিতি আসন্ন হলেও, তার জন্ম অপেক্ষা না করে ক্রোধে দুর্গপ্রাচীর
 ভেদ করে প্রভূত সৈন্য নিয়ে বাইরে গিয়ে মূর্তিমান গর্বের মত শক্রসৈন্য আক্রমণ
 করলেন ।

ব্যাকরণঃ—

চম্পেশ্বরঃ— চ্টে ইতি চ্শ্ + বরচ্ = চ্শ্বরঃ । চম্পায়াঃ চ্শ্বরঃ—(৬ষ্ঠী
 তৎ) ।

অসহবিক্রমঃ— সহ + যৎ = সহঃ । ন সহঃ = অসহঃ (নঞ্ তৎ) অসহঃ
 বিক্রমঃ অস্ত্ (বহ) ।

প্রাকারম্—প্রক্রিয়তে এষ ইতি প্র-ক্র + ঘঞ্ । তম্ ।

ভেদয়িত্বা—ভিদ্ + গিচ্ + ক্রাচ্ ।

বলসমুদায়েন—সম্-উদ্-অয়্ + ঘঞ্ = সমুদায়ঃ । বলানাং সমুদায়ঃ—(৬ষ্ঠী
 তৎ) ।

স্বপ্রহিতদূতব্রাতাহূতানাং—প্র-হি ; ক্ত = প্রহিতঃ । দূতানাং ব্রাতঃ (সমূহঃ)
 = দূতব্রাতঃ (৬ষ্ঠী তৎ) । স্বেন প্রহিতঃ = স্বপ্রহিতঃ (৩য়্যা তৎ) । তাদশঃ
 দূতব্রাতঃ (কর্মধা) । তেন আহূতাঃ (৩য়্যাঃ তৎ) । তেষাম্ ।

সাহায্যাদানায়—সহ অয়তে ইতি সহ + অয়্ । অচ্ = সহায়ঃ (উপপদ
 তৎ) । তস্ত সাহায্যম্ । সাহায্যস্ত দানম্ (৬ষ্ঠী তৎ) । তাদর্থো ঐর্থা ।

অতিসত্ত্বরম্—ত্বরয়া সহ যথা তথা = সত্ত্বরম্ (বহ) । অতিশয়িত্বং সত্ত্বরম্
 (প্রাদিত্বং) ।

অচিরকালভাবিনি—ন চিরঃ অচিরঃ (নঞ্ তৎ)। অচিরঃ কালঃ (কর্মধা)। অচিরকালে অবশ্যং ভবতি ইতি (উপপদ তৎ)। তস্মিন্।

অদত্তাপেক্ষঃ—ন দত্তা = অদত্তা ! নঞ্ তৎ)। অদত্তা অপেক্ষা অনেন —(বহুব্রীহি)।

অক্ষমাপরীতঃ—ক্ষমতে অনয়া ইতি ক্ষমা। ন ক্ষমা = অক্ষমা (৩য়্য তৎ)। তয়া পরীতঃ (৩য়্য তৎ)।

প্রতিজগ্রাহ—প্রতি-গ্রহ + লিট্ গল্।

সংস্কৃত পাঠঃ—(১০)

জগৃহে চ মহতি সংপরায়ৈ ক্ষীণসকলসৈন্য়গুণঃ প্রচণ্ডপ্রহরণ-
শতভিন্নমর্মা সিংহবর্মা করিণঃ করিণমবপ্নুত্যাতিমানুষপ্রাণবলেন
চণ্ডবর্মণা। স চ তদুহিতর্ষালিকায়ামবলারত্নসমাখ্যাতায়ামতি-
মাত্রাভিলাষঃ প্রাণৈরেনং ন ব্যযুজুৎ।

সংস্কৃত প্রতিশব্দঃ -

সিংহবর্মা চ, মহতি সংপরায়ৈ—ঘোরে রণে, ক্ষীণসকলসৈন্য়গুণঃ—নিহত-
সর্ববলসমহঃ, প্রচণ্ডপ্রহরণশতভিন্নমর্মা—দারুণৈঃ অস্ত্রনিবহৈঃ দরিতসঙ্ঘিঃ,
অতিমানুষপ্রাণবলেন—অলৌকিকসামর্থ্যেন, করিণঃ—গজাং, করিণম—গজম,
অবপ্নুত্যা—উল্লস্যা, চণ্ডবর্মণা, জগৃহে—ধৃতঃ। স চ—অসৌ চণ্ডবর্মা, তদুহিতরি
—সিংহবর্মণঃ কল্যায়াম্, অবলারত্নসমাখ্যাতায়াম্—স্বীরত্নমিতি জনবণিতায়াম্
অর্ষালিকায়াম্, অতিমাত্রাভিলাষঃ—নিতরাম্ সম্পূহঃ সন্, এনম্—সিংহবর্মণং,
প্রাণৈঃ—অস্ত্রভিঃ, ন ব্যযুজুৎ—বিয়োজিতবান্।

বঙ্গার্থঃ—কিন্তু এই যুদ্ধে সিংহবর্মার সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হয়ে গেল এবং
অজস্র অস্ত্রাঘাতে মর্মাহত সিংহবর্মাকে অসাধারণ প্রাণশক্তি সম্পন্ন চণ্ডবর্মা এক
হাতী থেকে আরেক হাতীতে লাফ দিয়ে ধরে বন্দী করলেন। কিন্তু সিংহবর্মার
কন্যা বমণীরত্ন বলে প্রসিদ্ধ অর্ষালিকার প্রতি অত্যন্ত আসক্তি থাকায় তাঁকে
প্রাণে হত্যা করলেন না।

ব্যাকরণ :—

সম্পরায়ৈ—একত্র সম্যক্ পরা চ এতি অশ্বিন্ ইতি সম্-পরা+ই+অচ্
অশ্বিন্ ।

ক্ষীণসকলসৈন্যমণ্ডলঃ—ক্ষি + ক্ত = ক্ষীণম্ । সেনায়াং সমবেতানি ইতি
সৈন্যানি । কলাভিঃ সহ = সকলম্ (বহ) । সৈন্যানাং মণ্ডলম্ (৬ষ্ঠী তৎ) ।
সকলং সৈন্যমণ্ডলম্ (কর্মধা) । ক্ষীণং সকলসৈন্যমণ্ডলম্—(কর্মধা) ।

প্রচণ্ডপ্রহরণশতভিন্নমর্মা—প্রহরতি এভিঃ ইতি প্রহরণানি । প্রচণ্ডানি
প্রহরণানি (কর্মধা) । তেষাং শতানি (৬ষ্ঠী তৎ) । তৈঃ ভিন্নম্—(৩য়ী
তৎ) । তাদৃশানি মর্মাণি অশ্ব (বহ) ।

অতিমানুষপ্রাণবলেন—মানুষম্ পরিগতে = অতিমানুষম্ প্রাদি তৎ) ।
প্রাণাশ্চ বলঞ্চ প্রাণবলে (দ্বন্দ্ব) । তাদৃশে প্রাণবলে অশ্ব (বহ) । তেন ।

চণ্ডবর্মণা—অনুল্লে কর্তরি ৩য়ী ।

তদুহিতরি—তশ্চ হুহিতা (৬ষ্ঠী তৎ) । তশ্চাম্ ।

অবলারত্নসমাখ্যাতায়াম্—অবিগমানম্ বলম্ আসাম্ = অবলাঃ (বহ) ।
তাসু রত্নম্ (৭মী তৎ) । অবলারত্নং সমাখ্যাতা (স্তৃপ্-স্তৃপা) । তশ্চাম্ ।

অতিমাত্রাভিলাষঃ—মাত্রাম্ অতিক্রান্তঃ = অতিমাত্রঃ (প্রাদি তৎ) ।
তাদৃশঃ অভিলাষঃ তশ্চ (বহ) ।

প্রাণৈঃ—সহার্থে ৩য়ী ।

ব্যযুযুজৎ—বি-যুজ্ + গিচ্ + লুঙ্ তিপ্ ।

সংস্কৃত পাঠ :—(১১)

অপি ত্বনীনয়দপনীতামশেষশাল্যমকল্যসংধ্যে বন্ধনম্ । অজীগণচ্চ
গণকসংঘৈঃ 'তাদৈদ্যব ক্ষপাবসানে বিবাহনীয়া রাজদুহিতা' ইতি ।
কৃতকৌতুকমঙ্গলে চ তস্মিন্লেকপিঙ্গাচলাৎ প্রতিনিবৃত্তৈত্যগজঙ্ঘেযা নাম
জঙ্ঘাকারিকঃ প্রভবতো দর্পসারশ্চ প্রতি সন্দেশমাবেদয়ে—

সংস্কৃত প্রতিশব্দ :—

অপিতু—পক্ষাস্তরে, অকল্যসংঘঃ—শ্বরপ্রতিজ্ঞা, স—চণ্ডবর্মা, অপনীতা-

শেষশলাং—উদ্ধৃতনিখিলশঙ্কং, এনং-সিংহবর্মাণং, বহুনাং—কারাম্, অনীনয়ৎ—
 প্রেরয়ামাস। অথ এব—অশ্বিনের দিনে, ক্ষপাবসানে—রাত্রিশেষে, রাজদূহিতা
 —রাজকন্যা অস্থালিকা, বিবাহনীয়া—উদ্বাহা, ইতি চ—এতদপি, গণকসংঘৈঃ
 দৈবজ্ঞসমূহৈঃ, অজ্ঞীগণং—গণয়ামাস। তস্মিন্—চণ্ডবর্মণি, কৃতকৌতুকমঙ্গলে
 চ—অলুষ্ঠিত-বিবাহোদযোগমঙ্গলকর্মণি, এণজ্জব্য নাম, জ্জ্বাকারিকঃ—দূতঃ,
 একপিঙ্গাচলাং—কৈলাসপর্বতাং, প্রতিনিবৃত্য—প্রত্যাগত্য, প্রভবতঃ—
 সর্বেশ্বং, দর্পসারস্ত প্রতিসন্দেশং—প্রতিবচনম্, আবেদয়ৎ—নিবেদয়ামাস।

বজ্রার্থঃ—শ্বরপ্রতিজ্ঞ চণ্ডবর্মা শরীর থেকে সমস্ত অস্ত্রের অংশগুলি তুলে
 ফেলে সিংহবর্মাকে) কারাগারে পাঠিয়ে দিলেন। আর দৈবজ্ঞদের দ্বারা
 গণনা করালেন যে, ‘আজই রাত্রির শেষে রাজকন্যার বিবাহ নিষ্পন্ন করতে
 হবে।’ বিবাহপূর্বের মাস্কলিক অলুষ্ঠান প্রায় শেষ হলে এণজ্জব্য নামে এক দূত
 কৈলাস পর্বত থেকে ফিরে এসে প্রভু দর্পসারের প্রত্যাদেশ জানালেন,—

ব্যাকরণঃ—

অনীনয়ৎ-- নী + গিচ্ + লুঙ্ তিপ্ ।

অপনীত্যাশেষশলাম্—অবিচ্ছিন্নাঃ শেষঃ এষাম্ = অশেষাণি (বহু) ।
 অপনীতানি অশেষানি শল্যানি অস্ত—(বহু) । তম্ ।

অকল্যাসঙ্ঘঃ—ন কল্যা (ব্যর্থী) = অকল্যা (নঞ্ তৎ) । তাঁদৃশী সঙ্ঘা
 অস্ত (বহু) ।

অজ্ঞীগণং—গণ্ + গিচ্ + লঙ্ তিপ্ ।

গণকসংঘৈঃ—গণকানাং সজ্ঘাঃ—(৬ষ্ঠী তৎ) । তৈঃ । অলুষ্ঠকর্তরি ৩য়ী ।

ক্ষপাবসানে—ক্ষপায়াঃ অবসানম্—(৬ষ্ঠী তৎ) । তস্মিন্ ।

বাজ্জদূহিতা রাজ্জঃ দূহিতা—(৬ষ্ঠী তৎ) ।

কৃতকৌতুকমঙ্গলে—কৌতুকস্ত মঙ্গলম্ (৬ষ্ঠী তৎ) । কৃতং কৌতুক-
 মঙ্গলম্ অনেন—(বহু) । তস্মিন্ । ভাবে ৭মী ।

তস্মিন্—ভাবে ৭মী ।

একপিঙ্গাচলাং (একম্) একাঙ্কি পিঙ্গম্ (পীতম্) যস্ত = একপিঙ্গঃ

(বহু)। ন চলঃ অচলঃ (নঞ্ তৎ)। একপিঙ্গস্ত অচলঃ (৬ষ্টী তৎ)।
তস্মাৎ।

একপিঙ্গ শব্দের অর্থ কুবের। রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে আছে একসময় কুবেরের দৃষ্টি রুদ্রাণীর উপর পড়ায়, তার ডান চোখটি পুড়ে যায় এবং বাম চোখটি পিঙ্গলবর্ণ হয়। অতএব একপিঙ্গাচল মানে কুবেরাচল। তার অর্থ কৈলাসপর্বত।

জঙ্ঘাকারিকঃ—জঙ্ঘারূপঃ কারঃ (কর্মধা— শাকপাথিববৎ)।

প্রতিসন্দেশঃ—প্রত্যুক্তঃ সন্দেশঃ (প্রাদি তৎ)।

সংস্কৃত পাঠঃ—(১২)

‘অয়ি মূঢ়,’ কিমস্তি কণ্ঠাস্তঃপুরদূষকেহপি কশ্চিৎকুপাবসরঃ।
স্ববিরঃ স রাজা জরাবিলুপ্তমানাবমানচিত্তো দুশ্চরিতদুহিতৃপক্ষপাতী
ষদেব কিঞ্চিৎ প্রলপতি হুয়াপি কিং তদমুমত্যা স্মাতব্যম্।
অবিলম্বিতমেব তস্য কামোন্নত্তস্ত চিত্রবধবার্তা প্রেষণেন শ্রবণোৎ-
সবোহস্মাকং বিধেয়ঃ। সা চ দুষ্টকণ্ঠা সহানুজেন কীর্তিসারেণ
নিগড়িতচরণা চারকে নিরোদ্ধব্যা ইতি।

সংস্কৃত প্রতিশব্দঃ—

অয়ি মূঢ়!—ভোঃ অবোধ, কণ্ঠাস্তঃপুরদূষকে অপি—কুমারীভবনধর্ষকে চ,
কশ্চিৎ—কোহপি, কুপাবসরঃ—দয়াপ্রসঙ্গঃ, অস্তি কিম্—নাশ্চ্যেব ইত্যর্থঃ।
স্ববিরঃ—জীর্ণঃ, জরয়া—বার্ধক্যেন, বিলুপ্তমানাবমানচিত্তো—তিরোহিত-
মানাপমানবোধঃ, দুশ্চরিতদুহিতৃপক্ষপাতী—অনার্থায়াঃ কণ্ঠায়াঃ অমুকুলং
ষদেব-কিঞ্চিৎ—ষন্নসি আয়াতি, প্রলপতি—অবভাষতে। হুয়াপি—যুনা,
কিস্মাতব্যম্—কিং বর্তিতব্যম্। কামোন্নত্তস্ত—মদনবিমূঢ়স্ত, তস্ত রাজবাহনস্ত,
চিত্রবধস্ত—অক্ষছেদাদিদগুপ্রদানপূর্বকস্ত, বধস্ত বার্তায়াঃ—সংবাদস্ত, প্রেষণেন—
প্রেরণেন, অবিলম্বিতমেব—কটীতি তু, মম শ্রবণোৎসবঃ—কর্ণামোদঃ বিধেয়ঃ।
সা চ দুষ্টকণ্ঠা—দুঃশীলা, অবাস্তিসুন্দরী, সহানুজেন—কনীয়সা, কীর্তিসারেণ
তন্মাত্না ভ্রাতা সহ, নিগড়িতচরণা—শৃঙ্খলিতপাদা, চারকে—কারায়াং,
নিরোদ্ধব্যা—ষস্বিতব্যা।

বক্তার্থঃ—রে মূৰ্খ! যে ব্যক্তি কন্যাস্তঃপুর দূষিত করেছে, তার উপর করুণার অবকাশ কোথায়? বৃদ্ধ রাজা বার্কিকো মান-অপমানবোধ হারিয়ে হুশ্চরিত্রা কন্যার পক্ষপাতী হয়ে যা কিছু প্রলাপ উক্তি করেছে, সেগুলিকে মেনে নিয়ে তুমি কি বসে থাকবে? শীঘ্রই তুমি সেই কামোন্নতের (রাজবাহনের) বিচিত্রবধের সংবাদ পাঠিয়ে আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের আনন্দ বিধান কর। আর সেই দুষ্টকন্যাকে ছোট ভাই কীর্তিসারের সঙ্গে পায়ে শৃঙ্খল পরিয়ে কারাগারে আবদ্ধ কর।

ব্যাকরণঃ—

কন্যাস্তঃপুরদূষকে—কন্যাস্তঃপুরস্ত দূষকঃ—(৬ষ্ঠী তৎ)। তস্মিন্। অধিকরণে ৭মী।

রূপাবসরঃ—রূপায়্যা অবসরঃ (৬ষ্ঠী তৎ)।

জরাবিলুপ্তমানাবমানচিত্তঃ—মানশ্চ অবমানশ্চ মানাবমানৌ (দ্বন্দ্ব)। ভয়োঃ চিত্তম্—(৬ষ্ঠী তৎ)। জরয়া বিলুপ্তম্ (৩য়া তৎ)। জরাবিলুপ্তমানাবমানচিত্তম্ অশ্ম (বহু)।

দুশ্চরিতত্বহিতুপক্ষপাতী—দুষ্টং চরিতম্ অশ্মাঃ (বহু)। দুশ্চরিতা দুহিতা (কর্মধা)। তশ্মাঃ পক্ষঃ=দুশ্চরিতত্বহিতুপক্ষঃ—(৬ষ্ঠী তৎ)। তস্মিন্ শাধু পততি—(উপপদ তৎ)।

চিত্রবধবর্তাপ্রেমণেন—বধস্য বাতা = বধবর্তা (৬ষ্ঠী তৎ)। চিত্রা বধবর্তা (কর্মধা)। তশ্মাঃ প্রেমণম্—(৬ষ্ঠী তৎ)। তেন। করণে ৩য়া।

শ্রবণোৎসবঃ—উৎস্ব + অপ্ = উৎসবঃ। শ্রবণস্য উৎসবঃ (৬ষ্ঠী তৎ)।

অস্মাকম্—অস্মাদৌ দ্বয়শ্চ ইতি বিশেষণস্য প্রতিষেধঃ ইতি চ একাস্মিন্ বলবচনম্।

অনুজেন—অনু জাতঃ ইতি অনু-জন্ + ড = অনুজঃ। তেন। সহযোগে ৩য়া।

চারকে—চর্যতে বধ্যতে ইতি চারকঃ। তস্মিন্। অধিকরণে ৭মী।

নিরুদ্ধব্যা—নি-রুদ্ধ + তব্য -স্বিয়াম্।

সংস্কৃত পাঠঃ—(১৩)

তচ্চাকর্ণ্য 'প্রাতরেব রাজভবনদ্বারে স চ দুর্ভায়া কন্যাস্তঃপুর-দূষকঃ সন্নিধাপয়িতব্যঃ। চণ্ডপোতশ্চ মাতঙ্গপতিরুচিতকল্পনোপ-

পল্লন্তুত্রৈব সমুপস্থাপনীয়ঃ। কৃতবিবাহকৃত্যশ্চোখায়ান্নামেব তম-
নার্থশীলং তস্ম হস্তিনঃ কৃৎস্না ক্রীড়নকং তদধিরূঢ় এব গত্বা শক্রসাহায্য-
কায় প্রত্যাসীদতো রাজগ্ৰকস্য সকোশবাহনস্যাবগ্রহণং করিস্মামি'
ইতি পার্শ্বচরানবেক্ষাঞ্চক্রে।

সংস্কৃত প্রাতিশব্দ :-

তৎ—দর্পসারবচনম্, আকর্ণ্য চ—শ্রদ্ধা এব, প্রাতরেব—প্রভাতে এব, স চ
দুরাত্মা মন্দমতিঃ, কল্মাস্তঃপুরদূষকঃ—কুমারীগৃহনির্মার্যাদঃ, রাজভবনদ্বারে—
নৃপগৃহপ্রবেশমার্গে, সন্নিধাপয়িতব্যঃ—আনেতব্যঃ। মাতঙ্গপতিঃ—গজশ্রেষ্ঠঃ,
চণ্ডপোতশ্চ—চণ্ডপোতাখ্যঃ উচিতকল্পনোপপন্নঃ—বিরচিতবেষণে সজ্জিতঃ, তত্র
এব—রাজগৃহদ্বারে এব, সমুপস্থাপনীয়ঃ। সংরক্ষণীয়ঃ। কৃতবিবাহকৃত্যঃ চ—
বিবাহকর্ম সমাপ্য এব, উখায়-বিবাহাসনং পরিত্যজ্য, অহম্ এব—স্বয়মেব, তম্
অনার্থশীলং—তং দুশ্চরিতং, তস্ম হস্তিনঃ—পূর্বকথিতস্ম গজস্ম চণ্ডপোতস্ম,
ক্রীড়নকং কৃৎস্না—ক্রীড়াভ্রব্যং বিধায়, তদ্ব অধিরূঢ়ঃ এব—চণ্ডপোতারূঢ় এব, গত্বা,
শক্রসাহায্যকায়—অমিত্রাহুকূল্যায়, প্রত্যাসীদতঃ আগচ্ছতঃ, রাজগ্ৰকস্ম—রাজঃ,
সকোশবাহনস্ম—সম্পদা সহ বাহনস্ম, অবগ্রহণং—প্রতিরোধং, করিস্মামি—
বিধাশ্মামি, ইতি—এবম্ উক্তা, পার্শ্বচরান্—পরিজনান্, অববেক্ষাঞ্চক্রে—দদর্শ।

বঙ্গার্থ :-সেইকথা শুনে (আদেশ দিলেন)—‘প্রভাতেই রাজবাড়ীর
দ্বারে কণার অন্তঃপুরের শুচিতাবিনষ্টকারী সেই দুরাত্মাকে উপস্থিত করবে।
হস্তিরাজ চণ্ডপোতকেও উপযুক্ত সজ্জায় সজ্জিত করে সেখানেই রাখবে। বিবাহ
অনুষ্ঠান শেষ করে উঠে আমিই এই অনার্থস্বভাবকে হাতীর খেলনায় পরিণত
করে, তারই পৃষ্ঠে চেপে গিয়ে শক্রর সাহায্যের জগ্ন আগত রাজাদিগকে ধন ও
বাহনসহ গ্রহণ করব।’ এই কথা বলে অনুচরদের দিকে তাকালেন।

ব্যাকরণ :-

আকর্ণ্য—আ-কর্ণি + ল্যপ্।

রাজভবনদ্বারে = রাজঃ ভবনম্ ইতি রাজভবনম্ (৬ষ্ঠী তৎ)। তস্ম দ্বারম্
(৬ষ্ঠী তৎ)। অধিঃ ৭মী।

দুরাত্মা—দুঃ (দুষ্টঃ) আত্মা অস্যা বহ ;।

कन्यासुःपुरदूषकः—कन्यायाः असुःपुरम् (७ष्ठी त०) । तस्य दूषकः (७ष्ठी त०) ।

सन्निधापयितव्या—सम्-नि-धा + णिच् + तव्य ।

उचितकल्लनोपपन्नः—उचिता कल्लना (कर्मधा) । तस्या उपपन्नः (७या त०) ।

रुतविवाहकृत्याः—विवाहरूपं रुताम् (कर्मधा, शाकपाणिवचः) । रुतं-
विवाहरुताम् अनेन (वच) ।

तदधिकृतः—तम् अधिकृतः (सूप्-सुपा) ।

प्रत्यासौदतः—प्रति-आ-सद् + शतृ । तस्य ।

शक्रसाहायकाय = शक्रोः साहायकम् (७ष्ठी त०) । तस्यै । तदर्थे ४थी ।

सकेशवाहनस्य—केशाश्च वाहनानि च केशवाहनानि (द्वन्द्व) । तैः सह
(वच) ।

पार्श्वचरान्—पार्श्वयोः चरन्ति (उपपद त०) । तान् ।

अवेक्ष्यङ्ग्रे—अव-ङ्क्ष + लिट् ।

संस्कृत पाठः—(१४)

निन्त्रे चासावहण्णस्मिन्स्मिन्त्येवोयोरारगे राजपुत्रो राजद्वनं
रक्षिभिः उपतश्चे च क्षरितगणुश्चणुपोतः । क्षणे च तस्मिन् मुमुचे
तदङ्गि युगलं रजतशृङ्खलाया । सा चैनं चन्द्रलेखाच्छविः काचिद् अप्स-
रोरूपिणी भुङ्क्ता प्रदक्षिणीकृत्या प्राञ्जलिर्वाजिञ्जपे ० 'देव, दीयता-
मन्नुग्रहार्द्धेचिञ्जम अहमस्मि सोमरश्मिसञ्जवा स्वरतमञ्जरी नाम स्वर-
सुन्दरी ।

संस्कृत प्रतिशब्दः—

अस्मिन् अहनि—(परेद्युः), उयोरारगे—प्रभतलौहित्ये, उस्मिन्ति एव
—प्रकाशमाने एव, अ.सौ राजपुत्रः—कुमारः राजवाहनः, रक्षिभिः—राजपुरुषैः,
राजद्वनं—प्रासादद्वारं, निन्त्रे च—आनीतश्च । क्षरितगणुः—स्यस्यदः,
चणुपोतः उपतश्चे च—प्रापुश्च । तस्मिन् च—तस्मिन् एव क्षणे, तदङ्गि युगलं—
राजवाहनस्य पादद्वयम्, रजतशृङ्खलाया—रौप्यादाया, मुमुचे—मुक्तम् । सा च—
रजतशृङ्खला, काचिद् चन्द्रलेखाच्छविः—शशिकलाकान्तिः, अप्सरा—स्वरनारी, भुङ्क्ता

এনং—রাজবাহনম্, প্রদক্ষিণীকৃত্য—প্রদক্ষিণক্রিয়য়া প্রণম্য, প্রাঞ্জলিঃ—কৃত্যঞ্জলিঃ সতী, ব্যজিঞ্জপৎ—বিজ্ঞাপয়ামাস, দেব—প্রভো, অন্তঃপ্রদর্শিতম্—অন্তঃকম্পা কোমলং চেতঃ, দীপ্যতাং—স্বাপ্যতাম্, মদুক্তো ইতি শেষঃ। অহম্ সোম-রশ্মিসম্ভব্য।—চন্দ্রকিরণজাতা, সুরতমঞ্জরী নাম—তদাখ্যা, সুরসুন্দরী অশ্মি—অপ্সরা অশ্মি।

বঙ্গার্থঃ—পরদিন উষার রক্তিমরেখা দেখা দিতে না দিতেই রক্ষীরা রাজপুত্রকে রাজবাড়ীর আঙ্গিনায় উপস্থিত করল। চণ্ডোপাতও গণ্ডে মদধার বর্ষণ করতে করতে উপস্থিত হলো। ঠিক সেই মুহূর্তেই রাজবাহনের পা-দুটি থেকে রৌপ্যশৃঙ্খল খুলে গেল। সেই শৃঙ্খল চন্দ্রকলার মত এক অপ্সরায় পরিণত হয়ে তাঁকে প্রদক্ষিণ করে করজোড়ে বলল,—‘প্রভু, প্রসন্নচিত্তে আমার কথা শুন। আমি চন্দ্রকিরণজাতা (অথবা—সোমরশ্মি নামক গন্ধর্বের কন্যা), আমার নাম সুরতমঞ্জরী।’

ব্যাকরণঃ—

নিগো—নী + লিটএ

উসোবাগে—উনসঃ রাগঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। তস্মিন্—ভাবে ৭মী।

রাজাঙ্গনম্—রাজঃ অঙ্গনম্—(৬ষ্ঠী তৎ)। কর্মণি ২য়।

রক্ষিভিঃ—অনুক্তকর্তারি ৩য়।

উপতস্বে-উপ—স্বা + লিটএ।

ক্ষরিতগণ্ডঃ—ক্ষরিতৌ গণ্ডৌ তস্ম (বহু)।

যুচ্চে—যুচ্ + লিটএ।

তদজ্জিযুগলং—যুগং লাতি ইতি যুগলম্ (উপপদ তৎ) অজ্জ্যোঃ যুগলম্—অজ্জিযুগলম্ (৬ষ্ঠী তৎ)। ত মা অজ্জিযুগলম্ (৬ষ্ঠী তৎ)।

রজতশৃঙ্খলয়া—রজতস্য শৃঙ্খলা (৬ষ্ঠী তৎ), ৩য়। অনুক্তকর্তারি ৩য়।

চন্দ্রলেখাচ্ছবিঃ—চন্দ্রস্য লেখা (৬ষ্ঠী তৎ) তস্যাঃ ছবিঃ (৬ষ্ঠী তৎ)।

অপ্সরোরূপিনী—অপ্সরসঃ রূপম (৬ষ্ঠী তৎ) অপ্সরোরূপম্ অস্মাঃ স্মৃতি ইনি + স্মিয়ামীপ্।

অপ্সরা নামকরণের কারণ হলো যে, এই দিব্য রমনীবা সমুদ্রমস্থানে সমস্ত মপ্ অর্থাৎ জল থেকে উৎপন্ন হয়েছিল।

অপ্পু নির্মথনাদেব রসাৎতথাৎবরস্বিয়ঃ ।

উৎপেতুর্মহুজশ্রেষ্ঠ তস্মাদপ্পরসোহভবন্ ।

প্রদক্ষিণীকৃত্য—প্রকৃষ্টজ্ঞ দক্ষিণশ্চ ইতি প্রদক্ষিণম্ । প্রদক্ষিণ + চি + ঞ্
+ জ্যাপ্ (গতি তৎ) । প্রদক্ষিণ করা মানে থাকে প্রদক্ষিণ করা হবে, তাকে
দক্ষিণে অর্থাৎ ডান দিকে রেখে ঘুরতে হয় ।

প্রদক্ষিণের লক্ষণ—প্রসার্থ দক্ষিণং হস্তং স্বয়ংনম্রশিরঃ পুনঃ । দক্ষিণং
দর্শয়নপার্শ্বং মনসাপি চ দক্ষিণম্ । সক্রুৎ ত্রিধা বেষ্টয়েত দেব্যাঃ প্রীতঃ প্রজায়তে ।
স চ প্রদক্ষিণো জ্ঞেয়ঃ সর্বদেবৌষতুষ্টিদঃ ।

প্রাজ্জলিঃ—প্রকৃতঃ অঞ্জলিঃ অনয়া (বহ) ।

বাজ্জিহ্বপৎ—বি-জ্জ + গিচ্ + লুঙ্ তিপ ।

দীয়তাম্—দা + লোট্ তাম্ কর্মণি ।

সোমরশ্মিসম্ভবা -সোমশ্চ রশ্মিঃ (৬ষ্ঠী তৎ) । সোমরশ্মিঃ সম্ভবঃ অশ্মাঃ
(বহ) ।

স্বরসুন্দরী—স্বরাণাং সুন্দরী (৬ষ্ঠী তৎ) ।

সংস্কৃত পাঠঃ—(১৫)

তস্যা মে নভাসি নলিনলুকুমুদ্বকলহংসাম্বুবদ্ধবস্ত্রায়ান্তম্বিবারণ-
ক্ষোভবিচ্ছিন্নবিগলিতা হারযষ্টির্যদৃচ্ছয়া জাতু হৈমবতে সরসি
মন্দোদকে মগ্নোম্মগ্নস্য মহর্ষে মার্কণ্ডেয়স্য মস্তকে মণিকিরণদ্বিগু-
ণিতপলিতমপতৎ । পতিতশ্চ কোপিতেন কোহপি তেন ময়ি
শাপঃ—‘পাপে ভজস্ব লোহজাতিমজাতচৈতগ্যা সতী’ ইতি ।

সংস্কৃত প্রতিশব্দঃ—

তস্যাঃ স্বরসুন্দর্যা মে হারযষ্টিঃ—হারলতা, জাতু—কদাচিৎ, যদৃচ্ছয়া—
দৈবাৎ, নভসি—আকাশে, বিগলিতা—চ্যুতা, হৈমবতে—হিমালয়ে, সরসি—
একস্মিন্ জলাশয়ে, মন্দোদকে—স্বল্পজলে, মগ্নোম্মগ্নশ্চ—নিমজ্য উখিতশ্চ, মহর্ষেঃ
মহামুনেঃ মার্কণ্ডেয়শ্চ মস্তকে—শিবসি, মণিকিরণদ্বিগুণিতপলিতম্—রত্নপ্রভাবর্দ্ধি
তৎ কেশশৌক্যং যস্মিন্ কর্মণি তৎ যথা তথা, অপতৎ—পতিতা । কোপিতেন—

রোধিতেন, তেন—মার্কণ্ডেয়েন, ময়ি—মছপরি, পাপে—রে দুরাচার, অজাত-
চৈতগ্না—চৈতনারহিতা সতী, লোহজাতিঃ ধাতুশ্ব ; ভজশ্ব—প্রতিপদশ্ব ইতি
কোহপি-অনির্বচনীয়ঃ, শাপঃ পতিতঃ ।

বজ্রার্থঃ—কোন একদিন আকাশপথে পদ্মলোভী এক মুগ্ধ কলহংস আমার
মুখ অল্পসরণ করতে থাকলে তাকে বাধা দেওয়ার চাঞ্চল্যবশতঃ আমার হার-
ছড়াটি ছিন্ন হল, এবং দৈবক্রমে সেই সময় মহর্ষি মার্কণ্ডেয় হিমালয়ের
অল্পজলযুক্ত কোন সরোবরে স্নান করে উঠতেই মণিকিরণে তাঁর কেশের
শুভ্রতাকে দ্বিগুণ বর্ধিত কবে তাঁর মাথায় পতিত হল । আর তিনি রুষ্ট হয়ে
আমাকে কঠোর অভিশাপ দিলেন,—‘পাপিষ্ঠা, চৈতগ্নহীন হয়ে ধাতুতে
পরিণত হবি ।’

ব্যাকরণঃ—

নভসি—অধিৎ ৭মী ।

হারষষ্ঠী—হারো ষষ্ঠিরিব—(উপমিত কর্মধা) ।

ষদৃচ্ছয়া—ষা স্বচ্ছা (কর্মধা) ।

জাতু—অব্যয় ।

হৈমবতে—হিমম্ অস্তি অস্মিন ইতি হিম+মতুপ্ । তশ্চ ইদম্ ইতি
হিমবৎ+অন্ । তস্মিন্ ।

মন্দোদকে—মন্দম্ উদকম্ অস্মিন্ ইতি (বহ) । তস্মিন্ । অধিৎ ৭মী ।

মগ্নোঃশ্বগ্নশ্চ—আদৌ মগ্নঃ পশ্চাৎ উশ্বগ্নঃ (কর্মধা) ।

মহর্ষেঃ—মহান্ ঋষিঃ (কর্মধা) । তশ্চ ।

মণিকিরণদ্বিগুণিতপলিতম—মণীনাং কিরণঃ (৬ষ্ঠী তৎ) । তেন দ্বিগুণং
(স্পৃশ্ স্পৃশা) । তথাবিধং পলিতং যস্মিন্ কর্মণি তৎ যথাতথা (বহ) ।

অপতৎ—পৎ+লঙ্+তিপ্ ।

পতিতঃ—পৎ+গিচ্+ক্ত ।

শাপঃ—শপ+ঘঞ্+ভাবে । উক্তকর্মণি ১মা ।

পাপে—পাপম্ অস্তি অশ্চা ইতি পাপা । সম্বোধনে ।

ভজশ্ব—ভজ+লোট্+শ্ব ।

লৌহজাতিম্—লৌহানাং জাতিঃ (৬ষ্ঠী তৎ) । তাম্ ।

অজাতচৈতন্য—ন জাতম্ অজাতম্ (নঞতৎ) । অজাতম্ চৈতন্যম্ অশ্যাঃ
(বহ) ।

সংস্কৃত পাঠঃ—(৬

স পুনঃ প্রসাত্তমানত্বং পাদপদ্বয়স্য মাসদ্বয়মাত্রং সন্দানতামেত্য
নিস্তরগীয়ামিমাংসাপদমপারিক্ষাণশক্তিভ্ৰং চেন্দ্রিয়াণামকল্পয়ৎ ।
অনল্লেন চ পাপনা রজতশৃঙ্খলীভূতাং মামৈক্ষদাকস্য রাজ্ঞো বেগবতঃ
পৌত্রঃ পুত্রো মানসবেগস্য বীরশেখরো নাম বিছাধরঃ শঙ্করগিরৌ
সমধ্যগমৎ । আত্মসাৎকৃতা চ তেনাহমাসম্ ।

সংস্কৃত প্রাতিশব্দঃ—

সঃ পুনঃ—মুনিঃ মার্কেণ্ডেয়স্ত, প্রসাত্তমানঃ—অহুনায়মানঃ, ইমাম্ আপদম্—
এতৎ কৃচ্ছ্, মাসদ্বয়মাত্রং—কেবলং দ্বাবেব মাসৌ, ত্বংপাদপদ্বয়স্য—তব চরণ-
কমলযুগলস্য সন্দানতাং বন্ধনদামতাম্, এত্য—প্রাপ্য, নিস্তরগীয়াং—পরিহরণ-
যোগ্যাম্, অকল্পয়ৎ—বিদধৌ, ইন্দ্রিয়ানাং—করণানাম্, অপারিক্ষাণশক্তিভ্ৰং—
সামর্থ্যাভাবরাহিত্যম্, অকল্পয়ৎ—ব্যাদিদেশ । অনল্লেন চ—মহতা এব, পাপনা
—দুরিতেন, রজতশৃঙ্খলীভূতাং—রৌপ্যানিগড়প্রাপ্তাং, মাম্, ঐক্ষদাকস্য—
ইক্ষাকুগোত্রস্য রাজ্ঞঃ, বেগবতঃ তন্নাম্মা খ্যাতস্য নৃপস্য পৌত্রঃ—নপ্তা, মানসবেগস্য
—তদাখ্যস্য রাজ্ঞঃ, পুত্রঃ—তনয়ঃ বীরশেখরঃ নাম তথা প্রসিদ্ধ, বিছাধরঃ
শঙ্করগিরৌ—শিবশৈলে কৈলাসে, সমধ্যগমৎ—প্রাপ্তবান্ । তেন চ—বীর-
শেখরেষ, অহম্ আত্মসাৎকৃতা—নিজভাগেহন গৃহীতা, আসম্—অভবম্ ।

বঙ্গার্থঃ—কিন্তু অহনয় করাতে তিনি দুমাস মাত্র আপনার পাদপদে
শৃঙ্খলরূপে থেকে এই বিপদ থেকে মুক্ত হব এবং আমার ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি
অক্ষুণ্ণ থাকবে—এই ব্যবস্থা করেছিলেন। এই গুরুপাশে রৌপ্যশৃঙ্খলে রূপান্তরিতা
আমাকে ইক্ষদাকৃ বংশীয় রাজা বেগবানের পৌত্র মানসবেগের পুত্র বীরশেখর
নামে বিছাধর কৈলাসপর্বতে পেয়েছিলেন। এবং তিনি আমাকে আত্মসাৎ
করেছিলেন ।

ব্যাকরণ :-

প্রসাদমানঃ—প্র-সদ্ + গিচ্ + শানচ্ কর্মণি ।

জ্বপাদপদদ্বয়স্ত—পাদৌ পদৌ ইব পাদপদৌ (উপমিত কর্মধা) । পাধ-
পদয়োঃ দ্বয়ম্ পাদপদদ্বয়ম্ । (৬ষ্ঠী তৎ) তব পাদপদদ্বয়ম্ (৬ষ্ঠী তৎ) তস্ত ।
শেষে ষষ্ঠী ।

মাসদ্বয়মাত্রঃ—মাসয়োঃ দ্বয়ম্ (৬ষ্ঠী তৎ) । মাসদ্বয়মেব ইতি (নিত্য
কর্মধা) ।

সন্দানতাম্—সন্-দা + ল্যুট্ । ইতি সন্দান + তল + স্থিয়ামাপ্ ।

এত্য—আ-ই + ল্যপ্ ।

অপরিক্ষীগণঃ—ন পরিক্ষীণা --অপরিক্ষীণা (নঞ্ তৎ) । তাদৃশীশক্তিরস্ত
অপরিক্ষীগণশক্তিঃ, তস্য ভাবঃ তৎ ।

ইন্দ্রিয়ানাম্—শেষে ষষ্ঠী ।

অকল্পয়ৎ—কপ্ + গিচ্ + লঙ্ তিপ্ ।

অনল্লেন—ন অল্পম্- (নঞ্ তৎ) । তেন ।

রজতশৃঙ্খলীভূতাঃ—রজতস্য শৃঙ্খলং (৬ষ্ঠী তৎ) । রজতশৃঙ্খল + অভূত-
তন্তাবে চিদ্ + ভূ + ক্ত (গতি তৎ) । তাম্ ।

বিদ্বাধরঃ—বিদ্ + ক্যপ্ = বিদ্বা । বিদ্বানাং ধরঃ (৬ষ্ঠী তৎ) ।

বিদ্বাধরের উৎপত্তি সম্পর্কে অগ্নিপুরণে বলা হয়েছে—

নৈকৈর্ধক্ষগণৈর্ব্যাগ্নং ত্রৈলোক্যম্পরোগণৈঃ ।

তেষামুৎপাদিতান্নোক্তং মহাগন্ধর্বনায়কঃ ।

উৎপাদিকা পুনশ্চৈর্ধে বিক্রান্তা যুদ্ধহর্মদাঃ ।

বিদ্বাধরেশ্বরাস্তে তু খেচরাঃ কামচারিণঃ ॥

ঐক্ষ্বাকস্য—ইক্ষাকু + অন্ = ঐক্ষ্বাকঃ তস্ত ।

ইক্ষাকু হলেন সূর্যবংশের রাজা । তিনি ছিলেন বৈবস্বতমহুর পুত্র । ইনি
অযোধ্যার প্রথম অধিপতি ।

সমধ্যগমৎ—সম্-অধি- গম্ + লুঙ্ তিপ্ ।

আত্মসাৎ—আত্মসাৎ কৃতা (স্বপ্, স্থপা) ।

আসম্—অস্ + লঙ্ অম্ ।

সংস্কৃত পাঠ :- (১৭)

অথাসৌ পিতৃপ্রযুক্তবৈরে প্রবর্তমানে বিদ্যাধরচক্রবর্তিনি বৎস-
রাজবংশবর্ধনে নরবাহনদন্তে বিরসাণয়স্তুদপকারক্ষমোহয়মিতি
তপস্যতা দর্পসারেণ সহ সমশ্ৰজ্যত। প্রতিশ্রুতং চ তেন তস্মৈ
অসূরবস্তিস্থন্দর্যাঃ প্রদানম্ ॥

সংস্কৃত প্রতিশব্দ :-

অথ- অনস্তরম্, অসৌ—স বীরশেখরঃ, পিতৃপ্রযুক্তবৈরে—জনকারককলহে,
প্রবর্তমানে—জাগ্রতি সতি, বংশরাজবর্ধনে—উদয়নকুলপ্রদীপে, বিদ্যাধর-
চক্রবর্তিনি—বিদ্যাধরসার্বভৌমে, নরবাহনদন্তে—তদাখ্যে রাজনি, বিরসাণয়ঃ
—কলুষচিত্তঃ। অয়ম্—এষ দর্পসারঃ, তস্য—নরবাহনদন্তস্য, অপকারক্ষমঃ—
অহিত করণসমর্থঃ, ইতি—এব বিচিন্ত্য, তপশ্চতা—তপশ্চরতা, দর্পসারেণ সহ
সমশ্ৰজ্যত—সমগমং। তেন চ দর্পসারেণ, তস্মৈ বীরশেখরায় স্বস্বঃ—ভগিন্যাঃ
অবস্তিস্থন্দর্যাঃ, প্রদানং—পাত্রসাংকরণং, প্রতিশ্রুতম্—প্রতিজ্ঞাতম্।

বঙ্গার্থঃ তারপর তিনি পিতৃকষ্ট্রে শত্রুতা বিদ্যমান আছে সেই
বৎসরাজের বংশধর বিদ্যাধরচক্রবর্তী নরবাহনদন্তের প্রতি কলুষচিত্ত হয়ে তার
অপকার করতে সমর্থ ভেবে তপশ্চারত দর্পসারের সঙ্গে মিলিত হলেন। আর
দর্পসাবণ তাঁর হাতে নিজভগিনী অবস্তিস্থন্দরীকে দান করার প্রতিশ্রুতি
দিলেন।

ব্যাকরণ :-

পিতৃপ্রযুক্তবৈরে—পিত্রা প্রযুক্তম্ (৩য়া তৎ)। তাদৃশং বৈরম্ (কর্মণা)।
তস্মিন। ভাবে ৭মী।

প্রবর্তমানে—প্র-বৃৎ + শানচ্। ৭মী ভাবে।

বিদ্যাধরচক্রবর্তিনি—বিদ্যাধরাণাং চক্রম্ (৬ষ্ঠী তৎ)। তস্মিন্ বর্ততে
ইতি বিদ্যাধরচক্র + বৃৎ + গিনি কর্তরি তাস্মীল্যে।

চক্রবর্তীর বিশেষ লক্ষণ—

অতিরিক্তে করৌ যশ্চ গ্রথিতাস্থূলিকৌ যুহু।

চাপাঙ্কশাস্কিতৌ যশ্চ চক্রবর্তী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥

वृंसराजवशवर्धने—वृंसानां राजा इति वृंसराजः (७ष्ठी त९) । तस्य वृंशः (७ष्ठी त९) । तस्य वर्धनः (७ष्ठी त९) ।

वृंसदेश—वर्तमान एलाहाबादेर निकटस्थ अक्षल । एर राजधानी कौशाही, वर्तमान नाम—कोसाम ।

नरवाहनदत्ते—अधिकरणे १मी ।

पुररवार दशम वृंशधर कुशुभ्त एइ नगरीर प्रतिष्ठाता । वृंसदेशेर राजा छिलेन उदयन । तारइ पुत्र नरवाहन दत्त ।

विरसाशयः—विगतः रसः अस्मां विरसः (वह) । विरसः आशयः अस्त (वह) ।

तदपकारक्षमः—तस्य अपकारः (७ष्ठी त९) । तस्मिन् क्षमः (सुप्,सुपा) ।

तपश्रुता—तपस् + काङ् + शतृ --तेन ।

दर्पसायेण—सहयोगे ७या ;

समसृज्यत—सम्—सृज् + लङ् त ।

तेन—अनुसृजकर्तरी ७या ।

तस्मै—सम्प्रदाने ४थी ।

अवस्तिस्मन्मर्षः—रुद्योगे कर्मणि षष्ठी ।

संस्कृत पाठः (१८)

अग्रादा तु—वियति व्यवदायमान चक्षिके मनोरथप्रियतमावस्ति-
स्मन्मरीं दिदक्षुरवशेन्द्रियस्तुदित्त मन्दिरद्व्यति कुमारीपुरमुपासरं ।
अस्तुरितस्त तिरस्करिण्या विद्याया स च तां तदा हृदङ्कापाश्रयां
स्मुरतखेदसुप्तगात्रीं त्रिभुवनसर्गवात्रासंहारवङ्गाभिः कथाभिरम्बुत-
श्रान्दिनीभिः प्रेत्यानौयमानरागपुरां गुरुपत्न्यं ।

संस्कृत प्रतिशब्दः—

अग्रादा तु—अग्रेत्याः पुनः, वियति—आकाशे, व्यवदायमानचक्षिके—ज्योत्स्ना
धवलीभवति सति, अवशेन्द्रियः—शिथिलेन्द्रियः सन्, मनोरथप्रियतमां—
मुध्याभिलाषभूतां, अवस्तीस्मन्मरीं, दिदक्षुः—दृष्टुकामः, इन्द्रमन्दिरद्व्यति—देवराज-

পুরপ্রভং তৎ প্রসিদ্ধং সর্বাতিশায়ি, কুমারীপুরম্—কল্যাভবনম্, উপাসবৎ—
অভিষেধো। তিরস্করিণ্যা প্রচ্ছাদগা, বিদ্যা জ্ঞানেন, যন্ত ব্রতশ্চ—
নিগূতস্বরূপঃ, স চ—বীরশেখরঃ, তদা—তস্মিনকালে, তাম্—অবন্তিসুন্দরীম্,
অমৃতম্যান্দিনীভিঃ—সুধাবিধীভিঃ, ত্রিভুবনসর্গযাত্রাসংহারসম্বন্ধাভিঃ—
ত্রিজগতাং সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়াশ্রয়াভিঃ কথাভিঃ, প্রত্যনায়মানরাগ পুরাম্—
পুনর্ভবদ্বাবোচ্চাসাং, তদঙ্কপাশ্রয়াং—ভবং ক্রোড়োপধানাং, গুরুপয়ং—দদর্শ।

বঙ্গার্থঃ—কিন্তু অত্র একদিন আকাশ জ্যোৎস্নায় শুভ্র হয়ে উঠলে
মানসাপ্রিয়া অবন্তীসুন্দরীকে দেখার জন্য শিথিলেন্দ্রিয় তিনি (বীরশেখর)
ইন্দ্রমন্দিরের তুল্য দাপ্তিশালী কল্যাণ্তপুরে উপস্থিত হলেন। এবং তিনি
তিরস্করিণী বিদ্যায় অদৃশ্য হ'য়ে দেখলেন, ত্রিভুবনের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় বিষয়ক
অমৃতবাণী শুনে অনুরাগপূর্ণচিত্তে অবন্তিসুন্দরী ক্রান্তভাবে আপনার অঙ্কে
শায়িতা।

ব্যাকরণঃ—

অগ্ৰদা—অগ্ৰস্মিন্ কালে ইতি দা প্রত্যয়ে স্বার্থে। (অব্যয়)।

বিয়তি—ভাবে ৭মী।

ব্যবদায়মানচন্দ্রিকে—বি-অব-দৈ + শানচ্ = ব্যবদায়মান। চন্দ্রিকা গ্রাসীৎ
৫ৎ (বহ)।

মনোরথপ্রিয়তমা—মনসো রথাঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। তেযাং প্রিয়তমা
(৬ষ্ঠী তৎ)।

দিদৃক্ষুঃ = দৃশ্ + সন্ + উ কর্তরি।

অবশেন্দ্রিয়ঃ—ন বশানি, অবশানি (নঞ তৎ)। অবশানি ইন্দ্রিয়ানি
অস্য (বহ)।

তিরস্করিণ্যা—তিরঃ কর্তুং শীলমস্যাঃ। তয়া। করণে ৩য়া।

বিদ্যা—করণে ৩য়া।

তদঙ্কপাশ্রয়াং—তদঙ্কঃ অপশ্রয়ঃ অস্যাঃ (বহ)। তাম্।

ত্রিভুবন...বন্ধাভিঃ—ত্রয়াণাং ভুবনানাং সমাহারঃ (সমাহারধিগু)।

সর্গশ্চ যাত্রাচ সংহারশ্চ—সর্গযাত্রাসংহারঃ (দ্বন্দ্ব)। ত্রিভুবনস্য সর্গযাত্রা-
সংহারঃ (৬ষ্ঠী তৎ) তৈঃ সম্বন্ধাঃ (৩য়া তৎ)। তাভিঃ।

অমৃতসান্দিনীভিঃ—অবিগ্ৰহমানং মৃতম্ অস্মাৎ—অমৃতম্ (বহু) । অমৃতং
সাধুস্যদয়ন্তি ইতি (উপপদ তৎ) । তাভিঃ ।

প্রত্যানীয়মান—প্রতি-আ-নী + শানচ্, কর্মণি ।

সংস্কৃত পাঠঃ—(১৯)

স তু প্রকুপিতোহপি ত্বদমুভাবপ্রতিবন্ধ নিগ্রহাস্তুরাধ্যবসায়ঃ
সমালিঙ্গ্যেতরেতরমত্যস্তস্বথস্বপ্তয়োর্মুবয়ো দৈবদন্তোৎসাহঃ পাণ্ডু-
লোহশৃঙ্খলাস্মনা ময়া পাদপদ্ময়োর্মুর্গলং তব নিগড়য়িত্বা সরোষরভ-
সমপাসরং । অবসিতচ্চ মমাত্ত শাপঃ । তচ্চ মাসদ্বয়ং তব পারতন্ত্র্যম্ ।
প্রসীদেদানীম্ । কিং তব করণীয়মিতি প্রণিপতন্তীং 'বার্তয়ানয়া
মৎপ্রাণসমাং সমাশ্বাসয়' ইতি ব্যাদিশ্চ বিসসর্জ ।

সংস্কৃত প্রতিশব্দঃ—

স তু বীরশেখরঃ প্রকুপিতঃ অপি—সংকষ্টঃ অপি, ত্বদমুভাব প্রতিবন্ধ...
বসায়ঃ—তব মহিমা নিরুদ্ধঃ অত্ৰদগুমা চেষ্টা যস্য তাদৃশঃ সন, যুবয়োঃ
ইতরেতরম্—পরস্পরং, সমালিঙ্গ্য—আলিঙ্গ্য, অত্যস্তস্বথস্বপ্তয়োঃ—পরমানন্দ-
নির্দ্রিতয়োঃ, দৈবদন্তোৎসাহঃ—বিধিনা প্রেরিতঃ সন, তব পাদপদ্ময়োঃ—
চরণ কমলয়োঃ, যুগলং—দ্বন্দ্বং, পাণ্ডুলোহশৃঙ্খলাস্মন—রজতদাম স্বরূপেন
ময়া, নিগড়য়িত্বা—বন্ধা, সরোষরভসম্—সকোপসত্ত্বরম্, অপাসরং—নির্ঘমো ।
অত্—অস্মিন্ অহনি, মম শাপঃ অবসিতচ্চ—অস্তমিত এব । মাসদ্বয়ং—দ্বৌ
মাসৌ, তব পারতন্ত্র্যম্ চ—অধীনতা, তৎ স শাপঃ । ইদানীম্—অধুনা,
প্রসীদ—প্রসন্নো ভব । তব কিং করণীয়ং—সাধনীয়ং, ময়া তৎ আজ্ঞাপয় ইতি,
প্রণিপতন্তীং—বন্দ্যমানং, তাং সুরতমঞ্জরীম্, অনয়া বার্তয়া—এতেন বৃত্তান্তেন-
মৎপ্রাণসমাং—মৎজীবিত প্রতিমাম্, অবস্তিসুন্দরীং, সমাশ্বাসয়—প্রবোধয়,
ইতি—এবং, ব্যাদিশ্চ—আজ্ঞাপ্য, বিসসর্জ—প্রস্থাপয়ামাস ।

বক্তার্থঃ—তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়েও আপনার মহিমায় অত্ৰ কোন
শাস্তির ব্যবস্থা করতে না পেরে আপনারা উভয়ে পরস্পরকে আলিঙ্গন করে
পরমস্বখে নিদ্রিত হলে আপনার প্রতিকূল দৈব দ্বারা উৎসাহিত হ'য়েই যেন

রৌপ্যশৃঙ্খলবেশী আমার দ্বারা আপনার চরণপদ্মটিকে বেঁধে দিয়ে ক্রোধে
 ক্রতবেগে চলে গেলেন। আজ আমার শাপের অবসান হন, সেই শাপটি হল,
 —দুর্ভাগ্য আপনার অধীনে থাকা। এখন প্রসন্ন হন, বলুন আপনার কি করতে
 হবে? এই বলে প্রণাম করার পর 'এই সংবাদের দ্বারা আমার প্রাণতুলা
 পত্নীকে আশ্বস্ত কর'—এই আদেশ করে বিদায় দিলেন।

ব্যাকরণ :--

ঐদলুভাব.....বসায়:—অন্যো নিগ্রহঃ—নিগ্রহাস্তরম্ (নিত্য তৎপুরুষ)
 তস্য অধ্যবসায়ঃ (৬ষ্ঠী তৎ) । তব অনুভাবঃ ঐদলুভাবঃ (৬ষ্ঠী তৎ) । তেন
 প্রতিবন্ধঃ (৩য়া তৎ) । ঐদলুভাবপ্রবন্ধঃ নিগ্রহাস্তরাধ্যবসায় অস্ত (বহ) ।

অত্যন্তস্বপ্নস্বপ্তয়োঃ—অতিগতম্ অস্তম্—অত্যন্তম্ (প্রাদি তৎ) । অত্যন্তঃ
 স্বপ্নম্ (কর্মধা) । অত্যন্তস্বপ্নেন স্বপ্তৌ (স্বপ্ স্বপা) । তয়োঃ ।

দৈবদত্তোৎসাহঃ—দত্তঃ উৎসাহঃ অশ্বৈ-দবোৎসাহঃ (বহ) । দৈবেন
 দত্তোৎসাহঃ (৩য়া তৎ) ।

অপসারৎ...অপ-স্ + লঙ্ তিপ্ । মাসনয়ম্ - ব্যাপ্যার্থে ২য়্য ।

প্রণিপতন্তীম্—প্র-নি-পৎ + গত্বিন্য়াম্ ঙ্গিপ্ । তাম্ ।

বার্তয়া—করণে ৩য়া ।

বিসমর্জ—বি-ম্জ্ + লিট্ গল্ ।

সংস্কৃত পাঠ, ৩-- ১০)

তস্মিন্বেব ক্ষণান্তরে 'হতো হতশচণ্ডবর্মা সিংহবর্মদুহিতুরম্বা-
 লিকায়াঃ পানিস্পর্শরাগপ্রসারিতে বাছদণ্ড এব বলবদবলম্ব্য রভস
 সমাক্রম্য কেনাপি দুষ্করকর্মণা তস্করণে নখরপ্রহারেণ । রাজমন্দি-
 রোদ্দেশং চ শবশতময়মাপাদয়ম্চাকিতগতিরসৌ বিহরতি' ইতি
 বাচঃ সমভবন্ ।

সংস্কৃত প্রতিশব্দ :--

তস্মিন্ ক্ষণান্তরে এব—কালস্ত অবকাশে এব, বাচঃ—শব্দাঃ, সমভবন্—
 সম্মতাঃ । কাশ্চ বাচঃ ? দুষ্করকর্মণা—অতৌহুঃসাধ্যকার্ষেণ কেনাপি, তস্করণে—

চৌরেণ চণ্ডবর্মা, সিংহবর্মদুহিতঃ—অঙ্করাজস্য কণ্ঠায়াঃ, অম্বালিকায়াঃ, পাণি-
স্পর্শরাগপ্রসারিতে—করগ্রহণবিধৌ আদরেণ ব্যায়স্বে, বাহুদণ্ডে এবং—ভূজদণ্ডে
এব, বলবৎ—তরসা, অবলম্ব্য—গৃহীত্বা, সরভসম্ দ্রুতম্, সমাকৃষ্ট—অপবাহ্য,
নখরপ্রহারেণ—ব্যাঘ্রনখাক্রুতিশস্বস্য আঘাতেন, হতঃ হতঃ—মারিতৌ মারিত
এব। অসৌ—স চৌরঃ, রাজমন্দিরোদ্দেশং—রাজগৃহস্য প্রাঙ্গনমিত্যর্থঃ, শবশত-
ময়ম্—প্রোতনরাকুলম্, আপাদয়ন্—বিদধৎ, অচকিতগতিঃ—অকুতোভয়সঞ্চারঃ,
বিহরতি—বিচরতি ইতি বাচঃ সম্ভবন্ ইতি শেষঃ।

বঙ্গার্থঃ—সেই সময়ের মধ্যেই শব্দ উঠল, ‘সিংহবর্মার কণ্ঠা অম্বালিকার
পাণিগ্রহণের ইচ্ছায় বাহু প্রসারিত করা মাত্র কোন এক ছুঃসাধ্যসাধনকারী
চৌর সজোরে সেই বাহুদণ্ড ধরে আকর্ষণ করে ব্যাঘ্রনখাস্থের আঘাতে চণ্ডবর্মাকে
হত্যা করেছে। আর সেই রাজবাড়ীর প্রাঙ্গন শতশত শরে আকীর্ণ করে
নির্ভয়গতিতে বিচরণ করেছে।’

ব্যাকরণঃ—

ক্ষণান্তরে—ক্ষণস্য অন্তরম্। তস্মিন্। ক্ষণ হলো ৩০ কলার সমষ্টি।
একটি কলার পরিমাণ ৮ সেকেণ্ড। অর্থাৎ ক্ষণ হলো ২৪০ সেকেণ্ড বা ৪
মিনিট।

পাণি...। • পাণেঃ স্পর্শঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। তস্মিন্ রাগঃ (স্তপ্ স্তপা)। তেন
প্রসারিতঃ (স্তপ্ স্তপা)।

দুষ্করকর্মণা—ছুঃখেন ক্রিয়তে ইতি দুষ্করম্ (দূব্—কৃ + খল্ । অন্য়-ছুঃসাধ্য
কর্ম অস্ত দুষ্করকর্ম (বহ)। তেন।

তদ্বরেণ তৎ নিন্দজেন প্রসিদ্ধঃ কর্ম কর্তুর্ শীলমস্য ইতি। তদ্ + কৃ + অচ্।
অনুক্রকর্তরি ৩য়।

বাজমন্দিরোদ্দেশং—রাজ্যঃ মন্দিরম্ (৬ষ্ঠী তৎ)। তস্য উদ্দেশঃ (৬ষ্ঠী তৎ)।
শবশতময়ম্—শবানাং শতানি (ষষ্ঠী তৎ)। শবশতানি অস্মিন্—শবশত +
ময়ট।

আপাদয়ন্—আ-পদ্ + গিচ্ শত্।

অচকিতগতিঃ—ন চাক্তা—(নঞ্ তৎ)। অচকিতাগতিরস্ত (বহ)।

সংস্কৃত পাঠ :- (২১)

শ্রদ্ধা চৈতন্তমেব, মত্তহস্তিনমদস্তাধোরণো রাজপুত্রোহধিকহ
রংহসোস্তমেব রাজভবনমভ্যবর্তত । স্তম্বেরমরয়াবধূতপস্তিদন্তবজ্রী
চ প্রবিশ্য বেষ্মাভ্যন্তরমদভ্রানির্ঘোষণস্তীরেণ স্বরেণাভ্যধাৎ--কঃ
কঃ স মহাপুরুষঃ যেনৈতস্মান্নুমাত্রদক্ষরং মহৎকর্মানুষ্ঠিতম্ ।
আগচ্ছতু । ময়া সহেনং মত্তহস্তিনমারোহতু । অভয়ং মদ্রুপকর্ষ-
বতিনো দেবদানবৈরপি বিগৃহ্নানস্য' ইতি ।

সংস্কৃত প্রতিশব্দ :-

এতৎ--ইদং, শ্রদ্ধা চ--নিশমা এব, রাজপুত্রঃ--রাজকুমারো রাজবাহনঃ,
তমেব করপ্রাপ্তং চণ্ডপোতমেব, মত্তহস্তিনং--মত্তগজম্, অধিকহ অব্যাস্ত,
উদস্তাধোরণঃ--অপসারিতহস্তিপকঃ, উত্তমেন রংহসা--পরমেন বেগেন, রাজ-
ভবনম্--নৃপমন্দিরম্, অভ্যবর্তত--প্রতস্থে । স্তম্বেরমশ্চ--চণ্ডপোতশ্চ, রয়েন--
বেগেন, অবধূতপাত্তদন্তবজ্রী--নিরস্তৈঃ পাদচারিভিঃ রক্ষিভিঃ অনিরুদ্ধমার্গঃ
সন্, বেষ্মাভ্যন্তরং--ভবনমধ্যং প্রবিশ্য, অদভ্র অভ্রনির্ঘোষণস্তীরেণ মেঘধনিরিব
মস্ত্রেণ, স্বরেণ--কর্ষণে, অভ্যধাৎ--অবোচৎ, যেন কেন মান্নুমাত্রাণে-
প্রাক্রিতেন পুরুষেণ, দক্ষরম্--অসাধ্যং, মহৎ কর্মানুষ্ঠিতম্--গুরুকার্যংকৃতম্, স
মহাপুরুষঃ--বীরশ্রেষ্ঠঃ কঃ ? স আগচ্ছতু--উপসর্পতু, ময়া সহ ইমং মত্তহস্তিনম্
আরোহতু । ততঃ কিম্ ইত্যাহ--মদ্রুপকর্ষবতিনঃ--মৎসমীপশ্চ জনশ্চ, দেব-
দানবৈরপি, সুরাসুরৈশ্চ, বিগৃহ্নানশ্চ--যুধামানশ্চ সতঃ অভয়ং ভয়াভাব এব ।

বঙ্গার্থ :- একথা শুনেই রাজপুত্র মত্তহস্তীতে আরোহণ করে মাত্তকে
সরিয়ে দিয়ে ক্ষতগতিতে রাজপুরীর দিকে গেলেন । হস্তীর বেগে পদাতিক
রক্ষীং দল বিক্ষিপ্ত হ'য়ে প্রবেশপথ মুক্ত করে দিলে, প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করে
পুঞ্জীভূত মেঘের ধনির মত গস্তীরস্বরে বললেন,--'কে সেই মহাশক্তিধর পুরুষ,
যিনি সাধারণ মানুষের দুঃসাধ্য কাজ সম্পন্ন করেছেন ? তিনি আসুন আমার
সঙ্গে এই মত্তহস্তীতে আরোহণ করুন । আমার নিকটে থেকে দেবতা-দানবের
সঙ্গে যুদ্ধ করলেও কোনও ভয় নাই ।'

व्याकरण :-

उदस्ताधोरणः—उद्-अस् + क्त—उदस्तः आधोरणः (माहृत) अनेन (वत्) ।
रंहसा—करणे ७या ।

अभ्यवर्तत—अभि—वृ९ + ल७. त ।

स्तुषे...। स्तुषे रमते इति स्तुषेरम (उपपद त९) । तस्तु रयः . ७ष्ठी त९) ।
तेन अवधृताः (७या त९) तादृशाः पतयः (कर्मधा) । तैः दत्तम् (७या
त९) । स्तुषेरमरयावधृतपत्तिदत्तं वयम् अस्मै (वत्) ।

अदभ्रात्रनिर्घोषगुण्ठीरेण—अदभ्रम् अत्रम् (कर्मधा) । तस्य निर्घोषः (षष्ठी
त९) ; स इव गुण्ठीरः (उपमान कर्मधा) , तेन ।

माह्वयमात्रदुष्करम्—माह्वय एव इति माह्वयमात्रम् (निन्दा त९) : तेन
दुष्करम् (७या त९) ।

अभयम्—विभेति अस्यां इति भयम् । तस्य अभावः (अवायीभाव) ।

देवदानवैः—देवाश्च दानवाश्च (द्वन्द्व) । तैः । सहार्थे ७या ।

विग्रहान्त्र—वि—ग्रह + शानच् । तस्य ।

संस्कृत पाठ :- (१२)

निशम्यैव स पुमान्शुपोट्टहर्षो निर्गत्य क्रुताञ्जलिराक्रम्य संस्र-
सङ्घुचितं कुञ्जरगात्रमसक्तमध्यरुक्क्ष्णं । आरोहस्तुमैवेनं निर्वर्ण्य
हर्षोऽङ्गुलदृष्टिः 'अस्मै प्रियसखोऽस्मिन्पहारवर्मेव इति पश्चान्निष्ठी-
दतोऽस्तु बाह्वदशुयुगलमुभयभुजमुलं प्रवेशितमग्रेऽवलम्ब्य श्वमङ्ग-
मालिङ्गयामास ।

संस्कृत प्रतिशब्द :-

एवम्—इत्थम् वाक्यं, निशम्य—श्रुत्वा, स पुमान्—असौ चण्डवर्मणो निहस्ता
पुरुषः, क्रुताञ्जलिः—वन्दकरपुटः, निर्गत्य—बहिरागत्य, संस्रसङ्घुचितं—कुमार-
वाक्येन संक्षिप्तं, कुञ्जरगात्रं—गजशरीरम्, आक्रम्य—अवलम्ब्य, असक्तम्—
अविलम्बितं, अध्यरुक्क्ष्णं—आरुरोह । कुमारः आरोहस्तुम् एव—आरोहण-
प्रवृत्तमेव एनं पुरुषं, निर्वर्ण्य—निरूप्य, हर्षोऽङ्गुलदृष्टिः—आनन्देन विकसिताक्षः

সন, অয়ে—অহো স্মখম্! অয়ং প্রিয়সখঃ প্রিয়মিত্রম্ অপহারবর্ম এব ন চ
কশিচৎ তক্ষরঃ ইতি এতদুক্তা পশ্চাৎ পৃষ্ঠভাগে নিষীদতঃ উপবিশতঃ উভয়ভূজ-
মূলপ্রবেশিতম্—নিজবাহুদ্বয়স্ম কক্ষেন কারিতপ্রবেশম্ অস্ম অপহারবর্মণঃ
বাহুদণ্ডয়ুগলং—ভূজস্তুভদ্বয়ম্, অগ্রে—সম্মুখে বক্ষসি, অবলম্বা—ধৃষা, স্বম্ অঙ্গম্—
নিজ গাত্রম্, আলিঙ্গয়ামাস—সমাল্পেষিতবান্।

শব্দার্থঃ—এইরকম কথা শুনে সেই ব্যক্তি আনন্দিত হয়ে করজোড়ে
বাইরে এসে হস্তসঙ্কেতে সঙ্কুচিত হস্তিগাত্রে পাদক্ষেপ করে তৎক্ষণাৎ হস্তীতে
আরোহণ করলেন। আরোহণকারী এই ব্যক্তিকে দেখেই আনন্দে উৎফুল্ল
হয়ে রাজবাহন 'একি! এ যে প্রিয় বন্ধু অপহারবর্মী'—এই বলে তার পিছনে
বসতে প্রবৃত্ত মিত্রের বাহুটি নিজের কক্ষতলে প্রবেশ করিয়ে সম্মুখে ধরে নিজ
অঙ্গে আলিঙ্গন করলেন।

ব্যাকরণঃ—

নিশম্য—নি-শম্ + ল্যপ্।

সংজ্ঞসঙ্কুচিতং—সংজ্ঞয়া সঙ্কুচিতম্ (৩য়া তৎ)।

দুগ্ধরগাত্রম্—কুঞ্জ হত্), কুঞ্জৌ অস্ম স্তঃ প্রশস্তৌ ইতি কুঞ্জরঃ। তস্ম
পাত্রম্ (৬ষ্ঠী তৎ)।

অদ্যকক্ষং অদি-কক্ষ্ + লুঙ্, তিপ্।

নিবর্ণা নিব্-বর্ণি + ল্যপ্।

উৎফুল্লদৃষ্টিঃ—হৃগ্য়াতি অনেন হাঁত হর্ষঃ। হর্ষণে উৎফুল্লা—হৃগ্য়াৎফুল্লা
(৩য়া তৎ) তাদৃশী দৃষ্টিরস্য বহু)।

প্রিয়সখঃ--প্রিয়ঃ সখা (কর্মধা) 'রাজাহঃ'—ইত্যাদি স্মৃত্রে সমাসাস্ত
প্রত্যয়ে প্রিয়সখঃ।

উভয়ভূজমূলপ্রবেশিতম্—উভৌ ভূজৌ উভয়ভূজৌ--কর্মধা। তয়োঃ মূলম্
(৬ষ্ঠী তৎ)। উভয়ভূজমূলং প্রবেশিতম্ (স্প.স্বপা)।

সংস্কৃত পাঠঃ—(২৩)

স্বয়ং চ পৃষ্ঠতো বলিতাভ্যাং ভূজাভ্যাং পর্যবেষ্টয়ৎ। তৎক্ষণো-
পসংহতা-লিঙ্গনব্যতিকরশ্চাপহারবর্মী চাপচক্রকণপকর্পণশ্রাসপাষ্টি-

শমুসলতোমরাদি প্রহরণজাতমুপযুঞ্জানাম্বলাবলিপ্তান্ প্রতিবল-
বীরান্ বহুপ্রকারায়োধিনঃ ক্ষিতৌ বিচিক্ষেপ । ক্ষণেন াদ্রাক্ষীসুদপি
সৈন্যমছোন সমন্ততোহভিমুখমভিধাবতা বলনিকায়েন পরিক্ষিপ্তম্ ।

সংস্কৃত প্রতিশব্দ :-

স্বয়ং চ—স্বাত্মনা অপি, পৃষ্ঠতঃ—পশ্চাৎ, বলিতান্ত্যাং—বক্রীকৃতান্ত্যাং,
ভুজাভ্যাং—বালভ্যাং, পর্যবেষ্টয়ৎ --অপহারবর্মাণং সমাগ্নিসৎ । অপহারবর্মা
চ—স পুনঃ বলাবলিপ্তান্—বলগর্বিতান্, বহুপ্রকারায়োধিনঃ--অসিগদাদিভিন্ন-
প্রকাব যুদ্ধকুশলান্ অতএব অভ্যাসানুগুণং, চাপং—ধনুঃ, চক্রং—তথা প্ৰসিদ্ধম্
অস্ত্রং, কণপঃ--ঋজুলোহদণ্ডবিশেষঃ, কর্পণঃ বক্রাণ্ডঃ লোহশলাকাত্তেদঃ, প্রাসঃ
—কুন্তঃ, দ্বন্দ্বরপার্শ্বৌ, লোহফলকাত্তেদঃ, পট্টিশঃ—স্ফারমুখঃ লোহাস্ত্রবিশেষঃ, মুষলঃ
—মুদগরঃ, তোমরঃ—অস্ত্রভেদঃ, ইত্যাদিপ্রহরণজাতম্--অস্ত্রসমূহম্, উপযুঞ্জানান্
—আদ্যদতঃ, কশিৎ চাপম্—অপরশ্চক্রম্, ইত্যেবম্ অস্ত্রাণি গৃহতঃ পরিক্ষিপতঃ
গজং তং বেষ্টমানান্, প্রতিবলবীরান্ --বিপক্ষভটান্, ক্ষিতৌ বিচিক্ষেপ—হস্তা
ভূবি পাতয়ামাস । ক্ষণেন -ক্ষণমাত্রেণ, তৎ সৈন্যমপি প্রতিবলঞ্চ সমন্ততঃ--
সর্বাত্তো দিগ্ভ্যাঃ অভিমুখম্ একলক্ষ্যেণ, অভিধাবতা--আপততা, অগোন—
অপবেণ, বলনিকায়েন—সন্যসয়হেন, পরিক্ষিপ্তম্--পরিগতম্, অদ্রাক্ষীৎ চ দদর্শ
অপি :

বঙ্গার্থ :- -আর নিজে পিঠেব দিকে বাঁকাভাবে চালিত বাহু দিয়ে তাঁকে
বেষ্টন করলেন । অপহারবর্মা সেই মুহূর্তেই আলিঙ্গনে বিরত হয়ে বলগর্বিত
বহুপ্রকার অস্ত্রযুদ্ধে নিপুণ প্রতিপক্ষবীরদিগকে ধনু, চক্র, কণপ, কর্পণ, প্রাস,
পট্টিশ, মুষল, তোমর প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ নিয়ে আক্রমণোত্তর দেখে তাদের মেয়ে
ভূতলে নিক্ষেপ করলেন । আব পরমূহূর্তেই দেখলেন, বিপক্ষ সৈন্যদলকে
চারদিক থেকে অভিমুখে ধাবমান অগ্ন এক সৈন্যদল বেষ্টন করে ফেলেছে ।

ব্যাকরণ :-

তৎক্ষণোপসংহ্রতালিঙ্গনব্যতিকরঃ—আলিঙ্গনয়োঃ ব্যতিকরঃ (৬ষ্ঠী তৎ) ।
সঃ ক্ষণঃ তৎক্ষণঃ (কর্মধা) তস্মিন্ উপসংহ্রতাঃ—(সুপ্, স্থপা) । তৎক্ষণো-
পসংহ্রতঃ আলিঙ্গনব্যতিকরঃ অনেন (বহ) ।

চাপ—প্রহরণজাতম্ প্রহরণানাং জাতম্ (৬ষ্ঠী তৎ) । চাপশ্চ চক্রক্
কণপশ্চ কর্ণশ্চ প্রাসশ্চ পটিশ্চ মূলক্ তোমরশ্চ—চাপচক্রকণকর্ণপ্রাস-
পটিশ্চমূলতোমরাঃ (দ্বন্দ্ব) । তে আদৌ তস্ম (বহু) । তাদৃশং প্রহরণজাতম্
— কর্মধা) ।

চাপ—ধনুক । কণপ—লৌহনির্মিত মৃদগর ।

কর্ণশ্চ—লোহার তৈরী একরকম অঙ্গ, যার ডগাতে কাটার মত থাকে ।

প্রাস—বর্শা, ভল্ল প্রভৃতি ক্ষেপণাঙ্গ ।

পটিশ্চ—দুদিক ধারালো এমন দীর্ঘ তরবারি ।

মূলক্—গদা । তোমর—বল্লম বা অর্ধচন্দ্রাকৃতি তীক্ষ্ণধার তীর ।

বহুপ্রকারাযোধিনঃ—বহুবঃ প্রকারাঃ (কর্মধা) : বহুপ্রকারৈঃ যুধ্যন্তে ইতি
(উপপদ তৎ । তান্ ।

ক্ষিতৌ—ক্ষিয়ন্তি নিবসন্তি অশ্রাম ইতি ক্ষে + ক্তিন । অধিকবনে ৭মী ।

ক্ষণেন—অপবর্গে ৩য় ।

বলানি কামেন—বলানাং নিকায়ঃ (৬ষ্ঠী তৎ) তেনা । অল্পককর্তবি
৩য় ।

পবিঃক্ষিপম্—পবি-ক্ষিপ্ + ক্ত ।

সংস্কৃত পাঠঃ—(১৪)

অনন্তরং চ কচ্চিত্ কর্ণিকারগোরঃ কুরুবিন্দসবর্ণকুস্তল কমল-
কোমলপানিপাদঃ কর্ণচুম্বিত্ত্বন্ধবলস্নিগ্ধলাললোচনঃ কটিতটনিবিষ্ট-
রত্ননগরঃ পট্টনিবসনঃ কুশাকুশোদরোরঃস্থলঃ কৃতহস্ততয়া ত্রিপুকুল-
মিমুবর্ষণাভিবর্ষন্ পাদাঙ্গুনিষ্ঠুরাবঘৃষ্টকর্ণমুলেন প্রজবিনা গজেন
সংনিকৃষ্য পূর্বোপদেশপ্রত্যয়াং ‘অয়মেব স দেবো রাজবাহনঃ’ ইতি
প্রাঞ্জলিঃ প্রণম্যাপহারবর্মণি নিবিষ্টদৃষ্টিরাচষ্ট—‘অদাদিষ্টেন মার্গেণ
সন্নিপাতিতমেতদঙ্গরাজসাহায্যদানায়োপস্থিতং রাজকম্ ।

সংস্কৃত প্রতিশব্দঃ—

অনন্তরং চ—অবিলম্বিতম্ এব, কর্ণিকারগোরঃ—কর্ণিকারকুস্তমমিব শুভ্রঃ,
কুরুবিন্দসবর্ণকুস্তলঃ—কৃষ্ণবর্ণেন পুষ্পবিশেষেণ সপ্রভাঃ কুস্তলাঃ যস্য তাদৃশঃ,

কমলকোমলপাণিপাদঃ—পদ্মমিব স্কুমারং করচরণতলং যশ্চ তাদৃশঃ, কর্ণচূষ্মিনী
—শ্রবণাশ্চায়নে, দুক্ষধবলে—পয়ঃশুভ্রে, স্নিগ্ধনীলে—কমনীয়রুক্ষে, লোচনে—
চক্ষুযী যশ্চ তাদৃশঃ, কটিতটে—প্রশস্তায়ানং কট্যাং, নিবিষ্টঃ—স্থাপিতঃ, রত্ননথরঃ
—রত্নখচিতনথায়ুধং যশ্চ তাদৃশ, পট্টনিবসনঃ—দুকুলবাসাঃ, কুশাকুশোদরোরঃ-
স্থলঃ—ক্ষীণাক্ষীণকটিবক্ষাঃ, কশিৎ—কোহপি, পুরুষঃ, কৃতহস্ততয়া—সিদ্ধি-
হস্ততয়া, নৈনপুণ্যেন ইত্যর্থঃ। রিপুকুল অরিবর্গম্, ইমুবর্ষণ—শরবৃষ্টিা, আভবর্ধন-
—স্বপয়ন, পাদাঙ্কুষ্ঠনিষ্ঠুরাবঘৃষ্টকর্ণমূলেন—পাদাঙ্কুষ্ঠাভ্যাং নিদয়বিমর্দিতে শ্রবণ-
প্রাস্তৌ যশ্চ তাদৃশেন, প্রজাবিনা—বেগবতা, গজেন—করিণা, সন্নিকৃশ্চ—সন্নি-
হিতৌ ভূত্বা, অয়মেব স দেবো রাজবাহনঃ—পুরোবর্তী অসৌ এব স্বামী রাজ-
বাহনঃ, ইতি—এতৎ, পূর্বােপদেশেন—প্রাক্প্রদত্তেন পরিচয়েন উৎপন্নো যঃ,
প্রত্যয়ঃ—অভিজ্ঞা, তস্মাৎ, প্রাজ্ঞলিঃ—বদ্ধকরপুটঃ সন, প্রণম্য—অভিবাণ্ড,
অপহারবর্মণি নিবন্ধদৃষ্টিঃ বন্ধনেত্রঃ সন, আচষ্ট—উবাচ, ত্বাদিষ্টেন—ত্বয়া
উপদিষ্টেন, মার্গেণ—বিধিনা, পথা বা অঙ্গরাজস্য সাহায্যাদানায়, সন্নিপাতিতম্
—সমানীতম্ এতৎ পুরোবর্তিনং রাজকং—রাজমণ্ডলম্, উপস্থিতম্—সমীপ
তিষ্ঠতীতি ভাঃ।

ব্যাখ্যাঃ—তারপর স্থলপদ্যের মত গৌরবর্ণ, কুরুবিন্দের মত কৃষ্ণবর্ণ কেশে
শোভিত, তাঁর পদ্যের মত কোমল হস্ততল ও পদতল, কর্ণের প্রাস্তভাগস্পৃষ্ট
দুক্ষধবল ও কোমলনীল নেত্রদ্বয়ে মনোহর, কটিতটে নিবন্ধ আছে রত্নখচিত নপ-
রাস্ত্র, পট্টবস্ত্র পরিহিত, ক্ষীণমধ্য ও বিশাল বক্ষোবিশিষ্ট কোনও এক পুরুষ
শস্ত্রনৈপুণ্যে শরবর্ষণে শত্রুকুলকে অভিভূত করতে করতে পাদাঙ্কুষ্ঠ দিয়ে বেগবান
হস্তীর কর্ণমূলে নিষ্ঠুরভাবে ঘর্ষণ করে রাজবাহনের নিকট এসে পূর্বের উপদেশ
অনুসারে 'ইনিই সেই প্রভু রাজবাহন' এই বিশ্বাসে কৃতাজ্ঞলিপুটে প্রণাম
জানিয়ে অপহারবর্মার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন,—আপনার আদেশ
অনুসারে একত্র আনীত এই রাজমণ্ডল অঙ্গরাজকে সাহায্যাদানের জন্য উপস্থিত
হয়েছেন।

ব্যাকরণঃ—

কুরুবিন্দসবর্ণকুস্তলাঃ—সমানঃ বর্ণঃ অস্য সবর্ণ, (বহু)। কুরুবিন্দেন সবর্ণঃ
ঋ স্বপ্ স্বপা)। তাদৃশাঃ কুস্তলা অস্য (বহু)।

কমলকোমলপাণিপাদঃ—পাণিশ্চ পাদশ্চ পাণিপাদম্, (দ্বন্দ্ব) । কমলমিব-
কোমলং (উপমান কর্মধা) তাদৃশং পাণিপাদম্ অস্য (বহ) ।

কর্ণচুষ্ণি .. স্নিগ্ধশ্চ । নীলশ্চ স্নিগ্ধনীলঃ, (কর্মধা) । কর্ণৌ চুষ্ণিতং শীলমনয়োঃ
কর্ণচুষ্ণিনী (উপপদ তৎ) । দুগ্ধমিব ধবলে দুগ্ধধবলে (উপমান কর্মধা) ।
কর্ণচুষ্ণিনী দুগ্ধধবলে স্নিগ্ধনীলে লোচনে অস্য (বহ) ।

কটিতট...। রত্নথচিত্তো নথরঃ রত্ননথঃ কর্মধা) । কটিতটে নিবিষ্টঃ কটিতট-
নিবিষ্ট (স্থপ্ স্থপা) তাদৃশো রত্ননথঃ অস্য (বহ) ।

পাদাস্তুষ্ঠ...। কর্ণয়োঃ মূলে কর্ণমূলে (ঙ্গী তৎ) । নিষ্ঠরং যথা তথা
অবস্বৃষ্টে স্থপ্ স্থপা) । পাদয়োঃ অঙ্গুষ্ঠে (ঙ্গী তৎ) । তাভ্যাং নিষ্ঠরাবস্বৃষ্টে
(৩য়্য তৎ) । তাদৃশৌ কর্ণমূলে অস্য পাদাস্তুষ্ঠ নিষ্ঠরাবস্বৃষ্টে কর্ণমলঃ বহ) ।
তেন ।

অঙ্গরাজ্য তাদর্থো ৪পী ।

সংস্কৃত পাঠঃ—(১৫)

অরিবলং চ বিহতশিখরশ্চ স্ত্রীবালহার্ষশ্চ বর্ততে । কিমগ্ৰং
কৃত্যম্ ইতি । হৃষ্টস্ত ব্যাজহারাপহারবর্মা—‘দেব দৃষ্টিদানেনানুগৃহ-
তামমাজ্জাকরং’ সৌহয়মহমেবামুনা রূপেণ ধনমিত্রাখ্যা চান্তরিতো
মন্তব্যঃ । স এবায়ং নির্গমযাবজ্জনাদঙ্গরাজমপবজিতং চ
কৌশবাহনমেতীকৃত্যাস্মদগৃহ্যেণামুনা সহ রাজগ্ৰকেনৈকাস্তে
স্বখোপবিষ্টমিহ দেবমুপতিষ্ঠতু যদি ন দোষঃ ইতি ।

সংস্কৃত প্রতিশব্দঃ—

অরিবলং চ—শক্রসৈন্যমপি, বিহতং—নাশিতম্, শিখরশ্চ—বিজ্রাবিতং, স্ত্রী-
বালহার্ষশ্চ—অবলাশিশুভিঃ, আচ্ছেদ্যায়ুধং, বর্ততে—তিষ্ঠতি । অগ্ৰং—অপরং,
কিং কৃত্যম্—করণীয়ং বা ময়া—ইতি এতৎ আচষ্ট ইতি । হৃষ্ট—মুদিতঃ,
অপহারবর্মা তু পুনঃ, ব্যাজহার—উবাচ । দেব—স্বামিন্, অয়ম্—আজ্জাকরঃ
এব ভৃত্যঃ, দৃষ্টিদানেন—নেত্রপাতেন, অনুগৃহতাম্—আপ্যায়তাম্, অয়ম্—
এযজনঃ, অমুনা রূপেণ—এতয়া মূর্ত্যা, ধনমিত্রাখ্যা চ ধনমিত্র ইতি নাম্না

অপি অন্তরিতঃ ক্লতব্যবধান, আজ্ঞাকরত্বেন অজ্ঞাত ইত্যর্থঃ, স এব আজ্ঞাকর এব মন্তব্যঃ—বেদিতব্যঃ। যদি ন দোষঃ হানিঃ যদি ভবান্ দোষঃ ন মন্যতে তদা ইহ—অস্মিন্ দেশে, একাস্তে—বিজনে, স্মৃথোপবিষ্টং—স্মৃথাসীনং দেবং—ধামিনং ভবন্তং স অসৌ ভবতো ভৃত্যো ধনমিত্রঃ এব অয়ম্, এষ জনঃ স্বয়ম্, অঙ্গরাজং বন্ধনাৎ কারায়া, নির্গময্য—মোচয়িত্বা, অপবর্জিত—অঙ্গরাজেন ত্যক্তং, কোষং—দ্রব্যজাতং বাহনং—গবাস্থম্, তকীরূত্যা চ সমাস্ত্য, অস্মদ-গৃহোন—অস্মৎপক্ষেণ, অমূনা—এতেন, পুরোবর্তিনা রাজ্ঞ্যকেন সহ সার্দম্, উপতিষ্ঠতু—সমীপস্থো ভবতু।

বঙ্গার্থঃ—শত্রুসৈন্য এমনভাবে নিহত ও বিধ্বস্ত হ'য়েছে যে, স্বীলোক ও বালকেরাও তাদের অস্ত্র কেড়ে নিতে পারে। এখন আর কি করণীয় আছে? অপহারবর্মী আনন্দিত হয়ে কুমার রাজবাহনকে বললেন,—‘প্রভু, এই সেবকের প্রতি দৃষ্টিপাত করে অনুগৃহীত করুন।’ এই ব্যক্তির নাম ধনমিত্র, একে আমার মতই মনে করবেন—কেবল নামেই যা পার্থক্য। এ আজই অঙ্গরাজকে কারাগার থেকে মুক্ত করে ইত্যন্ততঃ বিক্ষিপ্ত তাঁর সৈন্য, বাহন ও ভাণ্ডার একত্র করে, আমাদের পক্ষের এই রাজ্ঞ্যবৃন্দের সঙ্গে এসে নির্জনস্থানে স্মৃথে উপবিষ্ট আপনার সেবা করুক, যদি এতে কোন দোষ না মনে করেন।

ব্যাকরণঃ—

অরিবলম্—অরেঃ বলম্ (৬ষ্ঠী তৎ)।

বিহতবিধ্বস্তং—বিহতঞ্চ তৎ বিধ্বস্তঞ্চ (কর্মধা)।

স্বীবালহার্শশস্বং—স্বিয়শ্চ বালশ্চ স্বীবালাঃ (দ্বন্দ্ব)। তৈঃ হার্ষং (৩য়ী তৎ)। তাদৃশং শস্বমস্য (বহ)।

দৃষ্টিদানেন—দৃষ্টেঃ দানম্ (৬ষ্ঠী তৎ) তেন। করণে ৩য়ী।

ধনমিত্রাখ্যা—ধনমিত্ররূপা আখ্যা (কর্মধা—শাকপার্থিববৎ)। তয়া। করণে হেতৌ বা ৩য়ী।

বন্ধনাৎ—বধ্যতে অস্মিন্ ইতি বন্ধনম্। তস্মাৎ। অপাদানে ৫মী।

রাজ্ঞ্যকেন—সহযোগে ৩য়ী।

সংস্কৃত পাঠ :- (২৬)

দেবোইপি যথা তে রোচতে ইতি তমাভাষ্য গঙ্গা চ তন্নির্দিষ্টেন
মার্গেন নগরাদ্বহিরতিমহতো রোহিণীক্রমস্য কশ্চিৎক্ষৌমাবদাত-
সৈকতে গঙ্গাতরঙ্গ পবনপাতশীতলে দ্বিরদাদবততার। প্রথমসম-
বতীর্ণেনাপহারবর্মণা চ স্বহস্তসড়রসমীকুতে মাতঙ্গ ইব ভাগীরথী-
পুলিনমণ্ডলে স্মৃথং নিষসাদ !

সংস্কৃত প্রতিশব্দ :-

দেবঃ অপি—স্বামী চ রাজবাহনঃ তন্ম্ অপহারবর্মাণং যথা তে—ষাদৃশং
তুভ্যং, রোচতে--রুচিকরং ভবতি তথা কুরু ইতি আভাষ্য--এতদুক্তা,
তন্নির্দিষ্টেন--অপহারবর্মণা প্রদর্শিতেন, মার্গেন—পথা, নাগরাদ্ বহিঃ—পুরোপ-
কণ্ঠে, গঙ্গা চ, অতিমহতঃ-- বিশালস্য কস্যচিৎ, রোহিণীক্রমস্য বটবৃক্ষস্য,
ক্ষৌমং -- পট্টবসনমিব, অবদাতং—শুভ্রং, সৈকতং—পুলিনং যন্মিন্, তাদৃশে,
গঙ্গাতরঙ্গপবনপাতশীতলে—জাহ্নবীতরঙ্গানাং বায়ুপ্রবাহশীতলে, তলে—অধঃ
দ্বিরদাৎ হস্তিনঃ, অবততার—অবরুরোহ্। প্রথমং কুমারাৎ প্রাগেব, সম-
বতীর্ণেন—অবকট্টেণ, অপহারবর্মণাণ, স্বহস্তেন—স্বকায়েন বাহনা, সস্বরং—
ঋটিতি, সমীকুতে—সমতলতাংনীতে, ভাগীরথীপুলিনমণ্ডলে—গঙ্গায়ঃ সৈকত-
ভূমৌ, মাতঙ্গ ইব যথা ইতঃ প্রাকৃক্ষণে গজে তথৈব স্মৃথং নিষসাদ চ—উপবিবেশ
অপি।

বঙ্গার্থ :- প্রভুও তাঁকে 'তোমার যা অভিরুচি'—এই বলে তাঁর দেখান
পথে গিয়ে নগরের বাইরে অতি বিশাল এক বটবৃক্ষের পট্টবসনশুভ্র বালুকা-
শোভিত এবং গঙ্গাতরঙ্গের বায়ুপ্রবাহে শীতল তলদেশে হাতী থেকে নামলেন।
প্রথমেই অপহারবর্মা নেমে সেই গঙ্গার সৈকত ভূমিটিকে নিজের হাতে সমান
করে দিলেন এবং কুমার সেখানে হাতীর পিঠে যেমন স্মৃথে বসেছিলেন,
সেভাবেই স্মৃথে বসলেন।

ব্যাকরণ :-

তে--'রুচ্যর্থানাং প্রীয়মানঃ' স্মৃত্রাহসারে সম্প্রদানে ঐর্থী।

নির্দিষ্টেন—নির + দিশ্ + ক্ত কৰ্মণি । তেন ।

মার্গেণ --করণে ৩য়া ।

নগরাৎ—বহির্যোগে ৫মী ।

অতিমহতঃ—অতিশয়েন মহান, (প্রাদি তৎ) । তস্য ।

ক্ষৌমাবদাতসৈকতে—ক্ষৌমমিব অবদাতম্—(উপমান কৰ্মধা) । ক্ষৌমা-
বদাতং সৈকতম্—অগ্নিন্ (বহু) । তস্মিন্ ।

গঙ্গা...। শীতং লাতি ইতি শীতলম্ (উপপদ তৎ) । গঙ্গায়াঃ তরঙ্গঃ
(৬ষ্ঠী তৎ) । তস্য পবনঃ (৬ষ্ঠী তৎ) । তস্য পাতঃ (৬ষ্ঠী তৎ) । তেন শীতলম্
(৩য়া তৎ) । তস্মিন্ ।

দ্বিরদাৎ—দ্বৌ রদৌ অস্যা দ্বিরদঃ (বহু) । তস্মাৎ । অপাদানে ৫মী ।

অবততার - অব-তৃ + লিট্ গল্ ।

অপহারবৰ্মণা—অল্পককর্তরি—৩য়া ।

স্বহস্ত...। স্বস্যা হস্তঃ (৬ষ্ঠী তৎ) । স্তরয়া সহ সত্ত্বম্ (বহু) । সমসং সমং
কৃতম্ ইতি (গতি তৎ) । সত্ত্বরং যথা তথা সমাকৃতম্ (সুপ্-সুপা । স্বহস্তেন
সত্ত্বর সমাকৃতম্—(৩য়া তৎ) । তস্মিন্ ।

ভাগীবগীপুলিনমণ্ডলে—ভাগীরথ্যাঃ পুলিনম্ (৬ষ্ঠী তৎ) । তস্য মণ্ডলম্
(একদেশী তৎ) তস্মিন্ । অধিকরণে ৭মী ।

নিষসাদ—নি-সদ্ + লিট্ গল্ ।

সংস্কৃত পাঠঃ—(৭)

তথা নিষল্লং চ তমুপহারবর্মার্থপালপ্রমতিমিত্রগুপ্তমন্ত্রগুপ্তবিশ্রুতৈ-
মৈথিলেন চ প্রহারবর্মণা, কাশীভত্রী চ কামপালেন, চম্পেশ্বরেণ
সিংহবর্মণা সহোপাগত্য ধনমিত্রঃ প্রণিপপাত । দেবোহপি হর্ষা-
বিদ্ধমভ্যুখিতঃ 'কথং সমস্ত এষ মিত্রগণঃ সমাগতঃ কো নামায়মভ্যুদয়ঃ'
ইতি কৃতযথোচিতোপচারান্নির্ভরতরং পরিরেভে ।

সংস্কৃত প্রতিশব্দঃ—

তথা তেন প্রকারেণ, নিষল্লং—উপবিষ্টক্, উপহারবর্মণা, অর্থপালেন, প্রমতিনা,
মিত্রগুপ্তেন, মন্ত্রগুপ্তেন বিশ্রুতেন, মৈথিলেন—মিথিলাধিপেন প্রহারবর্মণা চ,

কাশীভদ্রা কাশীরাজেন কামপালেন চ, চম্পেশ্বরেণ চ—চম্পাপদ্মিনা সিংহবর্মা
 চ সহ উপাগত্য—অভ্যেত্য ধনমিত্রঃ প্রণিপাত—সাপ্তাঙ্গং নমস্করে । ১৭ঃ
 অপিস্বামী রাজবাহনশ্চ, কথম্—আশ্চর্যম্, এষঃ—অয়ং, মিত্রগণঃ—সুহৃদ্বর্গঃ,
 সমস্তঃ—অশেষঃ, সমাগতঃ—উপস্থিতঃ, অয়ম্—এষঃ, কো নাম—অনির্বচনীয়ঃ,
 অভ্যাদয়ঃ—ভাগ্যোপচয়ঃ, ইতি—এতদ্বুক্তা, হর্ষস্যা—আনন্দস্যা, আবিদ্ধম্—
 আবেধঃ, অভ্যুথিতঃ—ত্যান্তাসনঃ সন্, কৃতঃ—অনুষ্ঠিতঃ, যথোচিতম্—বিধি-
 প্রযুক্তং, উপচারঃ—রাজদর্শনসংকারঃ, নৈ—তান্, নির্ভরতলং—দৃঢ়ং, পরিরেভে
 -- আলিঙ্গিতম্ ।

বঙ্গার্থঃ—রাজবাহন এভাবে উপবেশন করলে, উপহারবর্মা, অর্থপাল,
 প্রমতি, মিত্রগুপ্ত, মন্ত্রগুপ্ত, বিশ্বস্ত, মিথিলাধিপাত প্রহারবর্মা, কাশীরাজ
 কামপাল ও চম্পেশ্বর সিংহবর্মার সঙ্গে এসে ধনমিত্র তাঁকে প্রণাম করলেন ।
 প্রভু রাজবাহনও আনন্দে অভিভূত হ'য়ে আসন ছেড়ে উঠে এবং বন্ধুদের দ্বারা
 যথোচিত সম্বর্দ্ধিত হ'য়ে 'মিত্রগণ সকলেই উপস্থিত হয়েছেন! একি ভাগ্য!'
 এই বলে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলেন ।

ব্যাকরণঃ—

নিষন্নম্—নি-সদ্ + ক্ত ।

উপহার...। (দ্বন্দ্ব) । সহযোগে ওয়া ।

প্রহারবর্মা—সহযোগে ওয়া ।

কাশীভদ্রা—কাশ্যা ভর্তা (৬ষ্ঠী তৎ) । তেন সহযোগে ওয়া ।

সিংহবর্মা—সহযোগে ওয়া ।

উপাগত্য—উপ-আ-গম্ + ল্যপ্ ।

প্রণিপাত—প্র-নি-পৎ + লিট্ গল্ ।

হর্ষবিদ্ধম্—হর্ষস্য আবিদ্ধং যস্মিন্ কর্মণি তৎ যথা তথা (বহু) ।

মিত্রগণঃ—মিত্রাণাংগণঃ (৬ষ্ঠী তৎ) ।

কৃত...। উচিতস্য অনতিক্রমঃ যথোচিতম্ (অব্যয়ীভাব) যথোচিতঃ

উপচারঃ (কর্মধা) । কৃতঃ যথোপচিতোপচার এভিঃ (বহু) । তান্ ।

পরিরেভে—পরি-রভ্ + লিট্ এ ।

সংস্কৃত পাঠঃ—(২৮)

কাশীপতিমৈথিলাঙ্গরাজাংশ্চ স্নহ্নম্বেদিতান্ পিতৃবদপশ্চৎ ।
তৈশ্চ হর্ষকম্পিতপলিতং সরভসোপগূঢ়ো পরমভিননন্দ । ততঃ
প্রবৃত্তাস্ত্ৰ প্ৰীতিসংকথাস্ত্ৰ প্ৰিয়বয়স্শ্চগণামুযুক্তঃ ক্ষুণ্ণ চ সোমদন্ত-
পুষ্পোদ্ভবয়োশ্চরিতমম্ভুবর্ণ্য স্নহ্নদামপি বৃত্তান্তং ক্রমেণ শ্ৰোতুং
কৃতপ্রস্তাবস্তাংশ্চ তদুস্তাবম্মুযুক্তঃ । তেষু প্রোহ স্ম কিলাপহারবর্মী ।

সংস্কৃত প্রতিশব্দঃ—

স্নহ্নম্বেদিতান্—অপহারবর্মাদিভিঃ কথিতান্, কাশীপতি মৈথিলাঙ্গরাজান্,
পিতৃবৎ—পিতরমিব, অপশ্চৎ—উপাচবৎ । ১ঃ—কাশীপতি প্রভৃতিভিঃ,
হর্ষণ—আনন্দেন, কম্পিতং,—পলিতং—কেশশৌক্যং, সরভসোপগূঢ়ঃ—বেগেন
আশ্লিষ্টঃ সন স বাজবাহনঃ পবম্—অতিমাত্রম্, অভিননন্দ—মমদে, ততঃ—
তদনন্তরং, প্ৰীতিসংকথাস্ত্ৰ—বিশস্তালাপেষু, প্রবৃত্তাস্ত্ৰ—পক্রান্তাস্ত্ৰ, সতীযু
প্ৰিয়বয়স্যাগণেন স্নহ্নদবর্ণণ, অমুযুক্তঃ—পঠঃ, বাজবাহনঃ, স্ময়া—আত্মনঃ,
সোমদন্তপুষ্পোদ্ভবয়োঃ চরিতং—বৃত্তান্তম্, অম্ভুবর্ণ্যা—বর্ণয়িত্বা, ক্রমেণ—অন্ত-
পূর্বণঃ, শ্ৰোতুং, কৃতপ্রস্তাবঃ—উপস্থাপিতপ্রসঙ্গঃ সন, তান—মিত্রাণি অপি,
তদুকৌ—চবিতবর্ণনবিষয়ে, অম্মুযুক্তঃ—প্রপচ্ছ ।

বঙ্গার্থঃ—স্নহ্নদেবা কাশীবাজ, মৈথিলাধিপতি ও অঙ্গরাজকে পরিচিত
করিয়ে দিলে তিনি তাঁদের পিতার মত সম্মান দেখালেন । তাঁরাও আনন্দে
পক্রকেশ কম্পিত করে সবেগে কুমারকে জড়িয়ে ধরলেন, কুমারও অত্যন্ত
আনন্দিত হলেন । তারপর মিষ্টালাপ শুরু হলে প্ৰিয়বয়স্যদের অনুরোধে
নিজের, সোমদন্ত ও পুষ্পোদ্ভবের বৃত্তান্ত বর্ণনা করে ক্রমশ মিত্রদের বৃত্তান্ত
শোনার প্রস্তাব এনে তাদের নিজ নিজ বৃত্তান্ত শোনাতে বললেন । তাদের
মধ্যে অপহারবর্মী বলতে আরম্ভ করলেন ।

ব্যাকরণঃ—

কাশীপতি...। কাশ্চাঃ পতিঃ (৬ষ্ঠী তৎ) । কাশীপতিশ্চ মৈথিলশ্চ
অঙ্গরাজশ্চ (ছন্দ) । তান ।

সুহৃদ্বিবেদিতান্—সু-শোভনং হৃদয়মেধাম্, সুহৃদঃ (বহু)। সুহৃদভিঃ
নিবেদিতঃ (৩য় তৎ)। তান্।

হর্ষ.....—হর্ষণে কাম্পিতং (৩য় তৎ)। হর্ষকাম্পিতং পালিতং যস্মিন্ কর্মণি
তৎ যথা তথা (বহু)।

সবভসোপগৃঢ়ঃ--রভসেন সহ সরভসম্ (বহু)। সরভসম্ উপগৃঢ়ঃ
(সুপ্ সুপা)।

প্ৰীতিসংকথাসু—প্ৰীতে: সংকথা: (৬ষ্ঠী তৎ)। তাসু। ভাবে ৭মী।

ব্রহ্মাস্তম্—ব্রহ্মস্য অস্তঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। ওম্।

ক্রমেণ—হেতৌ ওয়া।

কৃতপ্রস্তাবঃ—কৃতঃ প্রস্তাবঃ যনেন (বহু)।

তদুক্তৌ—তস্য উক্তিঃ (৬ষ্ঠী তৎ)। তস্য। অধিকবর্ণে ৭মী।

অক্ষয়ঙ্ক—অক্ষ-য়ঙ্ + ক।

॥ প্রণোত্তর ॥

১। 'রাজবাহনচরিতম্'—এই পাঠ্যাংশটি কোন মলগ্রন্থের কোন অংশের
অন্তর্গত? গ্রন্থটির লেখক কে?

উত্তর:—'রাজবাহনচরিতম্' পাঠ্যাংশটি 'দশকুমারচরিতম্' নামক গজ-
কাবীর মল গ্রন্থের প্রথম উচ্চাস।

উক্ত গ্রন্থটি কবি দণ্ডীর শ্রেষ্ঠ কবিকৃতি।

২। 'রাজবাহনচরিতম্'-এর রচয়িতা কে? তাঁহার গ্রন্থগুলির নাম কর।

উত্তর:—'রাজবাহনচরিতম্' কবি দণ্ডীর রচনা।

কাবী দণ্ডীর তিনপানি রচনার নাম পাণ্ডয়া যায়। যেমন (১) দশকুমার-
চরিতম্, (২) কাব্যাদর্শ এবং (৩) অবস্থিসুন্দরী কথা।

৩। 'দশকুমারচরিতম্' কাব্যে বর্ণিত দশজন কুমারের নাম কি কি?

উত্তর—দশকুমারচরিতে বর্ণিত দশজন কুমারের নাম হল—(১) রাজবাহন,
(২) উপহারবর্মা, (৩) অপহারবর্মা, (৪) মিত্রগুপ্ত, (৫) মন্থগুপ্ত, (৬) অর্থপাল,
(৭) বিশ্বত, (৮) পুষ্পোত্তব, (৯) প্রমতি, (১০) সৌমদত্ত।

৪। ‘শ্রদ্ধা ও ভুবনবৃত্তাস্তমৃত্তমান্দনা বিশ্বয়বিকসিতাক্ষী ইদমভাবত’—
উত্তমান্দনা বলতে এখানে কাকে বোঝাচ্ছে? বিশ্বয়ে তাঁর চক্ষু বিস্ফারিত
হয়েছিল কেন?

উত্তর :—এখানে উত্তমান্দনা বলতে রাজবাহন কর্তৃক যাতুদ্বারা পরিগৃহীতা
তথা মালবরাজ মানসারের কন্যা অবস্তিস্তন্দরীকে নির্দেশ করা হয়েছে।

অবস্তিস্তন্দরী প্রিয়তম রাজবাহনের মুখে চতুর্দশভুবনের যে সমস্ত বৃত্তাস্ত
শ্রুনেছিলেন, সে সমস্ত তাঁর অশ্রুত, অজ্ঞাত এবং বিশ্বয়োগ্যপাদক। তাই তাঁর
চক্ষু বিশ্বয়ে বিস্ফারিত হয়েছিল।

৫। ‘পঙ্কমিদানী’ স্বপ্নপাদপরিচর্যাফলম্’—উক্তিটির বলা কৈ? উক্তিটির
মৌলিকতা পদর্শন কর।

উত্তর :—মানসার কন্যা তথা রাজবাহন পণয়িনী রাজকুমারী অবস্তিস্তন্দরী
আলোচ্য উক্তিটি করেছেন। রাজবাহন ঐন্দ্রজালিক বিদ্যেশবের সহায়তায়
প্রিয়তমা অবস্তিস্তন্দরীর সঙ্গে মিলিত হয়ে চতুর্দশভুবনের বৃত্তাস্ত শোনালে
তিনি অভিভূতা হয়ে এই মন্তব্যটি করেছিলেন।

মুখ্যতঃ অবস্তিস্তন্দরী সকলের অজ্ঞাতে রাজবাহনের সঙ্গে মিলিত হয়ে
প্রথমে একরকম পাপবোধ বা অপরাধবোধ বশতঃ অস্বাস্ত গল্পভব করছিলেন।
এমনসময় রাজবাহন তাকে পুরাণাদি ধর্মশাস্ত্র থেকে চতুর্দশ ভুবনের প্রণয়-
কাহনী, যেমন—পুরুরবা-উর্বশী, দুহস্ত-শকুন্তলা প্রভৃতির গান্ধর্বাববাহু এবং উল্লেখ্য
প্রতিষ্ঠার বৃত্তাস্ত শোনালে তাঁর মন থেকে উক্ত পাপভয় এবং অপরাধবোধ
হিন্ত অস্বস্তি ও অস্থিরতা দূর হয়ে যায়। সেইসঙ্গে রাজবাহনের গায়
উত্তমপুরুষকে লাভ করে তাঁর জীবন সার্থক হয়েছে এবং তাকে সেবা করা ও
ভালবাসা যে মিত্যা, বিফল ও অনায়া হয়নি, ২. কথা বুঝাতে অবস্তিস্তন্দরী
যেভাবে তাঁর কতাব্দী ও প্রতজ্ঞা প্রকাশ করেছেন, তা তাঁর স্বগভীর পণয়সেব
বিচারে সার্থক ও যুক্তিযুক্ত।

৬। ‘তমোপহস্যাদনো জ্ঞানপদপঃ’

‘তমোপহ’ কথাটির অর্থ কি? কে কি প্রসঙ্গে বলেছে?

উত্তর :—‘তমোপহ’ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হয়—‘অন্ধকারনাশক’। কিন্তু
এখানে অর্থ হবে—‘অজ্ঞানতানাশক’।

রাজবাহনপ্রিয়া অবন্তিসুন্দরী রাজবাহনের মুখে চতুর্দশ ভুবনের বিস্ময়কর বৃত্তান্ত শুনে এই উক্তিটি প্রিয়তমের প্রতি কবেছিলেন।

৭। ‘সুপ্নয়োস্ত তয়োঃ স্বপ্নে’

তঁাবা কি স্বপ্ন দেখেছিলেন? সেই স্বপ্ন তাঁদের জীবনে কিভাবে তাৎপর্য-পূর্ণ হয়েছিল বল।

উত্তর :—কুমার রাজবাহন ও অবন্তিসুন্দরী মিলিত হয়ে স্মখালাপ করতে করতে নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে উভয়েই নিদ্রার মধ্যে স্বপ্নে মৃগালতন্ত দিয়ে পা-ছুটি বাঁধা অবস্থায় একটি বুদ্ধ রাজহাঁসকে দেখতে পেলেন।

এই স্বপ্নটি যেন তাঁদের জীবনের প্রতিচ্ছবি। এই স্বপ্নদর্শনের পরই যখন তাঁদের ঘুম ভেঙে গেল, তখনই দেখা গেল কুমার রাজবাহনের পা-ছুখানি বজতশঙ্খলে বাঁধা বয়েছে। মূলতঃ তাঁদের পূর্বজন্মে প্রাপ্ত অভিশাপ সেইরাত্রে তাদের জীবনে প্রকট হলো। এবং সেইসঙ্গে তাঁদের জীবনচক্রের গতিও নির্ধারিত হলো।

৮। ‘মলকপ্তমাচকন্দ রাজকণ্যা’

বাজকণ্যাটি কে? তিনি উচ্চৈশ্বরে চীৎকার কবে উঠলেন কেন?

উত্তর :—উদ্ভিষ্ট রাজকণ্যা হলেন মালবরাজ মানসারের কন্যা অবন্তি-সুন্দরী। রাজকণ্যা একটি আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখে ভ্রমে ওঠেই দেখতে পেলেন— তাঁর প্রিয়তম কুমার রাজবাহনের পা-ছুখানি কপার শিকলে বাঁধা পড়েছে। তখন তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হয়ে উচ্চৈশ্বরে কেঁদে উঠেছেন।

৯। যখন রাজকণ্যা উচ্চৈশ্বরে চীৎকার করে উঠলেন, তখন কি ঘটল?

উত্তর :—তখন যে সমস্ত অন্তঃপুররক্ষী পুরুষ কণ্যাস্তপুরে প্রবেশ করতে পারত না, তারাও কৌতুহলী হয়ে প্রবেশ করে রাজবাহনকে শঙ্খলিত অবস্থায় দেখে সেই ঘটনা তৎক্ষণাৎ চণ্ডবর্মাকে জানাল।

১০। চণ্ডবর্মী কে ছিলেন? রাজবাহনচরিত হ’তে তার সম্বন্ধে তোমার কি ধারণা হয়?

উত্তর :—চণ্ডবর্মী হলেন মালবরাজ মানসারের ভগিনীর পুত্র। আবার পরে দর্পসার মালবের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে যখন তপস্যা করতে যান, তখন চণ্ডবর্মীর উপরই মালবরাজ্য শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ ছিল।

চণ্ডবর্মী ছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির, অত্যাচারী ও হুঃশরিত্র ।

১১। বালচন্দ্রিকা কে ছিলেন ? তাঁর স্বামী কে ছিলেন ?

উত্তর :—বালচন্দ্রিকা হলেন উজ্জয়িনী নগরের এক বণিকের পরমরূপবতী কন্যা । তাঁর রূপে আকৃষ্ট হয়ে চণ্ডবর্মীর ভ্রাতা দারুবর্মী তাঁকে পাওয়ার চেষ্টা করলে, পুষ্পোদ্ভব কৌশলে তাঁকে হত্যা করে বালচন্দ্রিকাকে বিবাহ করেন । সুতরাং বালচন্দ্রিকার স্বামী হলেন দশকুমারের অন্যতম পুষ্পোদ্ভব ।

১২। ‘স্মর তস্যাঃ হংসকথায়াঃ’

কে কাকে একথা বলেছিলেন ? হংস কথাটি কিরূপ ?

অথবা—‘স্বপ্নয়োস্ত তয়োঃ স্বপ্নে কশ্চিচ্ছালপাদোহদৃশ্যত’ এখানে যে গল্পটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, তা সংক্ষেপে লিখ ।

উত্তর :—উক্ত উক্তিটি কুমার রাজবাহন তাঁর প্রিয়া অবন্তিসুন্দরীর প্রতি করেছিলেন । হংস কথাটি হলো তাঁদের পূর্বজন্মের একটি বৃত্তান্ত । পূর্বজন্মে রাজবাহন শাশ্ব নামে এক রাজা ছিলেন এবং অবন্তিসুন্দরীই খঞ্জবতী নামে তাঁর মহিষী ছিলেন । একদিন তাঁরা এক পদ্মসরোবরে বিহার করতে গিয়ে, সেখানে একটি নিদ্রিত রাজহংসকে ধরে তাঁর পা দুটিকে মৃগাল স্ত্র দিয়ে বেঁধে রাজা পত্নীকে বর্লোছিলেন,—ছাপো, এই মরালটিকে বাঁধায় মূর্খের মত শাস্তভাবে অবস্থান করছে ।

একথা বলামাত্র রাজহংসটি স্বরূপ প্রকাশ করে শাশ্বকে আভিশাপ দিলেন,—
হে রাজন ! আমি ব্রহ্মচারী, এই পদ্মবনে ধ্যানে মগ্ন ছিলাম । তুমি ধনগর্বে মত্ত হয়ে আমার অবমাননা করেছ । তাই তুমি পত্নীবিচ্ছেদের দুঃখ অহুভব করবে । তখন শাশ্ব বড় অত্ননয়-বিনয় করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে, তাপস কিছুটা শাস্ত হয়ে করুণা করে বলেছিলেন,—এ জন্মে এই শাপের ফল ভোগ করতে হবে না । পরজন্মে তোমরা পরস্পর স্বামী-স্ত্রী হয়েই জন্মাবে এবং তুমি দুই মুহূর্ত আমার পা-দুটি বেঁধে রেখেছ বলে তোমার পা-দুটি দু-মাস শঙ্খলে বাঁধা থাকবে । ঐ দু-মাস পত্নীবিচ্ছেদ দুঃখও ভোগ করতে হবে । এরপর তাপস তাঁদের জাতিস্মরণ বজায় থাকার অশীর্বাদও করেছিলেন ।

অতএব, এখানে রাজবাহন ঐই সঙ্কেতের দ্বারা অবন্তিসুন্দরীকে মৈর্ষ ধারণ করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন ।

১০। ‘শত্রুত পতিমণ্ডেব শ্লাবতংসিতমিয়মনাৰ্শীলা কুলপাংসনী’—
উক্তিটির বক্তা কে? কার প্রতি এই উক্তিটি করা হয়েছে। ‘কুলপাংসনী’
কথাটির অর্থ কি? তাকে একথা বলার কারণ কি?

উত্তর :—উক্তিটির বক্তা হ'ল তপস্যারত দর্পসারের অল্পপস্থিতিকালে
তারই নির্দেশে রাজ্যপরিচালনায় নিযুক্ত চণ্ডবর্মী।

কন্যাস্তপূরে গোপনে রাজবাহনের সঙ্গে অবস্তিস্তম্ভরীর মিলিত হওয়ার
সংবাদ পেয়ে তাঁদের কাছে উপস্থিত হয়ে চণ্ডবর্মী রাজকুমারী অবস্তিস্তম্ভরীর
প্রতি আলোচ্য উক্তিটি করেছেন।

‘কুলপাংসনী’ শব্দটির অর্থ হলো—‘কুলকলঙ্কিনী’। তাঁকে এরূপ বিশেষণে
বিশেষিতা করার প্রধান কারণ,—অবস্তিস্তম্ভরী হলেন রাজকন্যা, তাঁর বংশ-
মর্যাদা ও আভিজাত্য আছে। আর রাজবাহনের পরিচয় অজ্ঞাত থাকায় তাঁকে
সকলে জানে যে, তিনি সামান্য ব্রাহ্মণসন্তানমাত্র। আবার সেইসঙ্গে তাঁর অল্প
একটি পরিচয় হলো চণ্ডবর্মীর শত্রুরূপ পুস্পোস্তবের বন্ধু। স্বতরাং এমন নিরুপ
পুরুষের সঙ্গে সকলের অজ্ঞাতে স্তপূরমধ্যে মিলিত হয়ে সে বংশমর্যাদা নষ্ট
করে কুলকলঙ্কিনীর কাজ করেছে।

১৪। দর্পসারের সঙ্গে অবাস্তিস্তম্ভরীর কি সম্বন্ধ? কাতিসার কে?

উত্তর :—মালবরাজ মানসাবেব দুই পুত্র দর্পসার ও কাতিসার এবং এক
কন্যা অবস্তিস্তম্ভরী। স্বতরাং দর্পসার ও অবস্তিস্তম্ভরীর মধ্যে ভ্রাতা ভগিনী
সম্বন্ধ। কাতিসার তাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

১৫। চম্পেশ্বর কে? তাঁর বিরুদ্ধে চণ্ডবর্মীর যুদ্ধাভিযানের কারণ কি?

উত্তর :—অঙ্গরাজ্যের রাজধানী নগরীর নাম চম্পা। অঙ্গরাজ্যের রাজা
ছিলেন সিংহবর্মী; তিনিই চম্পেশ্বরের নামে পরিচিত।

তাঁর কন্যা অম্বালিকাকে বিবাহ করার জন্তু চণ্ডবর্মী প্রস্তাব দিলে সিংহ-
বর্মী তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাতে চণ্ডবর্মী অপমানিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে
সিংহবর্মীকে সম্ভিত দণ্ড দিয়ে তার কন্যাকে বলপূর্বক বিবাহ করার ইচ্ছায়
যুদ্ধাভিযান করেছিলেন।

১৬। চম্পেশ্বরের পরাক্রমের বর্ণনা দাও এবং তিনি কিভাবে চণ্ডবর্মী
কর্তৃক ধৃত হলেন?

উত্তর :—চম্পেশ্বর সিংহবর্মা চণ্ডবর্মাকে কন্যা সম্প্রদান করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে চণ্ডবর্মা প্রচুর সংখ্যক সৈন্যসামন্ত নিয়ে চম্পানগরী অবরোধ করেন। তখন সিংহবর্মা তাঁর সাহায্যকারী রাজগুবর্গ শীঘ্রই উপস্থিত হয়ে যাবেন জেনেও, তাঁদের আসার সময় পর্যন্ত অপেক্ষা না করেই সিংহবিক্রমে প্রাচীর ভেদ করে নিজস্ব বাহিনী নিয়ে মূর্তিমান গর্বের মত শত্রুসৈন্য আক্রমণ করলেন। সিংহবর্মা প্রবল পরাক্রম প্রদর্শন করলেও সেই মহাযুদ্ধে তাঁর সমস্ত সৈন্যেই বিনষ্ট হ'ল।

যখন সিংহবর্মার বিশাল বাহিনী নষ্ট হয়ে গেল, তখন অজস্র অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত সিংহবর্মাকে চণ্ডবর্মা অমানুষিক শক্তিবলে একহাতী থেকে অন্য় হাতীতে লাফ দিয়ে ধরে বন্দী করেছিল।

১৭। 'অদ্বৈত ক্ষপাবসানে বিবাহনীয়্য রাজহুঁহিতা'-রাজহুঁহিতা বলতে কাকে নির্দেশ করা হয়েছে? কার সঙ্গে বিবাহের কথা বলা হয়েছে? কে বা কারা বিবাহের লগ্ন নির্ধারণ করেছিল?

উত্তর :—এখানে রাজহুঁহিতা বলতে চম্পেশ্বর সিংহবর্মার কন্যা অম্বালিকাকে নির্দেশ করা হয়েছে।

ক্রমক্রমে চণ্ডবর্মার সঙ্গে রাজকন্যা অম্বালিকার বিবাহ হওয়ার কথা এখানে বলা হ'য়েছে।

চণ্ডবর্মারই নির্দিষ্ট গণকগণ এই বিবাহের লগ্ন নির্ধারণ করেছিল :

১৮। রাজবাহন গ্রন্থে দর্পসার চণ্ডবর্মাকে কি বার্তা প্রেরণ কবেছিলেন?

উত্তর :—দর্পসার রাজবাহনের বিষয়ে চণ্ডবর্মাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন,—
যে ব্যক্তি কন্যাস্তম্ভপূরের শুচিতা দূষিত করেছে, তার প্রতি রূপার কোন অবকাশ নাই। বৃদ্ধ রাজ্য মানাপমান বোধ লুপ্ত হওয়ায় ছুঁচরিত্রা কন্যার প্রতি পক্ষ-পাতপর্ণ প্রলাপ বকলেও তা অনুমোদনযোগ্য নয়। স্তত্রাং অবিলম্বে সেই কামোন্মত্তের হত্যার সংবাদ পাঠিয়ে আমার খানন্দ বিধান করবে।

১৯। চণ্ডবর্মা কিভাবে রাজবাহনকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিলেন?

উত্তর :—চণ্ডবর্মা রাজবাহনকে হত্যা করার জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন

যে, প্রভাতে রাজবাহনকে শৃঙ্খলিত অবস্থায় সুসজ্জিত মদমত্ত হস্তী চণ্ডপোতের সম্মুখে খেলনার উপকরণের মত করে উপস্থিত করা হবে।

২০। 'জজ্বাকারিক' শব্দের অর্থ কি? চণ্ডবর্মার 'জজ্বাকারিক' কে?

উত্তর:—'জজ্বাকারিক' শব্দের অর্থ দূত। তবে তার বৈশিষ্ট্য হ'ল যে তাকে কোনরূপ রাজকর দিতে হয় না, জজ্বাই তার কর। অর্থাৎ পদাতিক দ্রুতগামী দূত বলা যায়।

চণ্ডবর্মার 'জজ্বাকারিকের' নাম এণজ্জঘ।

২১। সুরতমঞ্জরী কে ছিলেন? কিভাবে তিনি রজতশৃঙ্খলে রূপান্তরিত হয়েছিলেন? অথবা, 'অবসিতশ্চ মমাগ্ন শাপঃ'—শাপটি কি? এবং তার অবসান কিভাবে হ'ল্যার কথা?

উত্তর:—সুরতমঞ্জরী ছিলেন দোমরশ্মি নামে এক গন্ধর্বের কন্যা। তিনি একদিন যখন আকাশ পথে যাচ্ছিলেন, তখন এক কলহ'স পদ্মভ্রমে তাঁর মুখ লক্ষ্য করে ধাবিত হয়। তাকে বাধা দেওয়ার চাকল্য বশতঃ তাঁর গলার হারপাশি ছিঁড়ে হিমালয়ের একটি জলাশয়ে স্নানবত মহর্ষি মার্কণ্ডেয়র মাথায় গিয়ে পড়ল। তখন ঋষি ক্রুদ্ধ হয়ে শাপ দিলেন, —'পাপিষ্ঠা চেতনাশীন হয়ে বাতুপদার্থ পরিণত হও।' এই শাপেই সুরতমঞ্জরী রজতশৃঙ্খলে রূপান্তরিত হন। তবে সুরতমঞ্জরীর কাঁচব প্রার্থনায় ঋষি কিছুটা সদয় হয়ে বলেছিলেন, তু-মাসকাল রাজবাহনের পদযুগলে বন্ধন বজ্জমাণে তাঁর থাকার পূর্ব এই বিপত্তি দূর হবে এবং তু-মাস পক্ষেত্রিয়ের শক্তিতে থাকবে। এইভাবে তাঁর শাপ অবসানের কথা হয়েছিল।

২২। রাজবাহনের পদদ্বয় কিভাবে রজতশৃঙ্খলের দ্বারা আবদ্ধ হয়েছিল? এবং কিভাবে মুক্ত হয়েছিল?

উত্তর:—সুরতমঞ্জরী মহর্ষি মার্কণ্ডেয়র শাপে রজতশৃঙ্খলে রূপান্তরিত হলে তাকে কুড়িয়ে পান ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা বেগবানের পৌত্র, তথা মানস বেগের পুত্র বারশেখর নামে এক বিদ্যাধর। বারশেখরের নববাহন দত্তের সঙ্গে শক্রতা থাকায়, তাঁর অপকার সাধন করতে দর্পসারের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। দর্পসারও মিত্রতাবশতঃ ভগিনী অবন্তিসুন্দরীকে তাঁর হাতে দান করার প্রতিশ্রুতি দেন। সেই প্রতিশ্রুতিতেই তিনি হৃদয়ে অবন্তিসুন্দরীর প্রতি

অহুরাগ পোষণ করতে করতে একদিন চন্দ্রকিরণোজ্জ্বল রাত্রিতে অবস্থিসুন্দরীকে দেখার ইচ্ছায় অদৃশ্যভাবে অবস্থিসুন্দরীর অন্তঃপুরে উপস্থিত হন। তিনি সেখানে এসে দেখতে পেলেন, অবস্থিসুন্দরী অহুরাগের সঙ্গে ক্রান্তভাবে কুমার রাজবাহনের অঙ্ক আশ্রয় করে আছেন এবং উভয়ে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে নিশ্চিত আছেন। এই দৃশ্য দেখে বীরশেখর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'লেও রাজবাহনের আকৃতির প্রভাবে অণু কিছু ক্ষতি করতে না পেরে, ঐ আভিশপ্তা রৌপ্য-শৃঙ্খলারূপা সুরতমঞ্জরীর দ্বারা রাজবাহনের চরণ যুগল আবদ্ধ করে চলে যান।

এরপর যেদিন চণ্ডবর্মণী মত্তহস্তী চণ্ডপোতকে দিয়ে রাজবাহনকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিলেন, সেদিনই বন্ধন দিবস থেকে দু-মাস পূর্ব হওয়ায় সুরতমঞ্জরীর শাপের অবসান হয় এবং তার ফলে সুরতমঞ্জরী স্বরূপ ফিরে পান, রাজবাহনও শৃঙ্খলমুক্ত হন।

২৩। 'প্রতিশ্রুতং চ তেন স্বসুরবস্থিসুন্দরীয়াঃ প্রদানম্'—তেন এবং তস্মৈ পদের দ্বারা কাদের নির্দেশ করা হ'য়েছে? উক্তিটির সরল অর্থ কি?

উত্তর : - এখানে 'তেন' পদের দ্বারা 'দর্পসার'কে এবং 'তস্মৈ' পদের দ্বারা 'বীরশেখর'কে নির্দেশ করা হ'য়েছে।

উক্তিটির সরল অর্থ হ'লো,—দর্পসার তাঁর বংশানুক্রমিক শত্রু নরবাহন দত্তের অনিষ্ট করার জন্য বিদ্রোহী বীরশেখরকে নিজেব পক্ষে আনার চেষ্টা করে। সেজন্যই বীরশেখরকে বশীভূত করতে নিজেব সুন্দরী ভগিনী অবস্থিসুন্দরীকে দান করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

২৪। বীরশেখরের পরিচয় দাও।

উত্তর :—বীরশেখর হ'লেন ইক্ষ্বাকু বংশের রাজা বেগবানের পৌত্র এবং মানসবেগের পুত্র ইনি ছিলেন একজন বিদ্রোহী।

২৫। নরবাহন দত্ত কে?

উত্তর :—নরবাহন দত্ত ছিলেন বৎসরাজ উদয়নের পুত্র। মাতার নাম বাসবদত্তা। তিনি নিজ ক্ষমতায় বিদ্রোহী বংশের অধিপতি হ'য়েছিলেন। বীরশেখরের পিতা মানসবেগ তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করেছিলেন, কিন্তু পরাস্ত হ'য়েছিলেন।

২৬। অপহারবর্মণী কে?

উত্তর :—দশকুমারের অগতম এক কুমারের নাম অপহারবর্মী। তাঁর পিতা ছিলেন রাজবাহনের পিতা মগধরাজ রাজহংসের পরম মিত্র মিথিলারাজ প্রহারবর্মী। অপহারবর্মীর জীবনবৃত্ত অতিবিচিত্র। তিনিই চণ্ডবর্মাকে সকলের সাক্ষাতে হত্যা করেন।

২৭। চণ্ডবর্মাকে কিভাবে কখন কে হত্যা করেছিল ?

উত্তর :—চণ্ডবর্মী যখন রাত্রি শেষে গণক নির্দিষ্ট শুভলগ্নে সিংহবর্মীর রাজাস্তঃপুরে তাঁরই কন্যা অশালিকার পাণিগ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছিল, তখনই এক দুঃসাহসী দস্যুরূপে অপহারবর্মী সেখানে উপস্থিত হয়ে ছুরিকাঘাতে চণ্ডবর্মাকে হত্যা করেছিলেন।

২৮। 'বার্তয়ানয়া মংপ্রাণসমাং সমাস্থাসয়।'—বক্তা কে ? কাকে বলেছেন ? প্রাণসমাং বলতে কাকে নির্দেশ করা হয়েছে ? বার্তাটি কি ?

উত্তর :—এখানে বক্তা হ'লেন সগ্ন শৃঙ্খলমুক্ত রাজবাহন। রাজবাহন এই কথাটি সুরসুন্দরী সুরতমঞ্জরীকে বলেছেন। 'প্রাণসমাং' বলতে রাজবাহনের পণয়িনী অবস্তিসুন্দরীকে নির্দেশ করা হয়েছে।

বার্তাটি হ'লো—ভ্রামস বাদে যথাকালে রাজবাহন শৃঙ্খল মুক্ত হ'য়েছেন।

২৯। 'পাতিতশ্চ কোপিতেন কোহপি তেন ময়ি শাপঃ'—উক্তিটির বক্তা কে ? 'তেন' পদের দ্বারা কাকে নির্দেশ করা হয়েছে ? শাপটি কি ?

উত্তর :—এই উক্তিটির বক্তা সুরসুন্দরী সুরতমঞ্জরী। এখানে 'তেন' পদের দ্বারা মর্হর্ষি মার্কণ্ডেকে নির্দেশ করা হয়েছে। শাপটি হলো—'পাপে ভজস্ব লোহজাতিমজাতচৈতগ্যা সত্য।' অর্থাৎ পাপিষ্ঠে 'তুমি চেতনাহীন হ'য়ে লৌহধাতুতে পরিণত হও।

৩০। রাজবাহন বন্দী অবস্থায় ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কষ্ট পান নি কেন ?

উত্তর :—রাজবাহন একসময় মাতঙ্গ নামে এক ব্রাহ্মণকে সাহায্য করায় সে পাতালপুরীতে কালিন্দীকে বিবাহ করে পাতালপুরের আধিপত্য লাভ করেন। তখন সেই ব্রাহ্মণ উপহারস্বরূপ 'ক্ষুধাতৃষ্ণাহর' যে মণিটি রাজবাহনকে উপহার দিয়েছিলেন, সেইটি রাজবাহনের মাথায় চুলের মধ্যে লুকানো ছিল। তারই প্রভাবে বন্দী অবস্থাতেও তিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কষ্ট পান নি।